স্কুল বার্ষিকী • ১ম সংখ্যা

নীলাংপল

২০১৬

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

দাউদকান্দি, কুমিল্লা

স্থাপিত ঃ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ

স্কুল বার্ষিকী • ১ম সংখ্যা

নীলাংপল্ল

২০১৬

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

দাউদকান্দি, কুমিল্লা

স্থাপিত ঃ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ

নীলোৎপল
২০১৬

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
দাউদকান্দি, কুমিল্লা

প্রকাশকাল ঃ ২৬ মার্চ, ২০১৬

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়া

প্রধান উপদেষ্টা ঃ ড. আবদুল লতিফ সরকার

প্রধান সম্পাদক ঃ প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর

সম্পাদক ঃ জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ পাটওয়ারী

যুগ্ম সম্পাদক ঃ প্রধান শিক্ষক বিল্লাল হোসেন মিয়াজী

সহকারী সম্পাদক ঃ সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার
সিনিয়র শিক্ষিকা মোসাঃ মাহমুদা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক মোঃ মনির হোসেন
ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ঃ মাসুকা আক্তার (১০ম শ্রেণি)
মোঃ মাহি আলম সরকার (৯ম শ্রেণি)

কভার ডিজাইন ঃ দিলরুবা লতিফ
সিনিয়র ডিজাইনার, বিটিভি

মুদ্রণ
এশিয়ান কালার প্রিন্টিং
১৩০, রাজউক বর্দ্ধিত সড়ক
ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৫৭৭২৬, ৫৮৩১৩১৮৬

উৎসর্গ

এ মহান বিদ্যাপিঠ প্রতিষ্ঠায় যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন এবং ইতোমধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পরলোকে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তাঁদের উদ্দেশ্যে .....

আলহাজ্বাহ হাসনা হেনা লতিফ

সাঈদুদ্দিন সরকার

মোকাররম হোসেন সরকার

মোজাহারুল হক পাটওয়ারী

রফিকুল ইসলাম পাটওয়ারী

গোলাম মঈন উদ্দিন ভূইয়া (কাউসার)

মোহর আলী প্রধান

মোসাঃ মরিয়ম বিবি

আবদুল মান্নান পাটওয়ারী

আবুল কাশেম মোল্লা

হাজী আবদুল গনি

আবদুল মজিদ মাস্টার

আবুল বাশার মোঃ আখতারুজ্জামান পাটওয়ারী

মিজানুর রহমান

রমেশ চন্দ্র ভৌমিক

মোঃ মফিজুর রহমান পাটওয়ারী

আবুল খায়ের মোল্লা

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়া, পিএসসি

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা

ড. আবদুল লতিফ সরকার

প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বসরা বিশ্ববিদ্যালয়, ইরাক

প্রথম পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট

এবং

সাবেক উপদেষ্টা, ইউএনডিপি ও বিশ্বব্যাংক

বিসমিল্লাহির
রাহ্‌মানির রাহিম

আল কোরআনের বাণী

সূরা আনকাবূত/৪৫: হে রাসুল আপনি তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করুন; সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে... ।

সূরা বাক্বারাহ/১৫২: অতএব আমার দেয়া নেয়ামতের দরুন) তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব ।

সূরা আল ইমরান/১১০ঃ তোমরাই উত্তম সম্প্রদায় যে সম্প্রদায়কে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে । তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান করবে এবং অসৎ কর্মের নিষেধ প্রদান করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে ।

সূরা নিসা/৫৯: হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো; আর তোমাদের মধ্যে যারা উপরন্তু, তাদেরও ।

সূরা আল ইমরান/১৩৪: যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধকে সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে - এমন কল্যাণকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ।

সূরা নূর/৫২: আর যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা মান্য করে চলে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকে, তারাই সফলকাম হয় ।

সূরা আল মূলক/ ০৬ আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর এটি কতইনা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল ।

সূরা আন নাযিয়াত/৩৭-৩৯: অতএব যে সীমা লঙ্ঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল ।

সূরা আন নাযিয়াত ৪০-৪১: পক্ষান্তরে যে নিজ প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং নফ্‌সকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল ।

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের শুভেচ্ছা বাণী

নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশে-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখে এবং তাদের শিক্ষা জীবনে পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। এ জাতীয় প্রশংসনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত ও বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সূবর্ণ সুযোগ আসে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বগ্রামের স্বনামধন্য "মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়" প্রথম বারের মতো সাহিত্য ম্যাগাজিন "***নীলোৎপল-২০১৬***" প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ ধরনের বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিন্তা চেতনাকে শানিত করে তাদের প্রত্যেককে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিদের্শনা ও সহায়তায় শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা তীক্ষ্ম থেকে তীক্ষ্মতর হয়। জীবনের সূচনালগ্নে সাহিত্য চর্চার প্রয়াস তাদের পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পথটি প্রশস্ত করবে এবং তাদেরকে মননশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাদের সম্মিলিত ও কঠোর পরিশ্রমে স্কুল বার্ষিকী "***নীলোৎপল-২০১৬***" প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আশা করি, সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশের এই ধারাটি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আমি মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়া, পিএসসি
সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

বিসমিল্লহির রাহমানির রাহীম

সভাপতির বানী

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শিক্ষা। বস্তুতঃ, শিক্ষাই হচ্ছে সার্বিক উন্নয়নের অবকাঠামো এবং দেশ ও জাতি গঠনের মূল চাবিকাঠি। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্তর হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর, যেখানে শিক্ষার্থীর মনে জগতকে জানার ও জগতের মাঝে নিজেকে জানার কৌতুহল জাগিয়ে দেয়া হয় এবং দেশ, জাতি তথা মানুষকে ভালবাসতে শেখানো হয়। এই সত্য উপলব্ধি করেই আমরা স্বগ্রামে আল্লাহ্‌র রহমতে ১৯৯২ সালের জুন মাসে এলাকাবাসীদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি, যার নামকরণ করা হয়েছে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। এই মহা বিদ্যাপীঠ স্থাপনে ও এটির উত্তরোত্তর উন্নয়নে যারা মেধা, অর্থ ও শ্রম দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন, এবং এদের মধ্যে আমার স্ত্রী হাসনা হেনা লতিফসহ যাঁরা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন) তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা লাভের সুফল লাভ ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সব ছেলেমেয়েদেরকে সব স্তরে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার এবং বহু লুক্কায়িত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম করত: এলাকার জনগণকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার জন্য সুনাগরিক করে গড়ে তোলার অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে আমরা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছি। উচ্চ শিক্ষিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী, দক্ষ ম্যানেজিং কমিটি, বিদগ্ধ গুণীজন ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য সহযোগিতায় আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আল্লাহ্‌র রহমতে সচেষ্ট আছি। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাগণের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। তাই, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সগৌরবে এগিয়ে চলছে।

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে আমাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী বিদ্যাপীঠের ভূমিকা অপরিসীম। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি শ্রেনিতে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। শিক্ষা-সম্পূরক কার্যক্রমেও এটির সাফল্য বরাবরই উল্লেখযোগ্য। আর বরাবরই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আকর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে আসছে। বৃত্তি ও A+ অর্জনসহ পরীক্ষায় পাসের হার ইতোমধ্যে জেএসসিতে শতভাগ ও এসএসসি তে প্রায় শতভাগে (৯৭%) আল্লাহ্‌র রহমতে উন্নীত হয়েছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু প্রতিভার এমন বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা জাতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে কল্যাণকর অবদান রেখে স্বনামধন্য হয়েছে।

রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে ধাপে ধাপে বিজয়ের মুকুট পরিয়েছেন। সব সাফল্যের পেছনে রয়েছে দক্ষ প্রশাসন, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও মেধা, শিক্ষার্থী ও অভিভাববকদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতনতা এবং বিদগ্ধ গুণীজনদের অবদান, ত্যাগ ও সহযোগিতা। আল্লাহর রহমতে দেশের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল ইকবাল করীম ভূইয়া সাহেবের উদ্যোগে সম্প্রতি সদাশয় সরকার থেকে আমরা আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি পাঁচতলা ভবন নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় বিশ কোটি টাকার অনুদান পেয়ে গিয়েছি। তাই, আমরা একটি 'টেকনিক্যাল কলেজ' স্থাপনের জন্য একটি 'কলেজ প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়ন কমিটি' ইতোমধ্যেই গঠন করেছি। আসুন, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের মানসিকতা সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করতে বদ্ধপরিকর হই।

আমি প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সার্বিক সফলতা প্রত্যাশা করছি। দয়াময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন ।

ড. আবদুল লতিফ সরকার
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি

বিসমিল্লহির রাহমানির রাহীম

প্রধান শিক্ষকের বাণী

শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয় হলো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা যাতে তারা সুনাগরিক, প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার উপযুক্ত হয়ে উঠে; দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। একটি বিদ্যালয় আলোকিত মানুষ, সমাজ গড়ার কারখানা। এই উপলব্ধিতে দাউদকান্দি উপজেলার মালীগাঁও গ্রামে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে ১৯৯২ সালে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টির স্বপ্নদ্রষ্ঠা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার। তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য স্ত্রী হাসনা হেনা লতিফ এবং এলাকার কতিপয় সৎ নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক মহান ব্যক্তি। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্ঠায় বিদ্যালয়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কিছুটা বিলম্বে হলেও শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অংশ হিসেবে স্কুল সাহিত্য (স্মরণিকা) প্রকাশ করছে। এটি বিদ্যালয়ের জন্য শুভ বার্তা ও আনন্দের বিষয়।

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মেধার বিকাশ ও ক্যারিয়ার গঠনে সক্ষম করে তুলতে হবে। ক্যারিয়ার গঠন করতে হলে সাহিত্য, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চা অত্যাবশ্যক। স্মরণিকা ছাত্র ছাত্রীদের সাহিত্য চর্চা, কবিতা, গল্প, কৌতুক, ছড়া, স্কাউটিং, শরীরচর্চা, সংগীত ও চারুকারু ইত্যাদি লেখা ও অনুশীলনের প্রেরণা যোগাবে বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আমার অগাধ বিশ্বাস কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের লেখার মাধ্যমে লুকায়িত প্রতিভার বিকাশ এবং স্মরণিকা প্রকাশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের জন্য পরিচালকমন্ডলীকে প্রকাশে যথোচিত সহায়তার জন্য, শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র ছাত্রী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষ করে প্রফেসর এআরএম লুৎফুল কবীর সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের অমূল্য অবদানের জন্য এ পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদের মহতি উদ্যোগ সফলে সহায় হোন। ছুম্মা আমীন ...।

মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী
এম.এ., বিএড
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

সম্পাদকীয়

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম স্মরণীকা 'নীলোৎপল-২০১৬' প্রকাশ করার দায়িত্ব পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। দেরীতে হলেও এই স্মরণীকা প্রকাশের উদ্যোগেকে আমরা স্বাগত জানাই। 'নীলোৎপল-২০১৬' প্রকাশ উপলক্ষ্যে স্কুলের শুরু থেকে অদ্য পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের সুযোগ হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের একত্র করার সূবর্ণ সুযোগের মাধ্যমে সবাইকে নতুন করে জানার সুযোগ হয়েছে, তাঁদের অনেকের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই প্রকাশনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে পাঠকদের মধ্যে কেউ এই সকল মহৎ হৃদয়ের স্পর্শে আলোকিত হলে তা আমাদের জন্য হবে একটি বাড়তি পাওনা। 'নীলোৎপল-২০১৬' মাধ্যমে অতীতের স্মৃতিচারণ করার সুযোগ হয়েছে, বর্তমানকে প্রতিফলিত করতে পেরেছি এবং স্কুলের ভবিষ্যৎ রূপকল্প প্রণয়ন করার জন্য যারপরনাই উৎসাহিত হয়েছি।

স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ থেকে অদ্যপর্যন্ত পূর্ন ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে কারণ মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ড. আবদুল লতিফ সরকারের অভাবণীয় ও অভূতপূর্ব দিন পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করে রাখার সহজাত অভ্যাস। তাঁর বিস্তারিত বিবরণী থেকে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, পরিকল্পনা, গ্রামবাসীদের জমি ও টাকা পয়সা সংকোলন, মাটি কাটার মাধ্যমে স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা, ম্যানেজিং কামিটির সদস্যদের অবদান, শিক্ষক ও ছাত্রদের কার্যকলাপ সবই পুংখানুপুংখভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী যারা এই বিদ্যালয়ের প্রাণ এবং যারা স্কুল চত্তরে পদচারনা করে স্কুলকে সরগরম করে রেখেছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের অফুরন্ত ভালবাসা। মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২,১০০ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৫৪৮ জন্য ছাত্র-ছাত্রী সাফল্যের সাথে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রী হাসনা-লতিফ মেধাবৃত্তি পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে, তাদের সকলকে আমাদের সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ঐ সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের কারিগর যেসকল অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

আমাদের গ্রামের গর্ব ও বাংলাদেশের দর্প সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়ার এলাকার প্রতি সুনজরের প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। তাঁর উদ্যোগে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি ৫তলা ভবন নির্মানের জন্য প্রায় ২০,০০,০০,০০০ (বিশ কোটি) টাকার অনুদান দেয়ার জন্য বর্তমান সদাসয় সরকার অনুমোদন করেছে। স্কুলের প্রতি তাঁর সুদৃষ্টি অব্যহত থাকলে অচিরেই স্কুলটি দেশের মধ্যে একটি অনুকরণীয় বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

'নীলোৎপল-২০১৬' প্রকাশনায় যারা সক্রিয়ভাবে সহযোগীতা করেছেন - এলাকাবাসী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে যারা বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, স্মৃতিচারণ, কৌতুক, চিত্রকলা ও অন্যান্য লেখা দিয়ে এই স্মরণীকাকে সমৃদ্ধকে করেছেন তদের সবাইকে আমাদের সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অত্যন্ত সতর্কতা ও আন্তরিকতার সাথে মুদ্রণ সংশোধনের জন্য ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজর এনাটমি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ শারমিনা সাঈদ ফ্লোরা কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক এআরএম লুৎফুল কবীর
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
প্রধান সম্পাদক, 'নীলোৎপল-২০১৬'

সূচীপত্র

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম	-	১৭
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়		
প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ	-	২৫
আজীবন দাতা সদস্যবৃন্দ	-	২৭
ম্যানেজিং কমিটি	-	২৯
শিক্ষার মানোন্নয়ন উপকমিটি	-	৩৪
জমি অধিগ্রহন উপকমিটি উপকমিটি	-	৩৫
প্রধান শিক্ষকবৃন্দ	-	৩৬
বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ	-	৩৮
বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ	-	৪০
এস.এস.সি. পরীক্ষার ফলাফল	-	৪২
জে.এস.সি. পরীক্ষার ফলাফল	-	৪২
এস.এস.সি. পরীক্ষায় A^+ অর্জনকারীদের নামের তালিকা	-	৪৩
জে.এস.সি. পরীক্ষায় A^+ অর্জনকারীদের নামের তালিকা	-	৪৪
জে.এস.সি. বৃত্তি অর্জনকারী	-	৪৫
এস.এস.সি. বৃত্তি অর্জনকারী	-	৪৫
হাসনা-লতিফ মেধাবৃত্তি	-	৪৬
এ্যালবাম	-	
ম্যানেজিং কমিটির সভা	-	৪৯
এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান ও বার্ষিক মিলাদ	-	৫০
স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন	-	৫১
অন্যান্য কার্য্যক্রম	-	৫৩
ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি	-	৫৪
গল্প/প্রবন্ধ/স্মৃতিচারণ		
স্কুলের ছাত্র ছাত্রী	-	৫৫
প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী	-	৫৯
স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা	-	৬৪
অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকা	-	৭৫
অন্যান্য	-	৮৩
কবিতা		
স্কুলের ছাত্র ছাত্রী	-	১৩০
স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা	-	১৩৯
কৌতুক	-	১৪১
ধাঁ ধাঁ	-	১৪২
চিত্রকলা	-	১৪৪
পরিশিষ্ট - প্রতিষ্ঠাতা ড. আবদুল লতিফ সরকারের দিক কয়েকটি নির্দেশনা মূলক ভাষণ	-	১৫০

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ড. আবদুল লতিফ সরকার *

১। পটভূমি

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জনসংখ্য, বলতে গেলে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে; অথচ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে গাণিতিক হারে। এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, খাদ্য সংকট ছাড়াও দেশে বিভিন্ন বিপজ্জনক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে ক্রমবর্ধমান জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দেশে একটি সর্বজনীন শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করে এক সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে দরিদ্র ও ছিন্নমূল স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারণের ব্যাপক ও অভিনব কার্যক্রম গ্রহণ শুরু করেন। তখন স্ব-গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে তীব্র তাগিদ ও নৈতিক দায়িত্ববোধ বহুদিন ধরে অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, তার সফল বাস্তবায়নের জন্য রহীম রহমান আল্লাহ তাআলা আমাকে একদিন বাড়ি নিয়ে এলেন। গ্রামে এসে এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনাক্রমে এলাকাবাসীদেরকে আমাদের গ্রামের মধ্যবর্তীস্থান ভূঞাঁ বাড়ীতে একটি সাধারণ সভায় আহবান করি ১৬ জুন ১৯৯২ তারিখে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম আনুয়াখলা আর বায়নগর থেকেও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় যোগদান করেন।

উক্ত সভায় শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে এলাকায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত বিষয়ে এলাকাবাসীদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা যে অত্যাবশ্যক, সেসব বিষয়ে বক্তব্য রাখার পর বিদ্যালয়টির স্বীকৃতি লাভ এবং প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় ও শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনাদিসহ অন্যান্য সব ব্যয় ইনশাআল্লাহ আমি বহন করবো এই আশ্বাস দিই। উপস্থিত এলাকাবাসী উদ্বুদ্ধ হয়ে মালীগাঁও গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে নতুন বিদ্যালয়টি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি প্রদান ও সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য যে, সর্বজনাব মোহরআলী প্রধান ও আবুল কাশেম মোল্লা প্রতিজন ১৫ শতক জমি, এবং মফিজুল ইসলাম মেম্বার, আবুল খায়ের, লাল মিঞা, নেয়ামত উল্লাহ মুন্সী ও মরিয়ম বেগম প্রতিজন ১০ শতক জমি স্কুলের নামে উৎসর্গ করে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অন্যান্য অনেকে স্কুলের স্বার্থে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বাজারদরে স্কুলের নামে রেজিস্ট্রি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর এই সভায় এলাকাবাসী পরদিনই সকলে মিলে মাটি কেটে প্রস্তাবিত স্কুল ভবনের ভিত (মেঝে) গড়ে তোলার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়নের জন্য এই সভাতেই বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়, এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের ইলিয়টগঞ্জ শাখায় বিদ্যালয়টির নামে পরবর্তীতে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। সভাতে অতঃপর কার্যকরী কমিটির কার্যপরিধি সমন্ধে আলোচনা করা হয়।

২। লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য

ক) একটি জাতির সামগ্রিক উন্নতি প্রতিটি নাগরিকের উন্নতির উপর নির্ভরশীল বিধায় এলাকার প্রতিটি নর নারীকে পর্যায়ক্রমে সর্বস্তরে শিক্ষিত করে তোলা;

খ) নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের পথ উন্মুক্ত করতঃ সর্বস্তরে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা;

গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর মাধ্যমিকস্তর; এই স্তরে শিক্ষার্থীর মনে জগতকে জানার ও জগতের মাঝে নিজেকে জানার কৌতুহল জাগিয়ে দেয়া হয় এবং দেশ, জাতি তথা মানুষকে ভালবাসতে শেখানো হয়। এজন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরবর্তীস্তর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতঃ এটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা;

* বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা (প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বসরা বিশ্ববিদ্যালয়, ইরাক। প্রথম পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং সাবেক উপদেষ্টা, ইউএনডিপি ও বিশ্বব্যাংক)

ঘ) মেধাবী ছেলে মেয়েরা যাতে এলাকাতেই তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় সেই লক্ষ্যে এলাকাতেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর ইনশাআল্লাহ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা; এবং

ঙ) শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে সময়ের দাবী পূরণার্থে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা ।

৩। বাস্তবায়ন কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১০ বর্গফুট হিসেবে আপাতত: ৩০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩০০০ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষকদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী ইত্যাদিসহ সর্বনিম্ন ৫০০০ বর্গফুট আয়তনের স্কুল ভবনের ব্যবস্থাবলম্বন; উল্লেখ্য যে, আমাদের মফস্বলে কাঁচা মেঝে এবং করোগেটেড টিনের বেড়া এবং চালা হলেও চলবে;

খ) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-সংখ্যা অনুসারে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ, কালো বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করণ:

গ) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধাদি এবং ক্যাম্পাসে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ;

ঘ) ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য সরঞ্জাম ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা অবলম্বন;

ঙ) স্বাস্থ্যকর ও উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা;

চ) দূরাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য আবাসিক সুবিধাদির ব্যবস্থাবলম্বন;

ছ) স্কুলের নামের একাউন্টে সঞ্চয়ী হিসাবে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে টাকা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) এবং সংরক্ষিত তহবিলে টাকা ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) জমাকরণ (এই টাকা জমা করার দায়িত্ব থাকবে আমার);

জ) শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহের কাজ এবং বিদ্যালয়ের নামে ১.৫০ একর জমি খারিজ ও ভূমি কর প্রদানের সাম্প্রতিকতম প্রমাণপত্র সংগ্রহের কাজ ৩১-১২-২৯৯২ এর পূর্বেই সম্পন্ন করা (প্রথম কাজটি সকলে মিলে এবং জমি সংক্রান্ত কাজগুলো মফিজ মেম্বার করবেন);

ঝ) ১লা জানুয়ারী ১৯৯৩ থেকে ইন্‌শাআল্লাহ বিদ্যালয়টি চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির জন্য ন্যূনতম চাহিদা ও শর্তপূরণের আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জমা দেয়া নিশ্চিতকরণ (এ কাজের দায়িত্বও থাকবে আমার) ।

এভাবে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এলাকাবাসীদের এই সাধারণ সভায় কে, কবে, কখন, কি কাজ কিভাবে সম্পন্ন করবেন সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং ইন্‌শাআল্লাহ আগামী দিনই আমরা কাজ শুরু করবো এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

১৬ জুন ১৯৯২ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকাবাসী ১৭ জুন ১৯৯২ সকাল ৯ টার মধ্যেই প্রস্তাবিত স্কুলের ভিত গড়ার লক্ষ্যে মাটি কাটা শুরু করলেন । মালীগাঁও থেকে আমার সঙ্গে সর্বজনাব মোজাহারুল হক পাটোয়ারী, মফিজ মেম্বার, মোকাররম হোসেন সরকার, রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, আবদুল কাহ্‌হার পাটোয়ারী, আবুল কাশেম মোল্লা, আমীর হোসেন, ক্বারী মু.আব্দুল লতিফ, আব্দুল মান্নান ভূঞাঁ (শফিক), এনামূল হক ভূঞাঁ, কায়েস ভূঞাঁ প্রমুখ, আনুয়াখলা থেকে সর্বজনাব আব্দুল মান্নান সরকার, মজিবুর রহমান, শাহ আলম প্রমুখ এবং বায়নগর থেকে সর্বজনাব আবদুর রাজ্জাক মাষ্টার, মোবারক ডাক্তার, মোস্তাক আহম্মেদ, দৌলত ভূঞা প্রমুখ মাটি কাটা শুরু করলেন (ছবি - ১) । উল্লেখ্য যে, মালীগাঁও গ্রামেরই খালেক সর্দার ও আনু সর্দারের নেতৃত্বে শতাধিক শ্রমিক বিনা পারিশ্রমিকে পুরো এক রোজ মাটি কেটে দিয়ে এবং বয়স্ক অন্ধজন আবদুল মান্নান পাটোয়ারী মাটির প্রথম বোঝাটি মাথায় তুলে নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন (ছবি ২) ।

১৭ জুন ১৯৯২ সকাল ৯ টায় স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম মাটি কাটার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু ....

ছবি-১ : স্কুল প্রতিষ্ঠার লগ্নে প্রথম মাটি কাটার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেন ড. আবদুল লতিফ সরকার, মোজাহারুল হক পাটোয়ারী, মফিজ মেম্বার, মোকাররম

ছবি-২ : বয়স্ক অন্ধজন আবদুল মান্নান পাটোয়ারী মাটির প্রথম বোঝাটি মাথায় তুলে নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

মালীগাঁও গ্রামেরই খালেক সর্দার ও আনু সর্দারের নেতৃত্বে শতাধিক শ্রমিক বিনা পারিশ্রমিকে পুরো এক রোজ মাটি কেটে দেয়।

পরবর্তী কার্যক্রম নিম্নে প্রদত্তঃ

১৮/০৭/১৯৯২: কুমিল্লাতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপপরিচালকের নিকট বিদ্যালয় স্থানটি পরিদর্শনের আবেদন পত্র জমা (ইতোমধ্যে আল্লাহর রহমতে ভবন নির্মাণ, আসবাবাদি তৈরি, শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ ও ছাত্র ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ)।

৩০/০৯/১৯৯২: শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের দুইজন মনোনীত সদস্যসহ সাত সদস্যের নির্বাচনী বোর্ড গঠন (বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ সরকার, বোর্ডের সভাপতি এবং অন্যান্য চারজন সদস্যঃ সর্বজনাব রুহুল আমিন সরকার, বিসিএস (প্রশাসন), সাঈদুদ্দিন সরকার, বিসিএস (মৎস), ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর ও আব্দুল মান্নান সরকার, কর্মকর্তা (পিডিবি)।

০২/১১/১৯৯২: হাসনা মঞ্জিল, ৪/৬ পল্লবীতে (ঢাকা) আমার আপনজন-ভাই, ভাইপো, ভাগনে, পুত্র ও পুত্রবধু (সর্বজনাব আবুল ফায়েজ সরকার, সাঈদুদ্দিন সরকার, কামরুল হাসান সরকার, রুহুল আমিন সরকার, রকিবুল ইসলাম সরকার, আবুল বাশার আখতারুজ্জামান পাটোয়ারী, ডা. এআরএম লুৎফুল কবীর ও ডা. নাজনীন কবীর -যারা ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে কর্মরত) সকলকে একত্রিত করে স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় তাদের নৈতিক সমর্থন ও সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পাঁচ-সদস্য সমন্বয়ে একটি তদারকী, মনিটরিং ও মূল্যয়ন (তমম) কমিটি গঠন।

১৬/১২/১৯৯২: ছোট ভাই আব্দুল মালেক সরকারকে যুগ্ম আহবায়কের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্যালয়ের অতিথিবৃন্দকে সম্মান প্রদর্শনার্থে পাঁচ সদস্যের একটি আপ্যায়ন কমিটি গঠন (অন্যান্য সদস্যরা হলেনঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, করণিক ও পিয়ন।

০৫/০১/১৯৯৩: আনুষ্ঠানিকভাবে থানা নির্বাহী অফিসার (দাউদকান্দি) মহোদয় কর্তৃক বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন (দৈনিক ইনকিলাব, ২০ জানুয়ারী)। উল্লেখ্য যে, টি এন ও রফিকুল মোহামেন মহোদয়ের টা. ৫০,০০০/- অনুদানে স্কুলে বারান্দা সংযোজন।

২৭/০৫/১৯৯৩: কুমিল্লা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুল মতিন সাহেব কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন।

২১/০৭/১৯৯৩: বিদ্যালয়টি নিবন্ধীকরণ ও স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিলাদী উপরোক্ত দপ্তরে দাখিল।

১৭/০৮/১৯৯৩: উপপরিচালকের দপ্তরে দুই কিস্তিতে দাখিল।

০৪/১০/১৯৯৩: উপপরিচালকের দপ্তর থেকে আকস্মিকভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শক এসে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন।

২৪/১১/১৯৯৩: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (ঢাকা) থেকে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক তিনজন কর্তৃক আকস্মিকভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন।

১৮/১২/১৯৯৩: আল্লাহর রহমতে উপপরিচালকের দপ্তরের ৪৩০৫/৪নং স্মারকের মাধ্যমে বিদ্যালয়টিকে নিবন্ধীকরণ এবং দুই বৎসরের জন্য প্রথম সাময়িক স্বীকৃতি প্রদান (০১/০১/১৯৯৩ থেকে)।

০১/০৬/১৯৯৪: স্বীকৃতি/৯৪/৪৭৬ নং স্মারকের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (কুমিল্লা) কর্তৃক বিদ্যালয়ে ০১/০১/১৯৯৪ থেকে মানবিক বিভাগে ৯ম শ্রেণি খোলার অনুমতি প্রদান।

০১/০৭/১৯৯৪: আল্লাহর অসীম রহমতে আমাদের নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে এই তারিখ হতেই এমপিও ভুক্ত করা হলো অর্থাৎ সরকার থেকে শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন প্রাপ্তি শুরু। উল্লেখ্য যে, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন ধর্মীয় শিক্ষক ও একজন শরীরচর্চা শিক্ষকসহ মোট ছয়জন শিক্ষক।

নীলাংপল

১৮/০৭/১৯৯৪: স্মারক নং ১৩২/কুম:উ:৯৮/৬৮১ এর মাধ্যমে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন উপরোক্ত শিক্ষা বোর্ড।

১২/০৪/১৯৯৫: স্বীকৃতি/৯৫/৩৭৪ নং স্মারকের মাধ্যমে ০১/০১/১৯৯৫ থেকে মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে ১০ম শ্রেণি খোলার অনুমতিসহ ১৯৯৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী প্রেরণের অনুমতি প্রদান।

০৩/০৪/১৯৯৭: স্বীকৃতি/৩৯২ এর মাধ্যমে ০১/০১/১৯৯৭ থেকে 'ব্যবসায় শিক্ষা শাখা' খোলার অনুমতিসহ ২০০০ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী প্রেরণের অনুমতি প্রাপ্তি।

১৯৯৮: সদাশয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি পাকা ভবন (৭৫x৩৫) নির্মাণ

০১/০৪/১৯৯৯: অনেক চেষ্টার ফলে রহীম রহমান আল্লাহর কৃপায় এই তারিখ হতেই আমাদের মালীগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়টির শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিওভূক্তি।

১১/০৯/২০০৫: স্বীকৃতি /১৪৩১ এর মাধ্যমে কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃক আমাদের মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার স্বীকৃতি ৩১/১২/২০০৭ পর্যন্ত নবায়ন করত: ২০০৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী প্রেরণের অনুমতি প্রদান।

২০০৫: শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি সেমি পাকা ভবন (৪০x২৫) নির্মাণ।

২০০৭: শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ও বিদ্যালয়ের যৌথ অর্থায়নে দুই চাল বিশিষ্ট একটি টিনশেড (৪০x১৫) নির্মাণ (এই বছরই পুরাতন পাকাভবনটির মেঝে পাথরের ঢালাই দিয়ে মেরামত)।

২০০৮: পশ্চিম দিকের প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন টিনশেড (৫০x২৫) আমূল পরিবর্তন দরজা, জানালা, উপরের টিন বদলিয়ে মাঝখানে পার্টিশান (সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেছেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহোদয়)।

ফেব্রুয়ারী ২০০৮: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ের অর্থায়নে বহু নূতন বেঞ্চ তৈরি।

মার্চ ২০০৮: বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও সম্প্রসারণ কাজে (জেলা পরিষদ, কুমিল্লা) টা. ২,০০,০০০/- এবং প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর টা ১,০০,০০০/-) অনুদান করেন।

জুন ২০০৮: স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হলো (প্রয়োজনীয় পাখা গুলো দান করেছেন চেয়ারমান মোস্তাক সাহেব ও বিশিষ্ট দাতা সদস্য প্রফেসর ডা: নাজনীন কবীর)।

মার্চ ২০০৯: প্রফেসর ডা. লুৎফুল কবীর কর্তৃক তার মায়ের নামে হাসনা লতিফ মেধাবৃত্তি চালু (বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণির শীর্ষ তিন স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিমাসে যথাক্রমে টাকা ৪০০/- টাকা, ৩০০/- টাকা, ২০০/- প্রদান শুরু।

২৭/১২/২০০৯: আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূঞাঁ (সাংসদ ২৪৯ কুমিল্লা-১) আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি নূতন ভবন নির্মাণের জন্য সুপারিশ করে প্রধান প্রকৌশলীকে (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা) ডি. ও. লেটার লিখেছিলেন কিন্তু আমাদের বিদ্যালয় উন্নয়ন তালিকার শীর্ষে থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

জানু ২০১০: শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলে অগত্যা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং প্রফেসর ডা. এআরএম লুৎফুল কবীর (শিক্ষানুরাগী সদস্য), মফিজুল ইসলাম মেম্বার (দাতা সদস্য), জনাব গিয়াস উদ্দিন

(অভিভাবক সদস্য), স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তাক আহম্মদ সকলের যৌথ অর্থায়নে (টাকা ৪০০,০০০/- ব্যয়ে একটি সেমিপাকা ভবন (৪০x৩০) নির্মাণ ।

জানু ২০১১: শির্ক্ষার্থীদের অভিভাবক/অভিভাবিকগণকে প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে পাঠোন্নতি প্রতিবেদন প্রেরণ শুরু, এবং জানুয়ারীর শুরুতেই একটি শক্তিশালী 'শিক্ষার মানোন্নয়ন কমিটি' প্রফেসর ডা. এআরএম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে গঠন (অন্যান্য সদস্য জনাব শরীফ হোসেন ভূইয়া, জনাব এম,এ হারুন অর রশিদ পাটোয়ারী প্রমূখ) ।

ডিসে. ২০১১ : শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলে ২০০৭ সালে নির্মিত টিন শেডটি দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করত: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাক সাহেবের আংশিক অনুদানসহ প্রায় টাকা ২০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এটির আয়তন বৃদ্ধিকরণ ।

২৬ মার্চ ২০১২ : স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রতিযোগী ২৬ জন শিক্ষার্থীকে উৎসাহ-পুরস্কার বিতরণ (প্রফেসর ডা. এআরএম লুৎফুল কবীর সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেন); সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাজমুল হাসান সরকার ।

জুন ২০১২: প্রফেসর ডা. নাজনীন কবীরের উদ্যোগে ও তাঁর দেয়া টাকা ১০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) অনুদানে ভিআইপি টয়লেট ও তৎসঙ্গে বিদ্যালয়ের অর্থায়নে টাংকি ইত্যাদি নির্মাণ ।

আগষ্ট ২০১২ : শিক্ষকদের জন্য লেকচার টেবিল, শিক্ষার্থীদের জন্য বেঞ্চ এবং অফিসের জন্য আলমারি ও চেয়ার তৈরি । (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহজালাল সাহেবের টা. ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার টাকা) অনুদানসহ প্রায় ১,৫০,০০০/- (দেড় লক্ষ টাকা) ব্যয় ।

২০১৩ : পাবলিক রাস্তার পার্শ্বে স্কুল রোডের মুখে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক স্কুল গেইট নির্মাণ (ঢাকা এল জি ই ডিতে কর্মরত: অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম মুনশী কর্তৃক তৈরি নক্শা অনুসরণে) ।

জানু.২০১৪ : গণিত, ইংরেজী, সাধারণ বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞান শিক্ষক/ শিক্ষিকাদেরকে কর্ম প্রেরণাদায়ক অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান শুরু ।

ফেব্রু. ২০১৪ : দেশের সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল ইকবাল করীম ভূএঁা সাহেব আমাদের স্কুলের জন্য একটি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে স্কুল-সংলগ্ন অতিরিক্ত ২১ শতক জমি ক্রয় (সর্বমোট ব্যয় টা. ১২,০০,০০০.০০ এর অর্ধেক ছয় লক্ষ টাকা দান করেছেন প্রফেসর ডা. এআরএম লুৎফুল কবীর ও তাঁর স্ত্রী প্রফেসর ডা. নাজনীন কবীর) ।

মার্চ ২০১৪ : গ্রন্থগারের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগবিধি যথোচিতভাবে পালন করত: কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবশেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাধারী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কামিল পাস জনাব মোঃ ইয়াহ ইয়াকে "গ্রন্থাগার সহকারী" পদে নিয়োগ দান (তিনি মে মাস থেকে এমপিও ভূক্ত)

আগষ্ট ২০১৪ : ন্যাশনাল সার্ভে সংস্থা কর্তৃক উপরোক্ত জমিতে ডিজিটাল সার্ভে সুসম্পন্ন ; পর্যায়ক্রমে, সয়েল টেস্ট এবং অভিজ্ঞ দু'জন স্থপতি কর্তৃক বহুতল ভবন নির্মাণের নকশা আঁকাও সুসম্পন্ন এ মাসেই ।

২২ অক্টো. ২০১৪ জেনারেল ইকবাল করীম ভূএঁা সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক আমাদের বিদ্যালয়টির ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত কাঠামোতে যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনাদির উল্লেখসহ আবেদনপত্র দাখিল ।

জানু. ২০১৫ : বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দের বিদ্যালয়প্রদত্ত বেতন ১০% থেকে ১৫% এ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধাদি চালুকরণ ।

০৬ ফেব্রু:২০১৫ : বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে আরো ০৬ (ছয়) শতক জমি ক্রয় করে বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধিকরণ।

২৬ মার্চ ২০১৫ : পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় A+ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের (যাদেরকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নগদ টা. ১০০০/- দেয়া হতো।) সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান শুরু (প্রফেসর ডা. এআরএম লুৎফুল কবীরের উদ্যোগে ও ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ আল-মামুনের সার্বিক সহযোগিতায়); পুরস্কৃত ২০ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার জীবন ও কর্ম বিষয়ক গ্রন্থের এবং প্রফেসর এআরএম লুৎফুল কবীরের লেখা "শিশু ও হাসি" গ্রন্থের একটি করে কপি উপহার।

১২ এপ্রিল ২০১৫: স্বীকৃতি/ ১৩২ কুম/উ:/২৯২ (৪) স্মারকের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য (০১/০১/২০১৫ থেকে ৩১/১২/২০১৯) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়ন ও বিদ্যমান কম্পিউটার শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান, এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে অতিরিক্ত শাখা খোলার সুপারিশ বোর্ড থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

০১মে ২০১৫ : বিদ্যালয়ের সাবেক ইংরেজি শিক্ষক (সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ সাহেব) চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর পদে ইংরেজিতে পারদর্শী শিক্ষক পাওয়ার বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর প্যাটার্ণ বহির্ভূত পদে মোসাঃ শামীমা নাসরিনকে (ইংরেজিতে বি এ অনার্স, এম এ) অতিরিক্ত শিক্ষিকা নিয়োগ ।

২৮মে ২০১৫ : বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন আর্থ সামাজিক অবকাঠামোগত বিভাগের ২৮২ নং স্মারকের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পাঁচ তলা ভবন মোট ১৯৫২.২১ লক্ষ (প্রায় বিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত (১১ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ণ কমিটির সভায় গৃহীত) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ।

২রা জুলাই ২০১৫ : আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের মানসিকতা সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তিরূপে তৈরির ব্যাপারে আমরা কেমন সচেষ্ট আছি সেসব তথ্যাদি ও কর্মকান্ড তথা বিদ্যালয়ের পরিচয় সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের স্কুলে ওয়েব সাইট তৈরিকরণ ও হালনাগাদকরণ (এ ব্যাপারেও ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ আল-মামুন তার মেধা ও শ্রম দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে)।

২৪ জুলাই ২০১৫: বহু দেরীতে হলেও এই তারিখে অনুষ্ঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভায় 'বিদ্যালয়ের বার্ষিকী' (নীলোৎপল) এর প্রথম সংখ্যা ইন্‌শাআল্লাহ ২০১৫ সালের মধ্যে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সাত সদস্যের প্রকাশনা পরিষদে প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর থাকবেন প্রধান সম্পাদক, জনাব হারুন অর রশিদ পাটোয়ারী সম্পাদক এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, সিনিয়র শিক্ষিকা মোসাঃ মাহমুদা খাতুন ও সিনিয়র শিক্ষক মোঃ মনির হোসেন সহকারী সম্পাদক; আর ১০ম শ্রেণির ছাত্রী মাসুকা আক্তার ও নবম শ্রেণির ছাত্র মোঃ মাহি আলম সরকার শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

২৬ অক্টোবর ২০১৫: প্রধান প্রকৌশলী (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা) মহোদয়ের নির্দেশে আমাদের বিদ্যালয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত পাঁচ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে যেমন ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, ভবনের নক্‌শা আঁকা ইত্যাদি আমাদের প্রতিষ্ঠান 'প্রধান' তাঁকে প্রদর্শন করলে তিনি ভবন নির্মাণ কাজ ইন্‌শাআল্লাহ অচিরেই শুরু হবে জানিয়ে দিয়েছেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার বয়ান আসলেই খুব লম্বা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু যাঁরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নে তাঁদের মেধা, অর্থ, শ্রম ও সময় কিছু অবশ্যই দিয়েছেন, তাঁদেরকে অবিস্মরণীয় করে রাখার নৈতিক দায়িত্ববোধ আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। বয়ানে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, দাতা সদস্য, ম্যানেজিং কমিটি,

প্রধান শিক্ষক এবং সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ (যাঁদের নামের তালিকা বার্ষিকীতে রয়েছে) প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তার দৃষ্টান্তও বিরল।

স্মরণযোগ্য আরো কিছু ব্যক্তিবিশেষের অবদান, যারা স্কুল প্রতিষ্ঠায় ও এটির উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এরা হচ্ছেনঃ আমার সহধর্মিণী মরহুমা বেগম হাসনা হেনা লতিফ, মরহুম ভাই সাঈদুদ্দিন সরকার, চাচাজান বজলুর রহমান, ভাইজান সিরাজুল ইসলাম সরকার, ভ্রাতুষ্পুত্র মোকাররম হোসেন সরকার, ভগ্নিপতি হাজী ওমর আলী মাষ্টার, আবুল ফয়েজ মাষ্টার, আব্দুল মজিদ মাষ্টার ও হাজী আবদুল গনি এবং জমীর হোসেন ভূঞাঁ, সাইফুল মেম্বার, মিলন মেম্বার, ফিরোজ ও ক্ষেত্রমোহন ভৌমিক (মালীগাঁও), ইঞ্জিনিয়ার আতাউল্লাহ ভূঞাঁ (মোহাম্মদপুর), মরহুম এম এ সামাদ ভূঞাঁ ও মরহুম মনিরুজ্জামান ভূঞাঁ (থৈরখোলা), জনাব ছায়েদ আলী ভূঞাঁ (চরকখোলা), মুখলেছ মিঞা ও জসীম মাষ্টার (আটিপাড়া), দেলোয়ার হোসেন মিয়াজী ও মরহুম আবুল বাশার সামছুদ্দিন (কালাসোনা), এ টি এম আক্কেল আখন্দ ও জলফু আখন্দ (উত্তরনগর), মরহুম তালেব আলী সরকার, ভাষা সৈনিক মরহুম এম, এ জলীল সরকার ও প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জসীমুদ্দিন সরকার (আনুয়াখোলা), জনাব মোবারক হোসেন ভূঞাঁ ও মরহুম ছায়েদ আলী মাষ্টার (নূরপুর) এবং রমেশ চন্দ্র ভৌমিক (ভুরভুরিয়া)।

আরো স্মরণযোগ্য ভাগ্নে হারুন অর রশিদ পাটোয়ারীর নেতৃত্বে পরিচালিত মালীগাঁও যুব কল্যাণ সংঘের সদস্য শাহনেওয়াজ খান (শাহীন), মাহমুদুল হাসান সরকার (ফেরদৌস), সাইফুল ইসলাম সরকার (সুজন), মিজানুর রহমান সরকার, আবদুল্লাহ আল-মামুন সরকার, জসীমুদ্দিন সরকার, ফখরুল আমিন সরকার, হাবীবুল্লাহ পাটোয়ারী, নূরনবী পাটোয়ারী, শাহাব উদ্দিন ও পূর্ব পাড়ার জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ যুবকদের অবদান, যারা উপরোক্ত প্রতিটি গ্রামে আমার সঙ্গে গিয়ে ছাত্র/ছাত্রী সংগ্রহ অভিযানে আমাকে সব সময় সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আল্লাহর অসীম রহমতে যে রকম সাহায্য সহযোগিতা বয়ানে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গসহ নাম না জানা অন্যান্য অনেকে করে এসেছেন, তার চেয়েও বেশি অবদান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি বলতে চাই "ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ ও ভবিষ্যত কর্ণধার গড়ে তোলা হোক" আমাদের সকলের অঙ্গীকার। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমিন।

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ

আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার

মরহুমা আলহাজ্বাহ হাসনা হেনা লতিফ

মরহুম মোঃ মোহর আলী প্রধান

মরহুম মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা

প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
০১	**আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার** প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বসরা বিশ্ববিদ্যালয়, ইরাক প্রথম পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং সাবেক উপদেষ্টা, ইউএনডিপি ও বিশ্বব্যাংক	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	**মরহুমা আলহাজ্বাহ হাসনা হেনা লতিফ** সহধর্মিণী আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	**মরহুম মোঃ মোহর আলী প্রধান**	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	**মরহুম মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা**	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	**প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর** প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	মালীগাঁও, দাউদকান্দি

আজীবন দাতা সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ডাঃ নাজনীন কবীর

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন

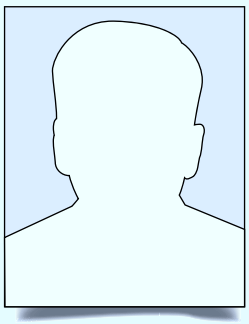

সাঈদ গোলাম মঈন উদ্দীন ভূঁইয়া

মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

ইঞ্জিঃ সাঈদ হোসেন খান

জনাব মোঃ লাল মিয়া

জনাব আবুল খায়ের

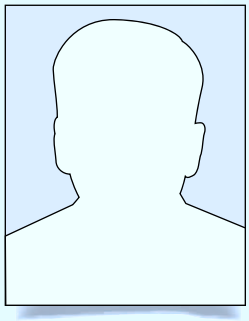

মরহুমা মোসাঃ মরিয়ম বিবি

মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মুন্সি

ইয়াসমিন সুলতানা লতিফ

ডাঃ ফারহাত লামিসা কবীর

দিলরুবা লতিফ
সিনিয়র ডিজাইনার, বিটিভি

মোঃ গোলাম মাহবুব
কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার

মাহবুবা লতিফ
রসায়নজ্ঞ

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

আজীবন দাতা সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
০১	প্রফেসর ডাঃ নাজনীন কবীর নির্বাহী পরিচালক শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
০২	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	জিংলাতলী বড়বাড়ী, দাউদকান্দি
০৩	বিজ্ঞানসেবী মরহুম সাঈদ গোলাম মঈন উদ্দীন ভূঁইয়া (কাউসার)	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ হোসেন খান তড়িৎ প্রকৌশলী, SCECO South, Al Qunfuda, KSA	গ্রীন রোড, ঢাকা
০৬	জনাব মোঃ লাল মিয়া	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৭	জনাব আবুল খায়ের	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৮	মরহুমা মোসাঃ মরিয়ম বিবি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মুন্সি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
১০	শিক্ষানুরাগী ইয়াসমিন সুলতানা সহধর্মিণী ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ হোসেন খান	গ্রীন রোড, ঢাকা
১১	ডাঃ ফারহাত লামিসা কবীর তনয়া প্রফেসর ডাঃ এআরএ লুৎফুল কবীর ও প্রফেসর ডাঃ নাজনীন কবীর	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১২	দিলরুবা লতিফ সিনিয়র ডিজাইনার, বাংলাদেশ টেলিভিশন	পল্লবী, ঢাকা
১৩	কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মোঃ গোলাম মাহবুব সফটওয়ার কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার, ফ্লোরিডা, ইউএসএ	ফ্লোরিডা, ইউএসএ
১৪	রসায়নজ্ঞ মাহবুবা লতিফ সহধর্মিণী কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মোঃ গোলাম মাহবুব	ফ্লোরিডা, ইউএসএ

ম্যানেজিং কমিটি (০৬/০৫/২০১৪- ০৫/০৫/২০১৬)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া	দাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মোঃ আলী আশরাফ মুন্সী	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৫	জনাব মোঃ জামাল হোসেন	অভিভাবক সদস্য	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মীর জামিন	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৮	মোসাঃ জাকিয়া সুলতানা	মহিলা অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ খান	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
১০	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি	উত্তরনগর, দাউদকান্দি
১১	আয়েশা আক্তার	মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি	জয়নগর, কচুয়া, চাঁদপুর
১২	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

সাবেক ও বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির কতিপয় সদস্যবৃন্দ

আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার

আব্দুল মান্নান সরকার

আব্দুল মতিন মাস্টার

আব্দুর রাজ্জাক মাস্টার

মোস্তাক আহমেদ
সাবেক চেয়ারম্যান

মোঃ মফিজুল ইসলাম মেম্বার

আব্দুল আউয়াল সরকার

মোঃ আবদুল মালেক সরকার

মরহুম সাঈদ উদ্দিন সরকার

প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর

মোঃ আলমগীর হোসেন

মোঃ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া

মোঃ হারুন অর রশিদ পাটওয়ারী

মোঃ আলী আশরাফ মুন্সী

কামরুল হাসান সরকার

মোঃ মির জামিন

কাজী মোঃ ইউনুস মিয়া

মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রধান

মোঃ জমির হোসেন ভূইয়া

হাসান আহমেদ

মোঃ দিদার হোসেন ভূইয়া

মোঃ ছলিম উল্লাহ মুন্সি

মোঃ জামাল হোসেন

মোসাঃ জাকিয়া সুলতানা

ম্যানেজিং কমিটি

প্রথম ম্যানেজিং কমিটি (৩১/০৭/১৯৯৩ - ২৬/১০/১৯৯৬)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার	সহ-সভাপতি	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৩	মরহুম মোঃ সাঈদুদ্দিন সরকার	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	মরহুম মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা	দাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার	অভিভাবক সদস্য	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান দেওয়ানজী	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৭	শ্রী রমেশ চন্দ্র ভৌমিক	অভিভাবক সদস্য	ভূরবুরিয়া, দাউদকান্দি
০৮	মিসেস ইয়াছমিন নাহার	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	মরহুম মোঃ আব্দুস সামাদ ভূঁইয়া (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	খৈরখোলা, দাউদকান্দি

ম্যানেজিং কমিটি (২৭/১০/১৯৯৬ - ২৬/১০/১৯৯৯)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	জনাব সাঈদ গোলাম মঈন উদ্দিন	সহ-সভাপতি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ সাঈদুদ্দিন সরকার	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান সরকার	অভিভাবক সদস্য	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৫	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক মাস্টার	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোস্তাক আহমেদ	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মফিজুল ইসলাম ভূঁঞা	দাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৮	জনাব মোজাহারুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য	নাগরৌহা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
০৯	জনাবা মাহমুদা খাতুন	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য	খৈরখোলা, দাউদকান্দি
১০	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হাসান ভূঁঞা	সদস্য সচিব	কুরছাপ, দেবিদ্বার,

ম্যানেজিং কমিটি (২৭/১০/১৯৯৯ - ০২/০৬/২০০০)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	থানা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	দাউদকান্দি
০২	জনাব আবদুল মালেক সরকার	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব আলমগীর হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব কামরুল হাসান সরকার	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	মোঃ মোজাহারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

নীলোৎপল

ম্যানেজিং কমিটি (০৩/০৬/২০০০ - ০২/০৬/২০০৩)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	জনাব মফিজুল ইসলাম মেম্বার	সহ-সভাপতি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ সাঈদুদ্দিন সরকার	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মাওলানা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন	শিক্ষক প্রতিনিধি	রায়পুর, দাউদকান্দি
০৫	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোঃ আবদুল মতিন মাষ্টার	অভিভাবক সদস্য	রায়নগর, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল সরকার	অভিভাবক সদস্য	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৮	জনাব হাসান আহম্মেদ	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
১০	জনাব মোঃ মোজাহারুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	নাগরৌহা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

ম্যানেজিং কমিটি (০৩/০৬/২০০৩ - ০২/০৬/২০০৬)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	জনাব মোঃ আবদুল মতিন মাষ্টার	সহ-সভাপতি	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মুন্সী	দাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মাওলানা মোঃ শামসুদ্দোহা	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	জনাব হাসান আহম্মেদ	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল সরকার	অভিভাবক সদস্য	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মিয়াজী	অভিভাবক সদস্য	কালাসোনা, দাউদকান্দি
০৮	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	বাগাই রামপুর, তিতাস, কুমিল্লা

ম্যানেজিং কমিটি (০৩/০৬/২০০৬- ২৩/০৯/২০০৯

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মেম্বার	সহ-সভাপতি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ পাটোয়ারী	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রধান	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৫	জনাব হাসান আহম্মেদ	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোঃ জমির হোসেন ভূঁঞা	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মোঃ ইউনুছ মিয়া	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৮	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
১০	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

ম্যানেজিং কমিটি (২৪/০৯/২০০৯- ১০/০৩/২০১০)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রধান	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

ম্যানেজিং কমিটি (১১/০৩/২০১০- ১৮/০৪/২০১২

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া	দাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব হাসান আহম্মেদ	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রধান	অভিভাবক সদস্য	বায়নগর, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোঃ দিদার হোসেন ভূঁঞা	অভিভাবক সদস্য	খৈরখোলা, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মোঃ ছলিম উল্লাহ মুন্সী	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৮	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	শিক্ষক প্রতিনিধি	লখাইতলী, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	বায়নগর, দাউদকান্দি
১০	মোসাঃ মাহমুদা খাতুন	মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি	খৈরখোলা, দাউদকান্দি
১১	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

ম্যানেজিং কমিটি (১৯/০৪/২০১২- ০৫/০৫/২০১৪)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার	সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০২	প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর	শিক্ষানুরাগী সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৩	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মুন্সী	দাতা সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৪	জনাব হাসান আহম্মেদ	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৫	জনাব মোঃ কাজী ইউনুছ মিয়া	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৬	জনাব মোঃ আবু কালাম	অভিভাবক সদস্য	আনুয়াখোলা, দাউদকান্দি
০৭	জনাব মোঃ ছলিমুল্লাহ মুন্সী	অভিভাবক সদস্য	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৮	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ খান	শিক্ষক প্রতিনিধি	মালীগাঁও, দাউদকান্দি
০৯	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি	বায়নগর, দাউদকান্দি
১০	মোসাঃ মাহমুদা খাতুন	মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি	খৈরখোলা, দাউদকান্দি
১১	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী (প্রধান শিক্ষক)	সদস্য সচিব	রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

শিক্ষার মানোন্নয়ন উপকমিটি

প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর
আহ্বায়ক

ড. রুহুল আমিন সরকার
সদস্য, শিক্ষক নিয়োগ উপ কমিটি
মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

প্রধান শিক্ষক মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী
সদস্য সচিব

মোঃ শরীফ হোসেন ভূইয়া, এমবিএ
সদস্য

মোঃ হারুন-অর-রশিদ পাটওয়ারী
সদস্য

মোঃ মির জামিন
সদস্য

মোঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া
সদস্য

মোঃ আলী আশরাফ সুন্সী
সদস্য

আহ্বায়ক ঃ প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর

সদস্য ঃ জনাব মোঃ শরীফ হোসেন ভূইয়া
জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ পাটওয়ারী
জনাব মোঃ মির জামিন
জনাব মোঃ আলী আশরাফ সুন্সী
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া

সদস্য সচিব ঃ জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, প্রধান শিক্ষক

জমি অধিগ্রহন উপকমিটি

আলহাজ্ব মফিজুল ইসলাম ভূইয়া
আহ্বায়ক

মোঃ এনামুল হক ভূইয়া
সদস্য সচিব

মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মুন্সী
সদস্য

মোঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া
সদস্য

মোঃ শাহ আলম সরকার
সদস্য

মোঃ ছলিম উল্লাহ মুন্সী
সদস্য

মোঃ আব্দুর রহমান ভূইয়া
সদস্য

মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন
সদস্য

মোঃ নুরনবী পাটওয়ারী
সদস্য

আহ্বায়ক ঃ আলহাজ্ব মফিজুল ইসলাম ভূইয়া

সদস্য ঃ জনাব মোঃ এনামুল হক ভূইয়া
জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মুন্সী
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া
জনাব মোঃ শাহ আলম সরকার
জনাব মোঃ ছলিম উল্লাহ মুন্সী
জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ভূইয়া
জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন
জনাব মোঃ নুরনবী পাটওয়ারী

প্রধান শিক্ষকবৃন্দ

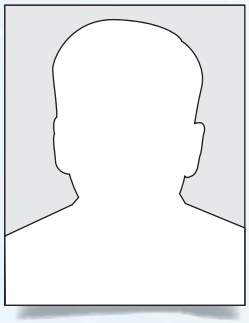

মরহুম মোঃ আবদুস সামাদ ভূঁইয়া

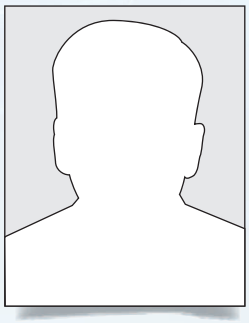

জনাব নাসির আহমেদ

জনাব মোঃ মোজাহারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত),

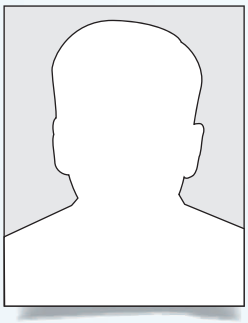

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ভূঁইয়া

জনাব মোঃ মোজাহারুল ইসলাম

জনাব মোঃ আবদুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত)

জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	হইতে	পর্যন্ত
০১	মরহুম মোঃ আবদুস সামাদ ভূঁইয়া, বি.এ.বি.টি	০১/০১/১৯৯৩	৩১/০৫/১৯৯৫
০২	জনাব নাসির আহমেদ, বি.এস.সি, বি-এড	০১/০৬/১৯৯৫	২৮/০২/১৯৯৬
০৩	জনাব মোঃ মোজাহারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত), এম.এস.সি, এম-এড	০১/০৩/১৯৯৬	৩০/০৯/১৯৯৬
০৪	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ভূঁইয়া, বি.কম, বি-এড	০১/১০/১৯৯৬	৩০/০৬/১৯৯৯
০৫	জনাব মোঃ মোজাহারুল ইসলাম, এম.এস.সি, এম-এড	০১/০৭/১৯৯৯	২৮/০৪/২০০৫
০৬	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত) বি.কম (অনার্স) বি-এড	২৯/০৪/২০০৫	০১/১২/২০০৬
০৭	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, এম.এ, বি-এড	০২/১২/২০০৬	

বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ

বাম থেকে মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা, মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন, আয়েশা আক্তার, ইয়াহ ইয়া, শামীমা নাসরিন, মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার, মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, মোঃ নূরনবী পাটোয়ারী, মোসাঃ হাসনেয়ারা বেগম, মোহাম্মদ মনির হোসেন, মোসাঃ মাহমুদা খাতুন, মোঃ মিজানুর রহমান

বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ

জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী
প্রধান শিক্ষক

মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার
সহকারী প্রধান শিক্ষক

মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

মোসাঃ মাহমুদা খাতুন
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

মীর মিজানুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (শারিরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য)

মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন
সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা)

মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া
সহকারী শিক্ষক (গণিত ও বিজ্ঞান)

মোহাম্মদ মনির হোসেন
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

আয়েশা আক্তার
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)

মোসাঃ হাসনেয়ারা বেগম
সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান)

মোসাঃ শামীমা নাসরিন
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

মোঃ ইয়াহ ইয়া
সহকারী গ্রন্থাগরিক

মোঃ নূরনবী পাটোয়ারী
অফিস সহকারী ও শিক্ষক

বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ

বাম থেকে মোঃ তাজুল ইসলাম মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা, মুন্সী, মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন, আয়েশা আক্তার, ইয়াহ ইয়া, শামীমা নাসরিন, মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার, মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, মোঃ নূরনবী পাটোয়ারী, মোসাঃ হাসনেয়ারা বেগম, মোহাম্মদ মনির হোসেন, মোসাঃ মাহমুদা খাতুন, মোঃ শাহাব উদ্দিন, মোঃ মিজানুর রহমান

বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষক ও কর্মচারীদের নাম	পদবী
০১	জনাব মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, এম.এ, বি-এড	প্রধান শিক্ষক
০২	মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার, বি.এ, বি-এড,	সহকারী প্রধান শিক্ষক
০৩	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা, কামিল	সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)
০৪	মোসাঃ মাহমুদা খাতুন, বি.এ, বি-এড	সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
০৫	মোঃ মিজানুর রহমান, বি.এ, বি.পি-এড	সহকারী শিক্ষক (শারিরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য)
০৬	মোঃ শাহনেওয়াজ খাঁন, কৃষি ডিপ্লোমা	সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা)
০৭	মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বি.এস.সি, বি-এড	সহকারী শিক্ষক (গণিত ও বিজ্ঞান)
০৮	মোহাম্মদ মনির হোসেন, বি.এ, বি-এড	সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)
০৯	আয়েশা আক্তার, বি.কম, বি-এড	সহকারী শিক্ষক (ব্যবসা শিক্ষা)
১০	মোসাঃ হাসনেয়ারা বেগম, এম.এস.সি, বি-এড	সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান)
১১	মোসাঃ শামীমা নাসরিন, বি.এ অনার্স, এম.এ	সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
১২	ইয়াহ ইয়া, কামিল	গ্রন্থাগার সহকারী ও শিক্ষক
১৩	মোঃ নূরনবী পাটোয়ারী, বি.কম	অফিস সহকারী ও শিক্ষক
১৪	মোঃ তাজুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণি	দপ্তরী
১৫	মোঃ শরিয়ত উল্লাহ, ৮ম শ্রেণি	নৈশ প্রহরী
১৬	মোঃ শাহাব উদ্দিন, এস.এস.সি	পিয়ন

বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ তাজুল ইসলাম মুন্সী
দপ্তরী

মোঃ শাহাব উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ শরিয়ত উল্লাহ
নৈশ্য প্রহরী

এসএসসি ফলাফল (১৯৯৬-২০১৫)

ক্রমিক নং	পাশের সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ন	জিপিএ ৫	পাশের হার (%)
০১	১৯৯৬	২৮	২০		৭১
০২	১৯৯৭	৪৫	২৪	ষ্টার ১জন	৫৩
০৩	১৯৯৮	৪৪	১৩		৩০
০৪	১৯৯৯	৭০	৪৮		৬৯
০৫	২০০০	৪৮	১৯		৪০
০৬	২০০১	৩৪	১৩		৩৮
০৭	২০০২	৬২	১৩		২১
০৮	২০০৩	৫৪	১২		২২
০৯	২০০৪	৪৬	২৫		৫৪
১০	২০০৫	৪৭	১৬		৩৪
১১	২০০৬	৪২	১৭		৪০
১২	২০০৭	৪০	১৩		৩৩
১৩	২০০৮	৩২	২০		৬৩
১৪	২০০৯	২৭	২৪		৮৯
১৫	২০১০	৩৪	২৩		৬৮
১৬	২০১১	৩৮	৩৫		৯২
১৭	২০১২	৬২	৫৪		৮৭
১৮	২০১৩	৪৮	৪৬	০৩ জন	৯৬
১৯	২০১৪	৬৯	৬৪	০১ জন	৯৩
২০	২০১৫	৫৪	৪৯	০১ জন	৯১

জেএসসি ফলাফল (২০১০-২০১৪)

ক্রমিক নং	পাশের সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ন	জিপিএ ৫	পাশের হার (%)
০১	২০১০	৪৪	৪৩		৯৮
০২	২০১১	৮১	৮০		৯৯
০৩	২০১২	৭২	৭০		৯৭
০৪	২০১৩	৭১	৭১	০৫ জন	১০০
০৫	২০১৪	৮৪	৮৩	০৯ জন	৯৯

এস.এস.সি. পরীক্ষায় A+ অর্জনকারীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা	পাশের সন
০১	মোঃ জালাল হোসেন	২০০৯
০২	মোসাঃ রোকসানা আক্তার	২০১৩
০৩	মোসাঃ মাছুম ভূইয়া	২০১৩
০৪	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	২০১৩
০৫	মোঃ হাবিবুর রহমান	২০১৪
০৬	মোসাঃ ফারজানা আক্তার	২০১৫

মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

জে.এস.সি. পরীক্ষায় A+ অর্জনকারীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা	পাশের সন
০১	মোসাঃ মাসুকা আক্তার	২০১৩
০২	মোসাঃ শারমিন আক্তার	২০১৩
০৩	মোঃ শামছুদ্দোহা	২০১৩
০৪	মোঃ জাহিদ হাসান	২০১৩
০৫	মোঃ ফয়সাল হোসেন	২০১৩
০৬	মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার	২০১৪
০৭	মোসাঃ মাহমুদা আক্তার	২০১৪
০৮	মোসাঃ আসমা আক্তার	২০১৪
০৯	মোসাঃ ফেরদৌসী আক্তার	২০১৪
১০	মোসাঃ মানছুরা আক্তার	২০১৪
১১	মোসাঃ জাহিদা আক্তার	২০১৪
১২	মু. মাহি আলম সরকার	২০১৪
১৩	মোঃ মাহবুব পাটোয়ারী	২০১৪
১৪	মোঃ আরিফুল ইসলাম	২০১৫
১৫	মোঃ ফারদিন মোল্লা	২০১৫
১৬	মোঃ সুমন	২০১৫
১৭	মোঃ জাকারিয়া পাটোয়ারী	২০১৫
১৮	মোঃ নাজমুল হোসেন	২০১৫
১৯	মোঃ শামছুল আলম	২০১৫
২০	মোঃ মোসাঃ ফারিহা আক্তার	২০১৫
২১	মোসাঃ শাহমুদা আক্তার	২০১৫
২২	মোসাঃ আমেনা আক্তার	২০১৫
২৩	সীমা রানী দাস	২০১৫
২৪	মোসাঃ ফাতেমা আক্তার	২০১৫
২৫	মোসাঃ আফরিন জামান সাদিয়া	২০১৫
২৬	মোসাঃ সুমী আক্তার	২০১৫
২৭	মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদৌসী	২০১৫
২৮	মোসাঃ তাছলিমা আকতার	২০১৫

জে.এস.সি. বৃত্তি অর্জনকারী

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা	সাল
০১	মোসাঃ শারমিন আক্তার লাকী	১৯৯৫
০২	মোসাঃ তানিয়া আক্তার	২০০৮
০৩	মোঃ মাসুম ভূইয়া	২০১১
০৪	মোসাঃ শারমিন আক্তার	২০১২
০৫	মোঃ মাহি আলম সরকার	২০১৫

এস.এস.সি. বৃত্তি অর্জনকারী

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা	সাল
০১	মোসাঃ আফরিন জাহান	২০০৯

হাসনা-লতিফ মেধাবৃত্তি ২৬ মার্চ ২০০৯ থেকে শুরু

হাসনা-লতিফ মেধাবৃত্তি

২০০৯		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মাসুম ভূঞাঁ
০২	৭ম-২	আশরাফুল ইসলাম
০৩	৭ম-৩	ফাহিমা আক্তার
০৪	৮ম-১	সানজিদা আক্তার
০৫	৮ম-২	নাজমুল হাসান পাটোয়ারী
০৬	৮ম-৩	খাদিজা আক্তার
০৭	৯ম-১	মনিরা আক্তার
০৮	৯ম-২	আকলিমা আক্তার
০৯	৯ম-৩	মাহবুবা পাটোয়ারী
১০	১০ম-১	তানিয়া আক্তার
১১	১০ম-২	শাহরিয়া শারমিন
১২	১০ম-৩	ফাতেমাতুল বুশরা

২০১০		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোঃ মাহমুদুল হাসান
০২	৭ম-২	শারমীন আক্তার
০৩	৭ম-৩	আবু হানিফ
০৪	৮ম-১	মোঃ মাসুম ভুঁইয়া
০৫	৮ম-২	মোঃ আশরাফুল ইসলাম
০৬	৮ম-৩	রোকসানা আক্তার
০৭	৯ম-১	মোসাঃ সানজিদা আক্তার
০৮	৯ম-২	মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী
০৯	৯ম-৩	মোসাঃ নাছরিন আক্তার
১০	১০ম-১	মোসাঃ মনিরা আক্তার
১১	১০ম-২	মোসাঃ মাহবুবা পাটোয়ারী
১২	১০ম-৩	মোসাঃ তানিয়া আক্তার

২০১১		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোঃ সবুজ ভূঞাঁ
০২	৭ম-২	মোসাঃ তানজিনা আক্তার
০৩	৭ম-৩	মোসাঃ ফারজানা আক্তার
০৪	৮ম-১	মোঃ মাহমুদ হাসান
০৫	৮ম-২	মোসাঃ শারমীন আক্তার
০৬	৮ম-৩	মোঃ হাবিবুর রহমান
০৭	৯ম-১	মোঃ মাসুম ভুঁইয়া
০৮	৯ম-২	মোসাঃ রোকসানা আক্তার
০৯	৯ম-৩(ক)	মোঃ নাজমুল হাসান
১০	৯ম-৩(খ)	মোসাঃ লাভলী আক্তার
১১	১০ম-১	মোসাঃ সানজিদা আক্তার
১২	১০ম-২	মোসাঃ নাসরিন আক্তার
১৩	১০ম-৩	মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী

২০১২		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোঃ শামছুদ্দোহা
০২	৭ম-২	মোসাঃ মাসুকা আক্তার
০৩	৭ম-৩	মোঃ জাহিদ হাসান সরকার
০৪	৮ম-১	মোসাঃ তানজিনা আক্তার
০৫	৮ম-২	মোসাঃ ফারজানা আক্তার
০৬	৮ম-৩	মোঃ সবুজ ভুঁইয়া
০৭	৯ম-১	মোসাঃ শারমীন আক্তার
০৮	৯ম-২	মোসাঃ মানছুরা আক্তার
০৯	৯ম-৩	মোঃ হাবিবুর রহমান
১০	১০ম-১	মোঃ মাসুম ভুঁইয়া
১১	১০ম-২	মোসাঃ রোকসানা আক্তার
১২	১০ম-৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম

হাসনা-লতিফ মেধাবৃত্তি

২০১৩		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোঃ মাহি আলম সরকার
০২	৭ম-২	মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার
০৩	৭ম-৩	মোঃ মাহবুব পাটোয়ারী
০৪	৮ম-১	মোঃ শাসছুদ্দোহা
০৫	৮ম-২	মোঃ জাহিদ হাসান সরকার
০৬	৮ম-৩	মোসাঃ আরিফা জাহান
০৭	৯ম-১	মোসাঃ ফারজানা আক্তার
০৮	৯ম-২	মোসাঃ সালমা আক্তার
০৯	৯ম-৩	মোঃ শরীফ হোসেন
১০	১০ম-১	মোসাঃ শারমীন আক্তার
১১	১০ম-২	মোঃ হাবিবুর রহমান
১২	১০ম-৩	মোসাঃ মানছুরা আক্তার

২০১৪		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোঃ জাকারিয়া পাটোয়ারী
০২	৭ম-২	মোসাঃ ফারিহা আক্তার
০৩	৭ম-৩	মোসাঃ লীমা আক্তার
০৪	৮ম-১	মোঃ মাহি আলম সরকার
০৫	৮ম-২	মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার
০৬	৮ম-৩	মোঃ এনামুল হক
০৭	৯ম-১(ক)	মোসাঃ মাসুকা আক্তার
০৮	৯ম-১(খ)	মোঃ ফয়সাল
০৯	৯ম-২	মোঃ জাহিদ হাসান
১০	৯ম-৩	মোঃ শাসছুদ্দোহা
১১	১০ম-১	মোসাঃ ফারজানা আক্তার
১২	১০ম-২	মোঃ সবুজ ভূঁইয়া
১৩	১০ম-৩	মোসাঃ সালমা আক্তার

২০১৫		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোসাঃ শামীমা আলম মিতু
০২	৭ম-২	মোসাঃ রোকসানা আলমগীর
০৩	৭ম-৩	মোঃ রাসেল হোসেন
০৪	৮ম-১	মোঃ জাকারিয়া পাটোয়ারী
০৫	৮ম-২	মোসাঃ ফারিহা আক্তার
০৬	৮ম-৩	মোসাঃ মাহমুদা আক্তার
০৭	৯ম-১	মোঃ মাহি আলম সরকার
০৮	৯ম-২	মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার
০৯	৯ম-৩	মোসাঃ মাহমুদা আক্তার
১০	১০ম-১	মোসাঃ মাসুকা আক্তার
১১	১০ম-২	মোসাঃ আরিফা জাহান
১২	১০ম-৩	মোসাঃ শারমিন আক্তার

২০১৬		
ক্রমিক নং	শ্রেনী	ছাত্র/ছাত্রীর নাম
০১	৭ম-১	মোঃ তানভীর পাটোয়ারী
০২	৭ম-২	মোঃ ইসমাঈল হোসেন মুন্সী
০৩	৭ম-৩	মোসাঃ নুশরাত রহমান মাইশা
০৪	৮ম-১	মোসাঃ রোকসানা আলমগীর
০৫	৮ম-২	মোঃ রাসেল হোসেন
০৬	৮ম-৩	মোঃ অলিউল্লাহ
০৭	৯ম-১	মোঃ ফারদিন মোল্লা
০৮	৯ম-২	মোঃ সুমন
০৯	৯ম-৩	মোঃ জাকারিয়া পাটোয়ারী
১০	১০ম-১	মোঃ মাহি আলম সরকার
১১	১০ম-২	মোঃ মাহবুব পাটোয়ারী
১২	১০ম-৩	মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার

ম্যানেজিং কমিটির সভা

এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান ও বার্ষিক মিলাদ

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

অন্যান্য কার্যক্রম

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী - ২০১৬

৬ষ্ঠ শ্রেণি শাখা ক

৬ষ্ঠ শ্রেণি শাখা খ

৭ম শ্রেণি শাখা ক

৭ম শ্রেণি শাখা খ

৮ম শ্রেণি শাখা ক

৮ম শ্রেণি শাখা খ

৯ম শ্রেণি

১০ম শ্রেণি

দুখিনি মায়ের সুখ

মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার
দশম শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

নবম শ্রেণির ছাত্র সুমন। প্রতিদিনের মত আজও সে সময়মত স্কুলের শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করলো। হঠাৎ তার মনে হলো টিফিন বক্সটি বাসায় ফেলে এসেছে। বার বার কাজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সে। আর উদ্বিগ্ন হচ্ছে যদি তার মা টিফিন নিয়ে স্কুলে চলে আসে! যদি তার বন্ধুরা তার মায়ের অন্ধ চোখটি দেখে ফেলে! সুমনের বয়স যখন চার তখন তার বাবা এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। বাবার আদর কি জিনিস সুমন জানে না। তাই জগতে মা ছাড়া আপন আর কেউ নেই। চরম দরিদ্রতার মাঝে তাদের জীবন চলছে। তার মা এখানে সেখানে শাক পাতা বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করত। শত -দরিদ্রতা সত্ত্বেও সুমনকে তার মা স্কুলে ভর্তি করে দেয়। ভাঙ্গা বুকে আশা বাঁধেন, ভাবেন তার সোনা মানিক লেখা পড়া করে বড় হবে। দুঃখের অবসান ঘটবে। মা বাড়ি ফিরে দেখলেন ছেলে টিফিন ফেলে চলে গেছে। তাই দেরি না করে টিফিন নিয়ে ছুটলেন স্কুলের দিকে। এই প্রথম তার মা স্কুলে আসলেন। সুমন মায়ের সাথে কোথাও বেড়াতে যেতে চায় না। কারণ তার মায়ের এক চোখ অন্ধ। কিন্তু আজই তার সহপাঠিরা তার মাকে দেখল। সুমন ক্লাসের সেরা ছাত্র। দুষ্ট কিছু সহপাঠি তাকে কানির ছেলে বলে ঠাট্টা করল। সে লজ্জা পেল। মায়ের সাথে অভিমান করল। বাসায় ফিরে প্রচন্ড রাগে চিৎকার করে বলল "কেন তুমি আমার স্কুলে গেলে? কে তোমাকে যেতে বললো ? তোমার চোখ নেই আমাকে সবাই ঘৃনা করে!" কোন উত্তর বেরুল না মায়ের মুখ থেকে। সেদিন রাতে সুমনের প্রচন্ড পিপাসা পেল, পানি পান করার জন্য উঠে দেখে তার চরম দুখিনি মা নিরবে কাঁদছেন। বুকের ভিতর কাল বৈশাখীর একটি ঝড় দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিচ্ছে। কিন্তু মায়ের এই অবস্থা দেখে সুমনের মনে অনুশোচনা আসল না। সে মনে মনে বলল আমি যা বলছি ঠিক বলছি। মা'র জন্যই তো আমাকে অপমানিত হতে হলো। মায়ের সাথে রাগ করার পর সুমন প্রতিজ্ঞা করল ভালো করে লেখাপড়া করে বড় হবে। সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করবে। ধারাবাহিকভাবে স্কুল জীবন শেষ করে। তারপর কলেজের গন্ডি পার হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো সে। সেখান থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে সমাজ সেবা অধিদপ্তরে একটি বড় চাকুরি নিল। তার কিছুদিন পর সে বিয়ে করল সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে তার জীবন খুব ভালভাবেই যাপিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের ঘরে চাঁদের আলো ছড়িয়ে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। এত গুলো বছর মায়ের সাথে কোন যোগযোগ রাখেনি সুমন। কোন খোঁজ খবর নেয়নি। একদিন সন্ধ্যা বেলা সুমনের ছেলে এসে বললো, আব্বু একটা কানি বুড়ি এসেছে। সুমন এগিয়ে গেল, দেখল তার মা। এতটুকু মায়া লাগেনি তার গর্ভধারিণী মাকে দেখে। তার পাষন্ড মন মাকে দেখে রেগে ফেটে উঠলো। বললো 'কে তুমি ? এখানে কী চাও। বেরিয়ে যাও।' সুমনের মা কোন কথা বললো না। তার কানে একমাত্র সন্তানের কথাগুলো পৌঁছার পর বুকের ভেতরটা দাউ দাউ করে উঠলো। অসহ্য এক বেদনা গুমরে দিল মমতাময়ী মায়ের কলিজাটাকে। শুধুই বললেন, 'বাবা মাফ করবেন। আমি চলতে চলতে ভুল ঠিকানায় চলে এসেছি।' সুমন মনে মনে বললো, ভালই হয়েছে, মা আমাকে চিনতে পারেনি। আপাতত বিপদ কেটে গেল। সমাজ সেবার এক প্রজেক্ট-এর কাজ নিয়ে সুমন তার চির পরিচিত জন্মস্থানে গেল, সেই ছোট বেলার গ্রাম। অনেক বাল্য স্মৃতি তার হৃদয়পটে ভেসে উঠল। নিজ গ্রামে ঢুকে অনেক আনন্দ পাচ্ছে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেল ছোট একটি জরাজীর্ণ কুটির। এই ঘরে একদিন সে বসবাস করেছে। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল এবং তটস্থ মনে ঘরে প্রবেশ করল। দেখলো মেঝেতে পরে আছে একটি নিথর মানব দেহ। শুকিয়ে একবারে হাড্ডিসার। সে আর কেউ নয়; সে তার গর্ভধারিণী মা। সুমনের মনটা শিউরে উঠল। দ্রুত মায়ের কাছে উপস্থিত হল। দেখলো মায়ের হাতে একটা কাগজ। কাগজটি হাতে নিল; তাতে তার মায়ের হাতের লিখা। কাগজে লিখা

নীলোৎপল

"সুমনরে সুমন, অনেক দিন দেখিনি তোকে, আমার খুবই ইচ্ছা করছিল তোকে দেখতে। তাইতো অনেক কষ্টে তোর ঠিকানা যোগাড় করে সেদিন তোকে দেখতে গিয়েছিলাম। এতে আমার ভুল হয়েছে। তুই আমাকে দেখে খুই রাগ করেছিলি, তাই না ? কিন্তু আমি তোর কথায় একটুও রাগ করিনি। আমার এক চোখ অন্ধ। আমার এই অন্ধ চোখ তোকে অনেক লজ্জা দেয়, তাই না ? কেন আমি কানা হয়েছি তা কি তুই জানিস ? আমার কানা না হয়ে আর কোন উপায় ছিল না। ছোট বেলায় খেলতে গিয়ে দূর্ঘটনায় তোর এক চোখে মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলি। ডাক্তার বললো, তোর এই চোখ কোন দিন ভালো হবে না। তুই এক চোখ দিয়ে দেখবি। আর আমি মা হয়ে দুচোখ দিয়ে দেখবো। তা কি করে হয় ? তখন আমার এতটুকু সামর্থ ছিলনা যে চোখ কিনে তোর চিকিৎসা করাব। তোকে চোখ দিয়ে সারা জীবন কানা জীবন কাটালাম। আর বেশিদিন বাঁচবো না আমি। তোকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করছে।" চিঠিটা পড়ার সাথে সাথেই সুমনের দেহে কাঁপন সৃষ্টি হলো। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মাকে ডাক দিল; কিন্তু কোন উত্তর পেলনা। মায়ের হিম শীতল দেহের পাশে বসে মা-মা বলে চিৎকার করতে শুরু করল সুমন। সুমন কাঁদছে "মা ... মা... মাগো .. মা। এই দেখ তোমার অধম সন্তান চলে এসেছে। আমি আর কোনদিন তোমাকে কষ্ট দেব না। আমি এই চোখ চাই না। মা-মা মাগো তুমি আমায় মাফ কর। তুমি কথা বল মা। মা-মা"বলে কাঁদতে লাগল সুমন।

আমার দেশের মাটি

আরিফুল ইসলাম
দশম শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

ভূমিকা ঃ মাটির জন্ম, মাটির গর্ব, মোদের কাছে মাটিই যেন স্বর্গ। তাইতো নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন -

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ..."।

মাটির প্রয়োজনীয়তা ও প্রকার ভেদ ঃ মাটি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটির মধ্যে আমরা নানা রকমের খাদ্য উৎপন্ন করি। আমার দেশে নানা রকমের মাটি রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটি, পলি মাটি।

বেলে মাটি ঃ বেলে মাটি আমাদের খুবই পরিচিত মাটি। গ্রীষ্মকালে যখন কড়া রৌদ্র, খাড়াঁ ভাবে আলো দেয়, তখন আমরা দেখতে পাই বেলে মাটি রৌদ্রের আলোয় সোনার মত ঝকঝক করতে থাকে। তার সাথে আমার দেশটাও ঝকঝক করতে থাকে। এই মাটির বেশির ভাগ অংশই বালি। এদেরকে সাধারণত মরুভূমিতে, সমুদ্রতীরে বা নদীর চরে দেখা যায়। এই মাটিতে জন্মে শাক-সবজি, ধান, গম, যব, ভূট্টা, পাট, আখ ইত্যাদি।

এঁটেল মটি ঃ এই মাটি পুরো কাঁদা নিয়ে গঠিত। এদের ধারণ ক্ষমতাও বেশি এবং এদের কণাগুলো বেশ মিহি। এই মাটিতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। এতে জন্মে ধান, কলাই।

পলিমাটি ঃ আমাদের দেশে যখন বর্ষা হয় তখন বর্ষার পরিস্কার পানিতে পলি দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। বর্ষার সময় চারিদিক থেকে পলি এসে ফসলের মাঠে জমা হয় ফলে জমিতে ফলন ভালো হয়। এই মাটিতে ভালো জন্মে ধনে, পাট, আউশ ও আমন ধান।

উপসংহার ঃ আমাদের দেশের মাঠ-ঘাট যেদিকে তাকাই সেদিকেই মাটি। যেমনিভাবে আমরা মাটির তৈরি তেমনিভাবে আমাদের দেশটাও মাটির তৈরি। মাটিই আমাদের গর্ব। তাই সেই মাটিতে গর্ব নিয়ে আমরা ঘুমিয়ে থাকি।

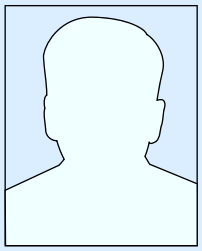

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

মোসাম্মৎ মাহমুদা পাটোয়ারী
নবম শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি যিনি আমাদের প্রতি পালক ও রিযিক্‌দাতা। এবং যিনি আমাকে এই মুহূর্তে কিছু লিখার জন্য তৌফিক দান করেছেন। লেখার শুরুতেই পাঠকের কাছে বলে নিতে চাই আমার লেখালেখির হাত খুব ভালো নয়। কিছু লেখালেখির অভ্যাস থাকলেও তা আমি ও আমার পরিবারবর্গের দৃষ্টির বাইরে অন্য কারো চোখের সামনে পড়েনি। যা হোক আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিনে লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ লেখায় আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত এবং অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। আমি এ লেখাটির নাম দিয়েছি "শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা।

ছেলে ঃ বাবা ঘুড়িটা আকাশে ভেসে আছে কীভাবে ?

বাবা ঃ নাটাইয়ের সাথে যে সুতাটা এটাই ঘুড়িকে উড়তে সাহায্য করছে।

ছেলে ঃ কিন্তু বাবা সুতাটাতো ঘুড়িকে নিচে টেনে রেখেছে ?

বাবা ঃ আপাত দৃষ্টিতে যেটা ঘুড়িটাকে নিচে টেনে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে সেটাই ঘুড়িটাকে উড়াচ্ছে। জীবনের ক্ষেত্রে এই নাটাইয়ের সুতাটা হচ্ছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। যে যত বেশি নিয়ম মেনে, শৃঙ্খলভাবে চলে তার মেধা তত বেশি বিকশিত হয়। আর সে তত বেশি সফল হয়।

১। সহজ ভাষায় বলা যায়, সময়ের কাজ সময়ে করা এবং সঠিকভাবে করাই হলো শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। অনু থেকে অট্টলিকা পর্যন্ত যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সবকিছু একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম বাঁধা বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর।

২। মানব জীবনের সময়কাল অতি ক্ষুদ্র। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু ৬০ কি এর কিছু বেশি বছর। অতি স্বল্প সময়ে জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার কোন বিকল্প নেই।

৩। শিক্ষা জীবন বা ছাত্র জীবন হলো মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ জানার সময়, আর তাই এই সময়টাই নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা অভ্যাস করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না বরং সেই সাথে দেশ ও বর্হিবিশ্বের খবর জানতে হবে। হতে হবে বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন।

এক ঘেয়ে জীবন না কাটিয়ে জীবন উপভোগ করতে জীবনে থাকতে হবে বিনোদন। আর তাই দিনের সময়টাকে সব কাজের জন্য ভাগ করে নিতে হবে এবং নিয়মিত তা অনুসরণ করতে হবে। আজকের কাজ আজকে না করে কালকের জন্য ফেলে রাখলে কাজ জমতে জমতে যখন পাহাড় হয়ে যাবে তখন কাজ শেষ করা কঠিন হবে। পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা এই নীতি অনুসরণ করলেই ছাত্রজীবন তথা মানব জীবন হয়ে উঠবে সফল এবং উপভোগ্য।

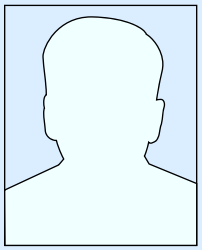

কোরআনের ভাষ্য, রাসূল (সঃ) এর বাণী ও স্মরণীয় বাণী

মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী
শিক্ষা বর্ষ ২০১২-১৩
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

কোরআনের ভাষ্য

যারা এ পৃথিবীতে অন্ধ অর্থাৎ যারা সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূর্ণ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচার করতে পারে না বা করে না তারা পরকালেও অন্ধ থাকবে এবং তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বিপদগামী। (সূরা বনী ইসরাইল ৭২)

ধৈর্য্যের সঙ্গে পরিশ্রম কর, কারণ আল্লাহ-তায়ালার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার দোষত্রুটির জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যা গুনকীর্তণ কর তোমার প্রভূর। (সূরা আল মুমিন ঃ ৫৫)।

হে বিশ্বাসীগণ ! ভক্তিতে মস্তক অবনত কর, ভূমিতে প্রনত হও আরাধনা কর তোমার প্রভুর এবং সৎকাজ কর তা হলেই হবে তোমাদের সমৃদ্ধি (সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৭)।

যারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর এবাদতের বেলায় যারা দৃঢ় ও একনিষ্ট, তারাই হবে উত্তরাধিকারী তারাই পাবে বেহেশতের শীরাস এবং তারাই সেখানে বসবাস করবে চিরকাল। (সূরা আল মুমিন ঃ ৮-১১)

রাসূল (সঃ) এর বাণী

কোন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নহে, যদি না সে নিজের জন্য যাহা কামনা করে তার ভ্রাতার জন্য তাহা কামনা করে। (আল হাদিস)

মানুষের সেই সব দোষ খুঁজতে আলোচনা হতে বিরত থাক, সেগুলি তোমার নিজেরও আছে বলে তুমি জান। (আল হাদিস)

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল নহে, আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল নহেন। (আল হাদিস)

যে নিজে দোষগুলির জন্য অন্তর হতে অনুতাপ করে সে নির্দোষ ব্যক্তির মত। (আল হাদিস)

স্মরণীয় বাণী

সৎ স্বভাব ও পবিত্রতা মানা ব্যক্তি স্বীয় সুনামের ক্ষেত্রে মাতৃজাতির চেয়েও অধিক লজ্জিত হয়ে পড়ে - আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)

ভিক্ষা করার চেয়ে যেকোন সামান্য পেশাও শ্রেয় - হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)

যা তুমি স্বয়ং কর না বা করতে চাও না তা অন্যকে করতে উপদেশ দিও না - হযরত আলী (রাঃ)

চারিত্রিক তিন কারণে জীবন দুঃখময় হয়, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, ঈর্ষা ও চরিত্রহীনতা - হযরত আলী (রাঃ)

মন যখন যা চায়, তাই খাওয়া অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় - হজরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)

মূর্খতা এমন এক পাপ-সারা জীবনে যারা প্রায়শ্চিত হয় না - ইমাম বোখারী (রাঃ)

পরশ্রীকাতর এবং লোভী ব্যক্তি কখনো শান্তি লাভ করে না - রাবিয়া বসরী (রাঃ)

বিনয় এমন এক সম্পদ যা দেখে কেউ হিংসা করতে পারে না - ইমাম শাফী (রাঃ)

নিজেকে বড় মনে করা অন্যায়, কেননা বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহরই সম্পদ - ইমাম গায্যালী (রাঃ)

ভদ্রলোক সেই, বড় সেই, যে সত্যের উপসক, যে মানুষকে সমাদার করে চরিত্র ও মহত্ত্ব যার গৌরব - শেখ সাদী (রাঃ)

যদি জগতে মানুষের মতো বাঁচতে সক্ষম না হও, তবে বীর মুজাহিদদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেই জীবনের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করো - আল্লামা ইকবাল

যে পাপের মত পূণ্যকেও গোপন রাখে সেই খাঁটি লোক - সূফী ইয়াকুব (রাঃ)

স্মৃতির আঙ্গিনায় মাঁলীগাও স্কুল

আমিনা খাতুন

বি.এ (অনার্স) এম.এ (ইতিহাস)

"উষর মরুর ধূসর বুকে
যদি ছোট একটি শহর গড়ো,
একটি শিশু মানুষ করা
তার চাইতে ও অনেক বড় ।"

মানুষ গড়ার কারিগর এই খ্যাতি নিয়ে যারা পরিচিত তারা হলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ যাঁদের ছোয়ায় ডি.সি, এস.পি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জর্জ ,ব্যারিষ্টার এমনকি বিজ্ঞানীও হয়ে থাকে। পড়ালেখার হাতেখড়ি সাধারণত হাই স্কুলে এসে হয়। একটা সময় ছিল, হাতে ছড়ি বা বেত আর রেজিষ্ট্রার খাতা দেখলেই মানুষ বুঝে নিত, তিনি স্কুল শিক্ষক, কিন্তু এখন আর সেই প্রথা খুব একটা দেখা যায়না, সরকারী আইনের ফলে, ছাত্র -ছাত্রীদের মারধর করার প্রথা এখন প্রায় ইতিহাস। লাঠিচার্জ করা একটি অসহ্যনীয় কাজ কিন্তু তারপরও এর কিছু সফল কাহিনি রয়েছে। এমনই একটি কাহিনি আমার মনে পড়ে। প্রধান শিক্ষক স্কুলের আঙ্গিনায় চেয়ারে বসা। হঠাৎ স্কুল আঙ্গিনায় কয়েকটা গাড়ি এসে থামে। একজন লোক গাড়ি থেকে নামে সাথে সাথে অনেকগুলো মানুষ তার সাথে এসে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় সামনের মানুষটি সরাসরি এসেই প্রধান শিক্ষকের পা ছুঁয়ে সালাম করে নিলেন। স্যার কিছুটা ভয় পাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটি বলে উঠল, 'স্যার আমায় চেনেন নাই? আমি আপনার সবচেয়ে নাছোড়বান্দা ছাত্র ফজলু। দশম শ্রেণির এক মেয়েকে বিরক্ত করায় সেদিন আপনি অনেক মারলেন। কিছুদিন পর ডেকে এনে আমায় অনেক বুঝালেন। স্যার! আপনার সেই লাঠির বাড়ি আজ আমাকে ডিসি বানাতে সাহায্য করেছে।'

স্কুলে আমার বেশি দিন কাটেনি, তবে যতটুক কাটিয়েছি তাতে এখন শ্রদ্ধেয় আব্দুল্লাহ স্যার ও বিল্লাল মিয়াজী স্যার এর কথা মনে পড়ে। অনেকের কথাই ভুলে গেছি, তবুও স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে স্কুলের সেই আঙ্গিনা। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় (এস.এস.সি) ভয়, দুশ্চিন্তা সবই কাজ করছিলো। তবে সেই মুহূর্তে স্যারদের সবসময় খোঁজখবর নেয়া, সান্ত্বনা, উপদেশ আর এতো যত্নে মনে হয়েছিল পরীক্ষা আমাদের নয়; স্যারদের। এসব ঘটনা আজ স্মৃতির পাতায় ইতিহাস হয়ে আছে। মানসপটে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে যখন পরীক্ষার্থীদের দেখি এদিক সেদিক দিকভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। তখন বুঝতে পারি স্যারেরা আমাদের জন্য কি ছিলেন? আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে মাঁলীগাও স্কুলের নাম নেয়াটা স্বার্থক হয় না। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় দাদা জনাব, ড. আবদুল লতিফ সরকার যিনি মাঁলীগাও আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

অনেক স্কুল দেখেছি প্রতিষ্ঠাতা, কমিটির সভাপতি বা গণ্যমান্য লোকজন শুধু প্রতিষ্ঠান করা পর্যন্তই অনেকে তাদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন। কিন্তু দাদা স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত স্কুলে যেভাবে সময়, মেধা ও শ্রম দিয়ে যা"ছন স্কুলের উন্নতির জন্য তাতে শুধু মাঁলীগাও স্কুল নয়, মাঁলীগাও গ্রাম উনাকে স্মরণ রাখবে শ্রদ্ধা নিয়ে। আমি সম্মানিত শিক্ষকদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। পাশাপাশি দাদার এমন মানবিক ও সামাজিক কাজের জন্য সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সর্বোপরি, আমাদের সেই মাঁলীগাও স্কুলের উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

আমার স্কুলে আবার যেতে ইচ্ছে করা ....

মোঃ কামরুল হাসান সরকার
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, নারায়নগঞ্জ
সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, মাঁলীগাও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বাবা সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বদলির চাকুরী, তাই আমকে বিভিন্ন স্কুলে পড়তে হয়েছে। কি এক অসুবিধার কারণে বছর তিনেক আমাদের পরিবার আমাদের নিজস্ব গ্রামে থাকতে হয়েছে। সেই আমাকে সুবাদেই মালীগাঁও স্কুলে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেনিতে পড়তে হয়েছে। সেটা ১৯৬২ সাল। স্পষ্ট মনে আছে আমার জ্যাঠতুতো আতিক ভাই (মরহুম আতিকুর রহমান সরকার) তাই হাত ধরে আমি প্রথম স্কুলে আসি। আমার কথামত উনি আমাকে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেন। আমি আমার শ্রেণি কক্ষে বসলাম। ছাত্র বলতে ১০/১২ জন কাউকেই চিনিনা। আমার সহপাঠীরা আমাকে উৎসুক্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন সহপাঠীরা সবাই লুংগি পরা তার মাঝে আমি শুধু ইংলিশ হাফপ্যান্ট পরা। আমাকে একটু বেমানানই মনে হচ্ছিল। ক্লাশে দেখতে আমিই সর্ব কণিষ্ঠ ও রোগা পাতলা ছিলাম। আমি প্রথম দিনেই সবাই আমাকে কেমন আপন করে নিল। আমি চারিদিকে স্কুলের বেঞ্চী ও টেবিল চেয়ার দেখতে লাগলাম। মনে হয়েছিল এগুলি অনেক পুরানো। আমাদের স্কুল ঘরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছিল। এখন সেখানে প্রাইমারী স্কুলটি। ঘরটি বলতে চারটি চাল, বেড়া বলতে বাঁশের তৈরি, সেও আবার বাইরে থেকে অনেক কিছুই দেখা যায়। অর্থাৎ ভাঙগা চুড়া। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দিলাম। সব বিষয়েই (অংক ছাড়া) সর্বোচ্চ নাম্বার পেলাম। শিক্ষক ও সহপাঠীদের নজর কাড়লাম।

আমার সহাপঠীদের মধ্যে যাদের সাথে আমার সখ্যতা ছিল ভুঁইয়া বাড়ীর কায়েশ ভুইয়া (মরহুম), আবুল ফয়েজ ও মিজান। কালা সোনা মাস্টার বাড়ির মোশারফ (মরহুম) ও নগরের রঞ্জিত ঘোষ (প্রয়াত)। তারা সবাই আমাকে ওদের কাছে কাছে রাখতে চাইত। আমার স্কুলে আসার দেরি হলে ওরা ওদের পাশে বসার জন্য জায়গা রেখে দিত। কার পাশে বসব এই নিয়ে মান অভিমানও হতো। দুপুরের টিফিন পিরিয়ডের সময় স্কুলের পশ্চিম দিকে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসতাম। সেখানে অনেকগুলো বাঁশঝাড় ছিল। বাঁশ ঝারের নিচে গোল হয়ে গল্প করতাম। আমার সহপঠী বন্ধুরা এই বয়সেই দুই এক জনে বিড়ি ফুকঁতো। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতাম - ওদের বিড়ি ফুঁকার দৃশ্য দেখে। আমাকেও বলতে 'দে দুটো টান দিবি ?' বিড়ির দুয়ার গন্ধ আমার একেবারেই সহ্য হতো না। আমাদের ক্লাশে একটি মেয়ে ছিল। আনুয়াখালার নুরজাহান। এতটুকু মেয়ে শাড়ি পড়ে আসতো। আমাকে সে একটু বেশিই স্নেহ করতো। প্রায় ওদের বাড়ি থেকে স্কুরে আসার সময় আমার জন্য পেয়ারা আম, ডেউয়া (টক জাতীয় ফল) ইত্যাদি ও শাড়ীর আঁচলের নীচে নিয়ে আসতো। কোন এক ফাঁকে এগুলো আমাকে দিত। আমি নিতে চাইতাম না। আমাকে জোর করেই দিতে চাইতো। আমি ভীষণ লজ্জা পেতাম। নুরজাহানের সে কথা মনে আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি আজও তা ভুলিনি। সে হয়তো এখন দাদী -নানী হয়ে গেছে।

আমার শিক্ষক মহোদয়গণের মধ্যে দুই জন শিক্ষকের কথা কোনদিনই ভুলতে পারি না। একজন সোনার আবুল খায়ের স্যার অন্যজন দরজখলার আবু স্যার। খায়ের স্যার ইলিয়টগঞ্জ স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। আমাদের স্কুলে খন্ডকালীন শিক্ষকতা করতেন। উনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। স্যারের সেই পড়ানো ইংরেজি রচনা দি কাউ, আওয়ার স্কুল আজও মুখস্থ হয়ে আছে। খুব সহজ করে পড়াতেন। আমাদের কোন দিনই শাষাতেন না। স্যারের সেই মিষ্টি মধুর হাসি ও মায়াবী মুখ চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসে।

আবু স্যার আমাদের অংক, ড্রইং করাতেন। স্যার ব্লাক বোর্ডে চক পেন্সিল দিয়ে দুচারটি আচর দিলেই কি সুন্দর পুখি হয়ে যেত। আঁকা বাঁকা রেখা টানলেই নদী হয়ে যেত। আমি অবাক বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। অংক

বিষয়কে আমি বরাবরই ভয় পেতাম। আমি আমি যেহেতু ক্লাসের ফাস্ট বয়, তাই তিনি পিতৃস্নেহে আমাকে অংক বুঝাতেন। স্যারকে কোন দিন রাগান্বিত হয়ে দেখি নি। আমার শিক্ষক মহোদয়গণের কথা মনে পড়লে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। ৬ষ্ঠ শ্রেনিতে পড়ার পর আমার আব্বার বদলির কারণে আমরা ময়মনসিংহে চলে আসি। মালিগাঁও জুনিয়র হাই স্কুলে আমার পড়ার সেখানেই ইতি ঘটলো। স্কুলটি তারপর কিছুদিন চলার পর পরিচালনার অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মরহুম সাঈদুউদ্দিন সরকার সাহেব রাগদৈগল স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি আবার স্কুলটির হাল ধরলেন। আবার পুনরায় স্কুলটি চালু হলো।এক সময় তিনি সরকারী চাকুরী পেলেন। গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। জুনিয়র স্কুলটি একেবারেই বন্ধ হযে গেল।

তারপরে এলো মলিগাঁও বাসিদের জন্য ঐতিহাসিক ১৯৯২ সাল। এই সালে জুন মাসের একদিন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আলহাজ্ব আবদুল লতিফ সরকার যার অন্তরে নিজ গ্রামে একটা হাই স্কুল করার প্রচন্ড তাগিদ ছিল, আল্লাহর রহমতে তিনি গ্রামের বাড়ী এলেন। উনার রাত দিন নিরলস পরিশ্রম এবং অসীম সাহসিকতা, দৃঢ় মনোবল এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও এলাকাবাসীর সহযোগীতায় মালিগাঁও আদর্শ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি হলেন স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা। তোমরা হয়তো জান না, এই প্রতিষ্ঠাতার পিছনে যে প্রেরণা দায়ী মহিয়সী নারীটি ছিলেন তিনি হাসনা হেনা লতিফ, তাঁরই সহধর্মিনী। বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় বলতে হয়, "এ বিশ্বে যা কিছু চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছেন নারী, অর্ধেক তার নর"। যত দিন প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকবে ততদিন তাঁদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে।

এতগুলি কথা বললাম এইজন্য যে, আমরা সে পরিবেশে মালিগাঁও স্কুলে পড়ে এসেছি তার চেয়ে তোমরা শতগুণে ভাগ্যবান। সুরম্য অট্টালিকা, বিশাল মাঠ, শত শত ছাত্র ছাত্রী, চারিদিকে কোলাহল এমন দৃশ্য আমরা কল্পনাও করিনি। ইচ্ছে হয় আবার ফিরে যাই সেই শৈশব ও কৈশোরে। কিন্তু হায় সে যে আর হবার নয়।

(লেখাটি মালিগাঁও আদর্শ হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে)

মাদার তেরেসা

ইন্সিতা সুলতানা
৮ম শ্রেণি
বরকোটা স্কুল এন্ড কলেজ

'ফুলের মতো ফুটফুটে' মা-বাবা আদর করে নাম রাখলেন গন্দ্জ - যার অর্থ ফুটন্ত ফুল। জন্মের পর নাম রাখা হয়েছিল অ্যাগনেস। আসল নাম অ্যাগনেস গোনশা বোজাক্সিউ। ভারতীয় কূটনৈতিক পাসপোর্টে মেরি তেরেসা বোজাজিউ। বাবা-মার গন্ধজা তাঁর কর্মের মাধ্যমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছেন বিশ্বনন্দিত মাদার তেরেসায়। ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়েছেন ধীরে ধীরে। কারুণার প্রতিমূর্তি। স্নেহ ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক, দরিদ্র বিশ্বের জননী মাদার তেরেসা। ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর মাত্র পাঁচ টাকা এবং ১০ জন সহযোগীনি নিয়ে মাদার তেরেসা প্রতিষ্ঠা করেন মিশনারীজ অব চ্যারিটি। বিশ্বের প্রায় ১৭৯টি দেশে চার হাজার সিস্টার এবং চার লক্ষ নর নারী এ সংগঠনের সাথে জড়িত এবং সারা বিশ্বে ৫৫৫টি সেবা কেন্দ্রে ১২৬ জাতির মানুষ অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দুঃখী মানুষের জন্য। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তার একটি ভিজিটিং কার্ড দিতেন । হলুদ রং-এর সেই কার্ডটিতে পাঁচটি লাইন ছাপা ছিলঃ

নীরবতার ফল প্রার্থনা
প্রার্থনার ফল বিশ্বাস
বিশ্বাসের ফল ভালোবাসা
ভালোবাসার ফল সেবা
সেবার ফল শান্তি

- মাদার তেরেসা

সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা থেকে আমরা তাঁর জীবনের এবং মনের কিছু কথা উপলব্ধি করতে পারবো। ১৯৮৮ সালের ১৮ই অক্টোবর কুষ্ঠরোগে বিষয়ক এক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে মাদার তেরেসার একটি বক্তৃতা ঃ

আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি।

প্রভু, আমাদের যোগ্য করো, যেন আমরা সারা পৃথিবীতে যে সব মানুষ দারিদ্রের মধ্যে, ক্ষুধার মধ্যে জীবন যাপন করেন, মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁদের সেবা করতে পারি। আমাদের হাত দিয়ে তাঁদের প্রতিদিনের খাদ্য দান করো, আমাদের বিবেচনা এবং ভালোবাসার সাহায্যে তাদের দান করো শান্তি এবং আনন্দ।

প্রভু, তোমার শান্তি আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হোক, যেন, যেখানে ঘৃণা সেখানে আমি প্রেম আনতে পারি, যেখানে অন্যায় সেখানে ক্ষমা আনতে পারি, যেখানে বিরোধ সেখানে মৈত্রী আনতে পারি, যেখানে ভ্রান্তি, সেখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যেখানে সংশয় সেখানে বিশ্বাস আনতে পারি, যেখানে হতাশা, সেখানে আশা আনতে পারি, যেখানে ছায়াচ্ছন্নতা, সেখানে আলো আনতে পারি, যেখানে বিষাদ সেখানে আনন্দ আনতে পারি।

প্রভু, আমি যেন সান্ত্বনা না চাই, সান্ত্বনা দিতে চাই; সহানুভূতি না চাই, সহানুভূতি দিতে চাই; ভালোবাসা না চাই, ভালোবাসতে চাই; কারণ, পেতে গেলে নিজেকে ভুলতে হয়, ক্ষমা পেতে গেলে ক্ষমা করতে হয়, অনন্ত জীব পেয়ে জেগে উঠতে গেলে, মরতে হয়, আমিন। মাদার তেরেসা হলেন এই শতকের শ্রেষ্ঠ সেবক। এরকম সেবকের জন্মের জন্য পৃথিবীতে শত শত বছর অপেক্ষায় থাকতে হয়। পৃথিবী অপেক্ষায় রইলো - এমন একজন সাধ্বী শুভ্র শান্তির প্রতীক ধ্যানী মানুষের জন্য।

প্রশাসন, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

(Administration, Educational Administration and Management)

মু. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, এম.এ. বি.এড
প্রধান শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যমন্ডিত একটি শব্দ। এটি ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত। Administration শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নিয়ন্ত্রন, পরিচালন অথবা শাসন। মূলতঃ প্রশাসন সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে শাসন করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থগত দিক দিয়ে বলা যায়, সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে কোন কাঙ্খিত কর্মকান্ডের উত্তম ব্যবস্থাপনাই হলো প্রশাসন।

শিক্ষা প্রশাসনের ধারণা সাম্প্রতিক কালের। শিক্ষা প্রশাসনের মূল ভিত্তি মার্কিন মুল্লুকে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই শিক্ষার মুল ভিত্তি রচনা করে এবং নমুনা প্রতিস্থাপন করে। শিক্ষা প্রশাসন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কারণ শিক্ষা প্রশাসনের মুল উপাদান হলো শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্রম। সমাজের উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষা প্রশাসনের উপাদানগুলোরও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। কাজেই শিক্ষা প্রশাসনের ধারণা দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সুনাগরিক তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে যে সমস্ত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোর কার্যকরী করার সফল সংগঠনই হল শিক্ষা প্রশাসন অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমবেত প্রচেষ্টা পরিচালনা, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও নেতৃত্ব দানের কাঠামোই হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। সমাজ উন্নয়নের নিমিত্ত শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধা অনুসারে তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, শিক্ষণ ও শেখানোর ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যধারা পদ্ধতি, নীতিমালা ও সুশৃঙ্খল শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীবিধি ইত্যাদিসহ শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়বস্তু শিক্ষা প্রশাসনের আওতাভূক্ত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে Management শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্য মন্ডিত। Management গ্রীক শব্দ Managgiare হতে উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ হল অশ্বকে পরিচালনা। কালের বিবর্তনে যার প্রয়োগগতরূপ হয়েছে মানব জাতিকে পরিচালনা To handle. অর্থগত দিক দিয়ে ব্যবস্থাপনা বলতে এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় গুণাবলীকে কাজে লাগিয়ে অমানবীয় উপাদানগুলোকে যথাযথ পরিচালিত করে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা হল পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণসমূহ যথাযথ ব্যবহারের একটি প্রক্রিয়া যা পরিকল্পনা, সংগঠন,কর্মী সংস্থান, নির্দেশনা ও প্রেষণা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলের আওতাধীনে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়।

পরিশেষে বলা যায় প্রশাসন, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা যথাক্রমে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়ন ও মানবীয় গুণাবলীর কাজে লাগিয়ে অমানবিক উপাদানগুলো পরিচালিত করে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।

সূত্র ঃ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ

হজরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পরিচয়

মাওঃ মোছলেহ উদ্দীন ভূঁঞা
হেড মাওলানা (ধর্মীয় শিক্ষক)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে সৃজন করিয়াছেন দুনিয়ার সমস্ত এলাকার মাটি দ্বারা। তাই তাহার মাথা সৃষ্টি করিয়াছেন কা'বা শরীফের মাটি দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বক্ষদেশ সৃষ্টি করিয়াছেন ওহানার মাটি দিয়ে। পিঠ ও পেট সৃষ্টি করিয়াছেন ভারত বর্ষের মাটি দিয়ে। তাঁহার হস্তদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন প্রাচ্যের মাটি দিয়ে এবং তাঁহার পদদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন প্রতীচ্যের মাটি দিয়ে।

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ) কে সাত তবক জমীনের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মস্তক সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথম তবকের মাটি দ্বারা। তাঁহার গর্দান সৃষ্টি করিয়াছেন দ্বিতীয় তবক এর মাটি দ্বারা। তাঁহার বক্ষদেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তৃতীয় তবক এর মাটি দ্বারা। তাঁহার হস্তদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন চতুর্থ তবক এর মাটি দ্বারা। তাঁহার পেট ও পিঠ সৃষ্টি করিয়াছেন পঞ্চম তবক এর মাটি দ্বারা। তাঁহার পদদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তম তবক এর মাটি দ্বারা।

অন্য এক হাদিসে হযরত ইবনে ওমর বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ) এর মস্তক সৃষ্টি করিয়াছেন বাইতুর মুয়াদ্দাস এর মাটি দ্বারা। তাঁহার চেহারা সৃষ্টি করিয়াছেন জান্নাতের মাটি দ্বারা। তাঁহার দন্তসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ভারত বর্ষের মাটি দ্বারা। তাঁহার গিরা সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন বাবেল শহরের মাটি দ্বারা। আর তাঁহার পিঠ সৃষ্টি করিয়াছেন ইরাকের মাটি দ্বারা। তাঁহার ক্বলব (দিল) সৃষ্টি করিয়াছেন জান্নাতুল ফিরদাউসের মাটি দ্বারা। আর তায়েফের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার জিহ্বা। আর হাউজে কাওছারের মাটি দ্বারা তাঁহার চক্ষুদ্বয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতএব তাঁহার মস্তক বাইতুল মুকাদ্দাসের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করায় উহা জ্ঞান-বৃদ্ধি, মান-সম্মান ও কথা-বার্তা বলিবার উৎস পরিণত হইয়াছে। আর তাঁহার চেহারা জান্নাতের মাটি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় উহা রূপ সৌন্দর্যের উৎসে পরিনত হইয়াছে। তাঁহার চক্ষুদ্বয় হাউজে কাওছারের মাটি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় উহা মনোহরিণি হইয়াছে। তাঁহার পিঠ ইরাকের মাটি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় উহা শক্তির আধাঁরে পরিণত হইয়াছে। আর বাবেল শহরের মাটি দ্বারা তাঁহার গিরা সমূহ সৃষ্টি হওয়ায় উহা কামনার ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহার হাঁড় সমূহ পাহাড়ের মাটি দ্বারা সৃষ্টির কারণে উহা শক্ত ও মজবুতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার অন্তর (দিল) জান্নাতুল ফিরদাউসের মাটি দ্বারা সৃষ্টি হইবার কারণে উহা ঈমানের গোলায় পরিণত হইয়াছে। আর তায়েফের মাটি দ্বারা জিহ্বা সৃষ্টি হওয়ায় উহা শাহাদাতের স্থানে পরিণত হইয়াছে।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) এর দেহের ভিতরে নয়টি ছিদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার সাতটি মস্তকের ভিতরে যথা চক্ষুদ্বয় দুইটি, কর্ণদ্বয় দুইটি, নাকের ছিদ্র দুইটি ও মুখের একটি। বাকী দুইটি ছিদ্র দেহের নিম্নাংশে উহা হইতেছে, পেশাব ও পায়খানার রাস্তার ছিদ্র - মোট নয়টি ছিদ্র।

আতা (রহঃ) বলিয়াছেন, মানব দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় শক্তি রহিয়াছে, মতভেদে ছয়টি কথা বলা হইয়াছে। যথা (১) দৃষ্টি শক্তি, চক্ষুতে (২) শ্রবণে শক্তি, কর্ণে (৩) আস্বাদন শক্তি জিহ্বায় (৪) ঘ্রান শক্তি, নাকে (৫) স্পর্শ শক্তি, হস্তদয়ে (৬) এবং চলাফেরা শক্তি, পদদ্বয়ে। তিনি আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক যখন রুহকে হযরত আদম (আঃ) এর শরীরের প্রবেশ করিতে হুকুম দিলেন, রুহ তখন আদমের মস্তকের মগজের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিল এবং রুহ দুইশত বৎসর কাল মস্তকের চারিদেকে ঘুরিতে ছিল। তৎপর রুহ হযরত আদম (আঃ) এর মস্তক হইতে চক্ষুদয়ের মধ্যে নামিয়া আসিলে তিনি তাহার দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শন করিলেন যে তাহার সর্ব শরীর মাটির দ্বারা তৈরি হইয়াছে। অতঃপর রুহ যখন তাঁহার কর্ণদ্বয়ে পৌঁছিল, তখন তিনি ফেরেশতামন্ডলীর জিকির এর আওয়াজ শ্রবন করিলেন।

অতঃপর রুহ যখন তাহার নাকের ছিদ্রদ্বয়ের ভিতরে পৌঁছিল, তখন হাঁচি দিলেন, তৎপর আল্লাহপাক তাহাকে আলহামদুলিল্লাহি পড়িতে বলিলে তিনি উহা পড়িলে, আল্লাহপাক বলেন ইয়ারহামুকাল্লাহ (হি আদম ! তোমার উপর আল্লাহ রহমত করুন)।

জেনে রাখা ভালো

মোসাঃ মাহমুদা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

☞ মুসলিম শাসক সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রী মমতাজের স্মৃতি স্বরূপ আগ্রার তাজমহল নির্মাণ করেন। মার্বেল পাথরে নির্মিত এই সমাধি। যার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে ২২ হাজার শ্রমিকের ২০ বছর সময় লেগেছিল।

☞ পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ৮,৮৫০ মিটার উঁচু এভারেষ্ট এশিয়া মহাদেশের নেপালে অবস্থিত। ব্রিটিশ ভারতের জরিপ বিভাগের প্রধান স্যার জর্জ এভারেষ্টের নামানুসারে পর্বতটির নামকরণ করা হয়েছে। তবে এর উচ্চতা মেপে ছিলেন রাধানাত শিকদার নামের এক বাঙ্গালী। নেপালের তেনজিং নরগে (শেরপা) ও নিউজিলেন্ডের স্যার এডমন্ড হিলারী সর্বপ্রথম এভারেষ্ট পর্বত চূড়ায় আরোহন করেছিলেন। বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহীম সর্বপ্রথম বাঙ্গালী হিসাবে এভারেষ্ট জয় করেন। বাংলাদেশের প্রথম নারী পর্বতারোহী হিসাবে ২০১২ সালের ১৯শে মে এভারেষ্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার। দুবার এর চূড়ায় উঠেন এম.এ. মুহিত। অন্য আরেক নারী ওয়াফসিয়া নাজরীন ও প্রায় একই সময়ে জয় করেন এভারেষ্ট।

☞ ১৯১২ সালে ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে ধাক্কা লেগে এস. এস. টাইটানিক নামক জাহাজ ডুবে যায়। জাহাজটির যাত্রীদের জীবিতদের লাইফ বোটের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছিল। এ জাহাজটির নকশা এমনভাবে করা হয়েছিল যে, এটা কখনো ডুববেনা কিন্তু এর প্রথম যাত্রাপথেই ১৫১৩ জন যাত্রী নিয়ে ডুবে যায়। আটলান্টিক একটি বিক্ষুব্ধ মহাসাগর। যেখানে বর্তমানেও জাহাজ ডুবি ঘটে চলেছে। ভাসমান বরফখন্ড এখনো হুমকি স্বরূপ। কিন্তু আন্তর্জতিক বরফ পরিদর্শকদের অধিকৃত বায়ুযানগুলো বর্তমানে জাহাজগুলোকে উক্ত স্থান সম্পর্কে সতর্ক সংকেত জানাতে পারে।

☞ পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত। এর আয়তন ১৫৫ কিলোমিটার। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে পর্যটকরা এখানে এসে ভিড় জমায়।

☞ বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। সুন্দরবনে রয়েছে রেয়েল বেঙ্গল টাইগার।

স্কাউট আদর্শ

মীর মিজানুর রহমান
শারীরিক শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ৬-২৫ বছরের ছেলে মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল, সৎচরিত্রবান, দেশ প্রেমিক, সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বৃটিশ সেনা বাহিনীর তৎকালীন লেফট্যানেন্ট জেনারেল রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। সংক্ষেপে তাকে (বি.পি.) বলা হয়। ১৮৫৭ সালে ২২ ফেব্রুয়ারীতে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ছেলেদের জন্য ১৯০৭ সালে স্কাউটিং এবং মেয়েদের জন্য ১৯১০ সালে গার্ল গাইডের ধারণা প্রবর্তন করেন। ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় সুইজার ল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অবস্থিত।

বাংলাদেশ স্কাউটিং ঃ ১৯৭২ সালের ৯ই এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দেশের সমগ্র স্কাউটিং নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" গঠন করেন। ১৯৭৪ সালে ১লা জুন, বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটকে ১০৫তম জাতীয় সদস্য সংখ্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "বাংলাদেশ স্কাউট"। দুঃস্থ মানবতার সেবা, নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সুসম্বনিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ধর্মীয় সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসাবে স্কাউটিং ও গার্লগাইড আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশও এই কার্যক্রমে গর্বিত অংশীদার হিসাবে ইতোমধ্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কাউটিং সকলের জন্য উন্মুক্ত।

উদ্দেশ্য ঃ শিশু, কিশোর ও যুবকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে তাদের সৎচরিত্রবান, আত্মনির্ভরশীল, ধর্মভীরু, কর্মঠ সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে স্কাউটিং বিশ্বজোড়া আন্দোলন। স্কাউট বয়সীদের শারীরিকভাবে সুস্থ্য, নৈতিক দিক থেকে দৃঢ়, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। মানসিকভাবে সহনশীলও নমনীয়, সামাজিকদিক থেকে সকল পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে নিয়ে বয়সের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন হয়।

মূলনীতি ঃ স্কাউট আন্দোলন নিম্নের ৩টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। স্রষ্ঠার প্রতি কর্তব্য পালন
২। অপরের প্রতি কর্তব্য পালন
৩। নিজের প্রতি কর্তব্য পালন

পদ্ধতি ঃ

১। ব্যক্তি জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন ব্যক্তি
২। উপদেশ পদ্ধতি।
৩। ব্যাজ পদ্ধতি
৪। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ঃ আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

* আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
* স্কাউট আইন মেনে চলতে
* সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
* আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন ঃ স্কাউট আইন ৭টি

১. স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী

২. স্কাউট সকলের বন্ধু

৩. স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত

৪. স্কাউট জীবের প্রতি সদয়

৫. স্কাউট সদা প্রফুল্ল

৬. স্কাউট মিতব্যয়ী

৭. স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

মটো ঃ স্কাউটদের মূলমন্ত্র হল "সদা প্রস্তুত"। স্কাউট এর প্রতিজ্ঞা ও আইন বাস্তবজীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে বড় হয়ে পরিবারের ও সমাজের কাছে গ্রহনযোগ্য দেশ ও জাতির একজন সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে সেবার জন্য।

ধর্মের সাথে স্কাউটিং এর সম্পর্ক ঃ ধর্মের প্রতি অনুগত্য স্কাউটিং মূলনীতির প্রথম ও প্রধান অংশ তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ধর্মের বিশ্বাসী মানুষ স্কাউটিং এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।

জেন্ডার বৈষম্য একটি সামাজিক ব্যাধি

আয়েশা আক্তার
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

জেন্ডার শব্দটির আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ (Sex)। ব্যাকরণেরও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ (Sex) চিহ্নিত করার জন্য। সেক্স (Sex) হচ্ছে জৈবিক বা প্রকৃতিগতভাবে নারীপুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যাকে আমরা প্রাকৃতিগত বা জৈবিক লিঙ্গ বলতে পারি। জেন্ডার জৈবিক বা প্রাকৃতিগত নয়, এটি সামাজিক লিঙ্গ। জেন্ডার হচেছ সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী পুরুষের সম্পর্ক ও আচার-আচরণ এবং সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় ও পারস্পরিকভাবে সম্পর্কশীল।

জেন্ডার বৈষম্য হয় মূলত ৩টি ক্ষেত্রে ১. কাজের ক্ষেত্রে ২. সম্পর্ক ও সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে ৩. শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে।

১. কাজের ক্ষেত্রে

* আমাদের সমাজে নারী যে প্রজনন ভূমিকা সংক্রান্ত কাজ করে তাতে অর্থ উপার্জিত হয় না অর্থাৎ এর কোন বিনিময় মূল্য নেই বলে এ কাজের কোন মূল্যায়ন নেই।
* গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি মেয়েরা যে উৎপাদনমূলক কাজ করে সেখানেও পুরুষের সমান মুজুরি তারা পায় না।
* কর্মক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন মেয়েরা শিক্ষক বা রিসিপশনিষ্ট হিসেবেই ভাল কাজ করতে পারে, এমন ধারনা পোষণ করা।

সম্পদ ও সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য

* কর্মক্ষেত্রে বা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের বিশেষ কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন। যেমন টয়লেট সুবিধা, মেয়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মক্ষেত্রে বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি যা প্রায়শই থাকে না।
* পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এ অসমতা আরও প্রকট। পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কখনও মূল দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় মেয়েদের কাঁধে।

শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য -

* কোন মেয়ে আর সন্তান নিতে চায় না কিন্তু পরিবারের বা স্বামীর চাপে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তাণ ধারন করতে হয়।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করার সময়ও তাকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ঃ যাতায়াত, বাল্য বিবাহ, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি।
* বিয়ের পর স্বামীর সংসারে যৌতুকের চাপ, সন্তান না হওয়া বা পর পর মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য অপবাদ ইত্যাদি।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের করণীয়

* জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের প্রচলিত ধারণা দূর করা।
* সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা ও সাড়াশীলতা আনা
* বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করা
* নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের নিয়ে আসা।
* পুনরুৎপাদন ও সামাজিক কাজের যথাযথ মূল্যায়ন
* নারীবান্ধব প্রযুক্তি ও সুবিধা নিশ্চিত করা।
* নারীদের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা হলো - শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; ঋণ সুবিধা, প্রযুক্তির ব্যবস্থা; প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ; সম্পত্তির উত্তরাধিকার; অবসর ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

সকল কাজে গণিত

মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বিএসসি, বি-এড (প্রথম শ্রেণি)
সিনিয়র শিক্ষক (গণিত ও বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

সূচনা ঃ গণিত শাস্ত্রের সূচনা স্থান ও কাল নিয়ে জনকদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। অনেকেই বলে গণিতের আদি ভূমি চীনের কথা উল্লেখ করেছেন।

গণিতের সংজ্ঞা ঃ গ্রিক শব্দ 'Mathein' বা 'Mathemata' থেকে 'Mathematics' শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা প্রতিশব্দ 'গণিত' গ্রিক 'Mathein' শব্দের অর্থ হল 'শিক্ষা করা' এবং 'Mathemata' শব্দের অর্থ হল যে সব জিনিস শিক্ষা করা যায়।

বিভিন্ন গণিতবিদের বিভিন্ন মতামত ঃ

বেঞ্জামিনের মতে, যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে তাই হল গণিত।

রাসেলের মতে, P সত্য বলেই Q সত্য এরূপ যাবতীয় প্রতিজ্ঞা নিয়েই গণিত।

ইয়াং বলেন, যাবতীয় বিমূর্ত গাণিতিক পদ্ধতি ও তাদের প্রস্তাব প্রয়োগকেই বলে গণিত।

তাই বলা যায় সংখ্যা প্রতীক বিভিন্ন মাত্রিক আকার, বিমূর্ত ধারণার অবকাঠামো ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, গতি এবং এ কালের বিজ্ঞানই হল গণিত।

বীজ গণিত 'Algebra'

যদি নিদিষ্ট সংখ্যা না নিয়ে, সংখ্যা সর্ম্পকিত এমন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, যা সমগ্র সংখ্যা দলের জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে বীজগণিত বলে।

জ্যামিতি 'Geometry'

গণিতের পরিসর ঃ গণিত এখন বিশ্বব্যাপী। কয়েকজন পন্ডিতের উক্তি উল্লেখ করা হল।

- ময়ূরের মাথায় যেমন শিখা, সাপের মাথায় যেমন মনি ঠিক সে রকম শাস্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল গণিত - দেবাঙ্গ
- প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থটি গণিতের ভাষার লেখা' গ্যালিলিও
- বিশ্ব-প্রাকৃতির যাবতীয় সত্য গণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে ধরা পড়ে - রিচার্ড

গণিতের ব্যবহার ঃ বর্তমানে সকলে গণিতের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা যে বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে, সেই বিজ্ঞানের মূলে রয়েছে গণিত।

সমাজে গণিত ঃ বর্তমান সাজ সরঞ্জাম আসবাবপত্র, বাড়ি তৈরির নক্সা প্রভৃতির ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার অপরিহার্য।

দৈনন্দিন জীবনে গণিতের ব্যবহার ঃ প্রাত্যহিক জীবনে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই শয্যা ত্যাগ থেকে আরম্ভ করে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত জ্ঞান বা অজ্ঞাত সারে গণিত ব্যবহার করে থাকে যেমন - জিনিসপত্র বেচাকেনাসহ ভাত রান্না, মেপে চাউল দেওয়া, জাহাজ নির্মানের ক্ষেত্রে, চলাফেরা, কোথাও যাওয়া আসা গতি রোধে গণিত অপরিহার্য।

বিজ্ঞানের উপর গণিতের ব্যবহার ঃ বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিক সত্যকে ত্রুটিমুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার অপরিহার্য।

ব্যবসায়ে গণিত ঃ ব্যবসা ও বানিজ্যের উপর দেশ ও জাতির উন্নতি নির্ভর করে। শিল্প ও বানিজ্য যে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল তার মূলে রয়েছে গণিত।

দেশ ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে গণিত ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিরোধী দলকে বাধা দেওয়ার জন্য গাণিতিক বিশ্লেষনের ব্যাখ্যা দেন William Lanchaster এছাড়া পারমানবিক বোমা প্রস্তুতে গণিতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

খেলা ধুলার গণিত ঃ খেলাধুলার জন্য মাঠ প্রস্তুতে, খেলার সরঞ্জাম তৈরিতে গণিতের ব্যবহার অপরিহার্য।

যাঁদের অবদানে গণিত

বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোহান কার্ল ফ্রেডরিচ গউচ গণিতের প্রায় সকল শাখায়ই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন এবং সবচেয়ে বেশি মৌলিক আবিস্কার সম্পাদন করেছেন। তাই তিনি বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁকে গণিতের যুবরাজ বলা হয়। গণিত শাস্ত্রের তাঁর বিশাল অবদানের জন্য তাকে গণিত সম্রাটও বলা হয়। স্যার আইজাক নিউটন পৃথিবীর সর্বকালের তিন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের দ্বিতীয়। তিনি ছিলেন মূলত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ। গতিসূত্র ও ক্যালকুলাসের জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন। বিখ্যাত গ্রিক গনিতবিদ আর্কিমিডিস পৃথিবীর সর্বকালের তিন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের মধ্যে তৃতীয়। পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতিতে তার অবদান সবচেয়ে বেশি। এর পর বৈজ্ঞানিক আবিস্কার মন্থরগতিতে চলে। এছাড়াও গণিতের শাখায় পীথাগোরাসের অবদান রয়েছে। তিনি বিজ্ঞান, ধর্ম, গণিত ও সংগীত ভেষজ বিজ্ঞান ও বিশ্ব তত্ত্ব, মন ও আত্মা সব কিছুই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমকোনী ত্রিভূজের ক্ষেত্রে অতিভূজ ও অপর দুই বাহুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ভূমি জরিপসহ, গণিতের শাখার রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা আল কোয়ারিজমি বীজগণিত ও ত্রিকোনমিতির ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। তার উত্তরসুরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল বেরুনী এবং বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম। ভারতীয় উপমহাদেশের গণিতবিদদের মধ্যে আর্যভট্ট ও মহাবীরের নাম উল্লেখযোগ্য।

এইডস ঃ একটি ঘাতক ব্যাধি

মোসাঃ হাসনেয়ারা বেগম
সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

যুগযুগ ধরে মানুষ নানা প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে আসছে। আর এই সকল প্রতিকূলতার মাঝেও জীবন অনেকখানি সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সাফল্যের মাঝে থমকে দিয়েছে একটি মারাত্মক ব্যাধি। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই মরণব্যাধির নাম এইডস। এটি একটি সংক্রামক রোগ। AIDS একটি ইংরেজি শব্দ। AIDS এর পূর্ণাঙ্গ নাম Acquired Immune Deficiency Syndrome.

প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের দেহে রোগ জীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে। একে বলে ইমিউনিটি। আমাদের রক্তের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে যার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে সব রকম জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে রক্তের লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। এইডস এ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং আক্রান্ত রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। এ জন্য রোগটির নাম দেওয়া হয়েছে Acquired Immune Deficiency Syndrome যা প্রত্যেকটি শব্দের আদ্যক্ষর দিয়ে রোগটির নামকরণ করা হয়েছে।

AIDS রোগের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এটি এক ধরনের ভাইরাস। যার নাম Human Immuno Deficiency Virus যাকে সংক্ষেপে HIV বলা হয়। এই ভাইরাস শ্বেতরক্তকণিকার ক্ষতিসাধন করে ও এ কণিকার অ্যান্টিবডি তৈরিতে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে শ্বেতরক্তকনিকার সংখ্যা ও অ্যান্টিবডির পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে থাকে। HIV ভাইরাসের আক্রমণে রোগীর দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে শরীরে নানা রকমের রোগের সংক্রামণ ঘটে। এগুলোর মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগ এবং টিউমার উল্লেখযোগ্য।

এই ভাইরাস মানবদেহে সুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন থাকতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে নানা উপসর্গে বিকাশ লাভ করে। এই ভাইরাসের আক্রমণের ফলে দেহের সেই স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা হারিয়ে যায় তা পুনরুদ্ধার করার মতো কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। ফলে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। UNAIDS এর এক পরিসংখ্যাণ থেকে জানা যায় যে সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখের ও বেশি লোক AIDS এর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ হলো নারী।

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকায় AIDS চিহ্নিত হয়। তখন এর ভয়াবহতা প্রকাশ না পেলেও দিনে দিনে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৬৪ টি দেশে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। এ রোগের বিস্তার লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে যৌনমিলন। একজন সুস্থ্য ব্যক্তি এই ঘাতক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন নিম্নলিখিত কারণে -

* এইডস আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে;
* সমকামী এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংযোগের মাধ্যমে;
* এইডস আক্রান্ত পিতা-মাতার সন্তান হলে;
* এইডস আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ শিশু পান করলে;
* HIV জীবাণুযুক্ত ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, সুঁচ, দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং অপরেশনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে;

* ড্রাগ বা মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে;
* দূর্ঘটনাজনিত কারণে রক্তক্ষরণ, প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ, বড় অস্ত্রোপচার, রক্তশূণ্যতা, থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি কারণে HIV আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চালন করলে;
* এইডস - এ আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ সুস্থ্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে ।

এইডস ছড়ায় না ঃ

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাধারণ স্পর্শের দ্বারা একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়ায় না। যেমন - এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির জামা-কাপড় পড়লে, একসাথে একই বিছানায় ঘুমালে, হাত রাখলে ইত্যাদি কারণে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয় না। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য, চোখের পানি, মুখের লালার মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার আশংকা বেশি থাকে ।

এই রোগের জীবাণু সুস্থ্য দেহে প্রবেশ করার প্রায় ৬ মাস পরে এই লক্ষণ প্রকাশ পায় । এর আগে উক্ত ব্যক্তি যে এইডস রোগের বাহক তা বোঝা যায় না । যে সকল লক্ষণ / উপসর্গ দেখা দিলে একজন ব্যক্তি এইডস রোগে আক্রান্ত বলে বোঝা যায় সেই লক্ষণগুলো হলো -

- অতি দ্রুত রোগীর ওজন কমে যাওয়া;
- একমাস বা তারও বেশি সময়ব্যাপী একটানা জ্বর থাকা বা জ্বর জ্বর ভাব থাকা;
- একমাস বা তারও বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হওয়া;
- ঘাড় ও বগলে ব্যথা অনুভব করা;
- মুখমন্ডল খসখসে হয়ে যাওয়া;
- বিভিন্ন গ্রন্থি; যেমন মুখমন্ডল, চোখের পাতা, নাক ইত্যাদি হঠাৎ ফুলে যাওয়া এবং সহজে ফোলা না কমা;
- চর্মরোগ দেখা দেওয়া;
- রাতে ঘেমে যাওয়াসহ নানারকম উপসর্গ দেখা দেয় ।

যেহেতু এইচআইভি ভাইরাস আক্রমনের ফলে দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে যায় এবং এর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার মতো কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি । তাই প্রতিরোধই এর একমাত্র চিকিৎসা । নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চললে এইডস রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব । প্রতিরোধের উপায়গুলো -

- HIV সংক্রমন কীভাবে ঘটে যে সম্বন্ধে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া;
- অন্যকে সংক্রমিত না করার ব্যবস্থা করা এবং নিজেকে এর সংক্রমন থেকে সুরক্ষিত রাখা;
- সমাজ জীবনে নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করা;
- অন্যের রক্ত গ্রহণের সময় অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করা এবং একজনের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ অন্যের শরীরে ব্যবহার না করা;
- সরকার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- এইডসে আক্রান্ত স্তন্যপায়ী মায়ের দুধপান না করা;
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা;
- রক্তদান বা গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক এবং ড্রাগ ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সংক্রমনের ঝুঁকি সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করা । এছাড়াও জনগণকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে একে প্রতিরোধ করতে হবে ।

এইডস আমাদের সমাজে এক ভয়াবহ রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে । গোটা বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশেও যে এর ভয়াবহ AIDS ঝুঁকির মধ্যে আমরা বসবাস করছি একথা বলাই বাহুল্য । এটি আমাদের উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং সমাজ জীবনকে করে তুলেছে আতংকিত । তাই জনগণকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে একে প্রতিহত করতে হবে ।

যৌবনকাল

মোঃ ইয়াহ্ ইয়া
সহকারী গ্রন্থগারিক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

কবি বলেন, হে যুবক ! এখন উপাসনার পথ ধর। কেননা -

বৃদ্ধকাল এসে গেলে যৌবন কাল আর ফিরে পাবে না।

তোমার এখন নিশ্চিন্ত হৃদয় এবং শরীরে শক্তি আছে।

যখন মাঠ খালি আছে, তখন বল ছুঁড়ে মার।

এখন সুযোগ আছে, কাজ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। আমি যৌবনে সময়ের কদর করতে পারিনি।

অতএব আমি হার মেনেছি। মহান আল্লাহ আমার থেকে মূল্যবান সময় ছিনিয়ে নিয়েছেন। যার প্রতিটি রজনী শবে ক্বদর রাতের মত ছিল। বৃদ্ধ গাধা বোঝা বহন করতে পারে না; তুমি এখন দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর বসে আছ। সামনের দিকে অগ্রসর হও। ভাঙ্গা পেয়ালা যদি শক্ত করেও জোড়া দেয়া হয়, তবুও তা নতুনের মত হয় না। তোমাকে কে বলেছিল সাগরে ঝাঁপ দিতে ? যখন সাগরে পড়েছ তখন চুপ করে বসে থেকো না। হাত-পা নাড়তে থাক, কিনারা পেয়ে যেতে পার। তুমি অবহেলা করে পবিত্র পানি ছুঁড়ে দিয়েছ, এখন মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করা ছাড়া উপায় নেই। যখন দ্রুত দৌঁড়াতে পারছনা, তখন হামাগুড়ি খেয়ে দৌঁড়াতে থাক। যখন দ্রুতগামী দৌড়ে গেছো, তখন তুমি হাত-পা খালি অবস্থায় উঠে বস।

বার্ষিকী প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোঃ আলমগীর হোসেন

উপাধ্যক্ষ, জিরাবো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার সেনাবিবাস, ঢাকা।
সাবেক সিনিয়র শিক্ষক, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। আর এ জন্য বিদ্যালয় কে সমাজের দর্পণ বলা হয়। সময়ের হাত ধরে চলেছি আমরা। অবশ্য বিশ্ব এগিয়ে গেছে অনেক আগেই। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে কারো পিছিয়ে থাকার উপায় নেই। কেউ আজ প্রথাগত সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জীবন শেষ করে দিতে চায় না। মানুষ আজ নতুন দিগন্তের দুয়ার উন্মোচন করে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে অসীমের পানে। পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ কাল পর্যন্ত কালের বিবর্তন ও অগ্রগতির পিছনে যা রয়েছে তা হলো শিক্ষা। শিক্ষা ব্যক্তিকে দেয় আলো আর সমাজকে করে সমৃদ্ধ। শিক্ষা জ্ঞানের আলোহীন পথহারা পথিককে দেয় পথের সন্ধান। জীবন ও জগতের সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি হলো শিক্ষা। মানুষ, জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। প্রতিটি জাতি পিছনে ফিরে তাকানোর সময় খুঁজে পাচ্ছে না। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। লক্ষ্য একটাই একুশ শতকের বিশ্বকে জয় করতে হবে।

মানুষ আজ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মৌনম্লান মুখে বসে নেই। আলোহীন, প্রাণহীন দুর্ভেদ্য অন্তরাল থেকে বের হয়ে আলোকিত জগতের উদার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। দৃঢ়চিত্ত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে সততা এবং দক্ষতা অর্জন করে প্রতিটি মানুষ যখন জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে তখন আমরা সক্ষম হবো উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে। শিক্ষার আলোকে কাজে লাগিয়ে আজ প্রতিটি জাতি উন্নতির শীর্ষচূড়া স্পর্শ করতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাই আমরাও সে উন্নতির শীর্ষচূড়া স্পর্শ করতে চাই। আর এ জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষা।

'শিক্ষা জাতির মেরুদ-' ইহা সর্বজন স্বীকৃত এবং সকল উন্নয়ন কর্মকা-ের মূল ভিত্তি। বর্তমান বিশ্বে যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পরিমাপ সে দেশের শিক্ষার হার দ্বারা নির্ণীত হয়। শিক্ষা মানুষের জন্মগত ও সাংবিধানিক অধিকার। শিক্ষা মানুষের মনকে সম্প্রসারিত করে, সমাজ জীবনের সকল গ্লানি ও সংকীর্ণতা দূর করে। শিক্ষা জীবনে আনে প্রশান্তি, আত্মনির্ভরশীলতা ও সমৃদ্ধি। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষিত জনসমাজ দেশ ও জাতির আলোকবর্তিকাস্বরূপ। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল দৃঢ় চিত্তের অধিকারী করে তুলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষাই এখন সময়ের দাবী। সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে এদেশের মানুষকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার, আমরাও এ পদক্ষেপের সাথে অংশীদার হতে চাই।

সুন্দর পরিবেশ একজন শিক্ষার্থী তার সার্বিক অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ দান করে। শিক্ষার ক্রমগত ধারায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষার প্রতি, কাজের প্রতি, সমাজের প্রতি, অন্যের ও জীবনের প্রতি সুশৃঙ্খল ও সুন্দর মনোভাব গড়ে তুলে তাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সাজাতে এবং উপলব্ধি করার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, সৃজনশীল মনোভাব, সৌন্দর্যবোধ ও সংবেদনশীলতার প্রয়োজন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা প্রোথিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়।

শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি একটি দেশ ও জাতির সভ্যতার ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। যে দেশের সংস্কৃতি যত উন্নত সে দেশ ও জাতি তত সমৃদ্ধ। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে একটি দেশ ও জাতির উন্নত মননশীলতার দর্পণস্বরূপ তুলনা করা হয়ে থাকে। আমাদের উদীয়মান ও কোমলমতি তরুণ সমাজ নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির পিছনে ছুটে চলছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সংস্কৃতি কালের বিবর্তনে হারাতে বসেছে। যে কোনো মূল্যে এই সর্বনাশকে ঠেকাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির মহাকাব্য, ঘটনা প্রবাহ এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির অজানা রহস্য আর না বলা মনের ভাব প্রকাশিত হয় প্রতীষ্ঠা বার্ষিকীতে। শিশু তার মনের না বলা বিচিত্র মনের ভাবনা ও চিন্তার প্রকাশ ঘটায় লেখা ও অংকনের মাধ্যমে। এই শিল্প-সাহিত্য সমৃদ্ধ বার্ষিকী জ্ঞানান্বেষী মানুষের নীরব আলাপনের পবিত্র বিদ্যাপীঠ। অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যতের মহামিলনের নির্মিত সেতু। শিল্পচর্চা-সাহিত্য জগতে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে, মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। বার্ষিকীর শব্দহীন শব্দগুলো পাঠকের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে অন্তরত্মাকে বিকশিত করে, মনের সংকীর্ণতা দূর করে বয়ে নিয়ে আসে স্বর্গীয় সুখের পরশ। যে শিশু আজ অ, আ, ক, খ নিয়ে ছবি আঁকে, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া আর কবিতা লিখে, সে শিশু হয়তো একদিন হবে সভ্যতার প্রাণ পুরুষ, সমৃদ্ধ আর অগ্রগতির পথ নির্দেশক আলোকবর্তিকা। আগ্রহশীল কল্পনাপ্রবণ এ-সব শিশুদের নিয়ে আমরা উপনীত হবো আগামী দিনের সোনালি চত্বরে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠান হতে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। স্কুলের এক ঝাঁক তরুণ মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উন্নতমানের লেখা জমাদান, তাদের কল্পনা শক্তির প্রসারের ফলে সাহিত্য চর্চার প্রতি সৃষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আগ্রহশীল ও কল্পনাপ্রবণ শিশুরাই একদিন এদেশের ভবিষ্যত কর্ণধার তথা দায়িত্ববান ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে। আমাদের অগ্রযাত্রা যেন পশ্চাতমুখী হয়ে কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে না যায় সে জন্য ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকাগণ সুশীল সমাজের শুভানুধ্যায়ী, সমাজ সংস্কারক ও বিদগ্ধগুণীজনদের এগিয়ে আসতে হবে।

উন্নত জীবনের প্রকাশ ও বিকাশে সাহিত্যের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। আবহমান কালধরে চলে আসা মানব চৈতন্যের পরিম-ল উত্তরণ ও হৃদয়ের জাগরণ ঘটাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চেয়ে বড় সম্পদ মানুষের হাতে আর কিছু নেই। চিন্তানুশীলন, হৃদয়বৃত্তির মহোত্তম বিকাশ, মননশীলতা ও সৃজনশীলতার এক মহতি প্রকাশ এই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা। মহাকালের পাতা থেকে একে একে খসে পড়বে অনেক ঘটনা কিন্তু মানুষের লিখন অনন্ত যৌবনা যা স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে অনন্তকাল। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকা- প্রকাশনার ক্ষেত্রে ম্যাগাজিনের ভূমিকা ব্যাপক।

শিক্ষার্থীদের কেবল পাঠদানের মধ্যে তার কর্তব্য সম্পাদন না করে, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃত জগতের নানা বিষয়কে তুলে ধরতে হবে। প্রতীষ্ঠা বার্ষিকীতে শিক্ষার্থীর মেধা ও চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটে গল্প, কবিতা, ছড়া এবং চিত্রের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে যোগ্য ও মেধাবী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের এ কর্ম প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ম্যাগাজিন প্রকাশ প্রতিষ্ঠানের প্রাত্যহিক কর্মকা-ের একটা অংশ। শিক্ষার্থীদের শাণিত ও দীপ্ত মেধার মাধ্যমে তারা একদিন দেশ, জাতি সর্বোপরি বিশ্বসমাজের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হবে। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতাকে জাগ্রত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বার্ষিকী প্রকাশ প্রতিষ্ঠানের একটি সফলতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ। আর বার্ষিকী হচ্ছে শিল্পমনা ও সাহিত্যানুরাগী শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশ ও প্রতিভা বিকাশের একটি উত্তম মাধ্যম। কঁচি-কাঁচা শিক্ষার্থীরা লেখায় হাতে খড়ি পেয়ে হয়ে উঠে আত্মপ্রত্যয়ী এর মাধ্যমে তারা লাভ করে আগামী দিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা। অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক ও লেখকের হাতে খড়ি হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ রকম বার্ষিকীর মধ্য দিয়েই। আজকে যে-সব নবীন লিখিয়েদের লেখা বার্ষিকীর পাতায় ছাপার অক্ষরে ফুটে উঠল হয়তো তাদের অনেকেই একদিন নন্দিত কবি সাহিত্যিকরূপে গণ্য হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাহিত্য-চর্চা, সৃজনশীলতা ও সুপ্ত চিন্তাশক্তি বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রতীষ্ঠা বার্ষিকী প্রকাশনার ধারা আগামী দিনগুলোতেও অনিবার্ণ শিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত থাকবে এই প্রত্যাশা সর্বজনের।

অশান্তি উত্তরনে ইসলাম

মোঃ আঃ মালেক সরকার (বি.কম)
প্রাক্তন শিক্ষক, রাগদৈল উচ্চ বিদ্যালয়
কচুয়া, চাঁদপুর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন - 'যারা ঈমান এনেছ শুন, আমি তোমাদেরকে কি এমন সওদাগরির কথা জানাবো না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে রেহাই দেবে ?' তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের (সাঃ) প্রতি আস্থাবান হও এবং সবাই নিজেদের জ্ঞান, শ্রম ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর, এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে, বুঝবার মত ক্ষমতা যদি তোমাদের থেকে থাকে।' (সূরা ছফ ঃ ১০-১১)

নবীজি (সাঃ) বলেন - 'মৃত্যুর পর মানুষের আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজ আছে যা পৃথিবীতে করে গেলে, কেয়ামত পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির কবরে সওয়াব পৌঁছতে থাকে। সেগুলি হল সদকায়ে জারিয়া, উপকারী বিদ্যা ও দোয়াকারী নেক সন্তান।'

অশান্তি, অশান্তি কেবলই অশান্তি। যে দিকে তাকাই, কেবলই দেখি অশান্তিময় কাজ কারবার, চলাফেরা, চাল-চলন, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই দেখি মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আযান দিল, যাওয়ার গরজ করি না, দেমাগ করে বসে থাকলাম, না যেয়ে যে নিজের অপূরনীয় ক্ষতি করলাম, তা মোটেই চিন্তা করি না। কেউ বললে, খেয়ালই করিনা, দামই দেই না, লাভ-ক্ষতির চিন্তা মনে আনি না।

ভাইয়েরা, এমন অশান্তিময় কাজ, অনিয়মের কাজ আমরা কেন করি, তার কারণ খোঁজ করে বের করা দরকার এবং এর প্রতিকার বের করা দরকার এবং এর থেকে পরিত্রানের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, তাও ভাবা দরকার, সংশোধন হওয়া দরকার।

এই লাইনে প্রয়োজনীয় ও সঠিক জ্ঞান থাকলে, যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকলে, হয়ত এমন করতাম না, এমন স্বেচ্ছাচারীভাবে চলতাম না। কোনটা সুখ শান্তির চাবিকাঠি তা অবশ্যই জেনে নিতাম।

ভাইয়েরা, যারা অজ্ঞ, পথ চিনে না, জানে না, তারাই বোধ হয় এমন করে। কাজেই যারা কিছু জানে ও বুঝে, তারা অবহেলাকারীদেরকে ডেকে - ডেকে, বলে কয়ে, আহ্বান করে বুঝানোর দরকার, শোধরানো দরকার, না হয় সবারই বিপদ অবধারিত। কাজেই অজ্ঞতার, অবহেলার, অনিয়মের ও অনৈসলামিক কাজের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় অশান্তির, সমস্যার ও ঝামেলার। এর থেকে আমাদের মুক্তির, পরিত্রাণের চেষ্টা করে যাওয়ার দরকার। না হয় আল্লাহর নিকট ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাসূল (সাঃ) এর নিকট জবাবদিহিতে ঠেকে যাবো।

কাজেই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনার্থে কিছু স্মৃতি ও লেখা রেখে যেতে চাই। কারণ মানুষ আজীবন পৃথিবীতে থাকে না, আল্লাহ মানুষকে আজীবন পৃথিবীতে রাখেন না। কর্তব্যের খাতিরে কিছু লিখে রাখলে, সেই লিখা থাকবে, কীর্তি থাকবে, বিদ্যা চালু থাকবে, প্রচার ও প্রসার থাকবে। পরবর্তী বংশধরেরা পড়ে পড়ে জানতে পারবে, ইচ্ছা করলে মানতে পারবে এবং এতে সবার উপকার হবে। তাই লিখে যাওয়া কর্তব্য দায়িত্ব এবং তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম ও নবীজির (সাঃ) সুন্নত ও আদর্শ। এহেন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ অধম ও নালায়েকের, সকলের উপকারার্থে কর্তব্য দায়িত্ব পালনার্থে, এ নগন্য প্রচেষ্টা এ দ্বারা যদি মুসলমান ভাইবোনেরা সামান্যতম উপকৃত হন, তবেই এ নাখান্দা ও নালায়েক নিজেকে ধন্য মনে করবে, স্বার্থক মনে করবে।

আমাদের সবার ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ বলেন - নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারককে ভালবাসেন (সূরা হুজুরাত-৯)।

আবার অন্যত্র তোমরা ন্যায় বিচার ও এহসান কর। নবীজি (সাঃ) আমাদেরকে ন্যায় বিচার ও এহসান করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেই ছিলেন ন্যায় বিচারকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা অনেকেই ন্যায় বিচার করে চলি না আল্লাহর হুকুমকে অবজ্ঞা করে চলি, নবীজি (সাঃ) এর সুন্নত ও আদর্শকে অবজ্ঞা করে চলি। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রের সর্বপ্রকার অন্তহীন সমস্যার মূল কারণ ন্যায়বিচার না করে চলা। ন্যায় বিচার করে না চলা জুলুম ও অন্যায়। আল্লাহ জুলুমকারীকে পছন্দ করেন না। জুলুম করে কেউ কোনদিন সুখ-শান্তি পায় নাই, পাইতেও পারে না।

যে যা পাওনা তাকে তা যথাযথভাবে দিয়ে দেওয়াই ন্যায় বিচার এবং যে যা পাওনা না, তাকে তা না দেওয়াই ন্যায় বিচার। কিন্তু সামাজিক জীবনে আমরা অনেকেই অনেক সময় তা মেনে চলি না বা তার বিপরীত করি। যে যত বড়, যত মহিয়ান, তাকে সে হিসাবে মান্য করে চলা, যত বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য, তত বেশি। ভক্তি-শ্রদ্ধা করা ন্যায় বিচার। আল্লাহ আমাদেরকে অসংখ্য ও অগণিত জিনিস ও নেয়ামত দান করেছেন বিধায় আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকা ন্যায় বিচার।

যে আল্লাহ্ আমাদের ধারণাতীত এত বড় বিশাল সৌর-জগত বা সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদী প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও নিয়ন্ত্রক, আমাদের তাকে কেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা ইজ্জত, সম্মান ও মান্য করা দরকার ? আল্লাহর হাবিব মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন - আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি সারা জাহানই সৃষ্টি করতাম না। আল্লাহ যাকে এত বেশি ইজ্জত ও দাম দেন, আমরা উনাকে মান্য করে চলা কি উচিত না ?

আল্লাহ আমাদের একান্তই আপন ও হিতাকাংখী। উনাকে মেনে চললেও উনার রাসূল (সাঃ) কে মেনে চললেই আমরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবো, না হয় না। উনাকে মেনে না চলে সুখ-শান্তিতে থাকতে চাইলে, তা হবে আমাদের জন্য ভুল ও বোকামী।

কাজেই সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচার হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে মান্য করে চলা ও উনার রাসূল (সাঃ) কে মান্য করে চলা, ইসলামের রীতিনীতি তথা (ঈমান, নামজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ) মান্য করে চলা।

যারা জ্ঞানী ও আমলী তারা আবশ্যই আল্লাহকে ও উনার হাবিব (সাঃ) কে মান্য করে চলে ন্যায় বিচার করেছেন এবং কামিয়াবী হয়েছেন । যারা মান্য করে চলে নাই, তাদের জীবনের করুণ পরিণতির কথা আমরা ইতিহাসের মাধ্যমে জানতে পারি।

কাজেই আমাদের জীবনের ভাল ও সফলতার খাতিরে আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ন্যায় বিচার করে চলে জীবনকে সফল ও স্বার্থকময় করে গড়ে তুলতে আগ্রহী হব।

আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

লিখার ভুল-ত্রুটি পাঠকের নিজ গুণে ক্ষমা করার জন্য করজোর অনুরোধ রইল।

ভালো ছাত্রের বৈশিষ্ট্য

মোহাম্মদ মহসীন কবির সরকার
(এম.এ ,সি.ইন.এড ১ম শ্রেণি)
প্রধান শিক্ষক, দড়িগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিতাস, কুমিল্লা

মালীগাঁও আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে একটি স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবির আমাকে কিছু লেখার পরামর্শ দেন। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি বিষয়ে লিখব অনেক ভেবে চিন্তে ভালো ছাত্রের ৫ টি বৈশিষ্ট্যের কথা লিখলাম। আশা করছি ছাত্র- ছাত্রীরা ৫ টি বৈশিষ্ট্য মনে রাখলে সফল কাম হতে পারবে।

ভালো ছাত্রের ৫ বৈশিষ্ট্য

১। আত্নবিশ্বাসী হওয়া: পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য ছাত্র ছাত্রীর এ গুণটি অর্জন করা চাই। নিজের মনোদৈহিক প্রক্রিয়াকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এই আস্থা ও আত্নবিশ্বাস অনেক গুণ বেড়ে যাবে। কারণ আমাদের মনোদৈহিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্রেন হচ্ছে যে কোন কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। কম্পিউটারের দামের অনুপাতে আমাদের ব্রেনের মূল্য কমপক্ষে ৫ হাজার কোটি টাকা। কাজেই নিজেকে মূল্যহীন না ভেবে ক্লাসে প্রথম হওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি যুক্তি সঙ্গত চাওয়াকে পাওয়ায় রুপান্তরিত করতে পারায় বিশ্বাস করতে হবে।

২। জীবনের লক্ষ্য স্থির করা:- আমি কি হবো? এ লক্ষ্য আগেই স্থির করে সামনের দিকে এগোতে হবে। লক্ষ্য ঠিক থাকলে আর সে অনুপাতে এগোলে লক্ষ্যে পৌঁছা কোন ব্যপার নয়। তবে লক্ষ্য হতে হবে বাস্তবসম্মত। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য চাই দৃঢ় মনোবল।

৩। উপযুক্ত বন্ধু নির্বাচনঃ- ছাত্র জীবনে বন্ধুদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কথায় বলে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। ভালো বন্ধুই পারে আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে, তেমনি খারাপ বন্ধু আমাকে বিচ্যুত করতে পারে। আমার জীবনে সুমহান লক্ষ্য থেকে। মনে রাখতে হবে সৎ চেতনায় সঙ্গবদ্ধ মানুষই জীবনে সফলকাম হয়।

৪। সময়ের মূল্য দেয়াঃ- ছাত্র/ছাত্রীদের সময় সাধারণত ৪ ধরনের কাজ করে কাটে। ক) পরিবারের সাথে, খ) ক্লাসের পড়া শিখে, গ) পরীক্ষার পড়া বা হোম ওয়ার্ক করে, ঘ) টিভি,কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন দিয়ে। আমরা ৪ নম্বর কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকি। কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীদের উচিৎ ২ ও ৩নং কাজে মনোযোগী হওয়া যাঁরা জীবনে বড় হয়েছেন অবশ্যই সময়কে মূল্য দিয়েছেন। অবহেলায় সময় কাটিয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা মানে মাটিতে থেকে আকাশের চাঁদকে হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখা।

৫। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়াঃ- প্রতিকূলতাই রূপান্তরিত হতে পারে সম্ভাবনায় যদি আমরা মনের কাছে হেরে না যাই। কারণ পরিবেশ পরিস্থিতি নয় মানুষ প্রথম হারে তার মনের কাছে। সমস্যা বাঁধার মুখে না পড়লে আমাদের অন্তর্গত শক্তি জেগে উঠার পথ পায়না। এটাই সফল হবার প্রক্রিয়া। সফল হতে হলে তাই বাসায় পড়ার পরিবেশ নেই, আর্থিক টানাপোড়েন, টিচার ভালো পড়ায় না, উৎসাহ দেয়ার কেউ নেই। এ রকম অজুহাত না দিয়ে প্রতিটিকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিশেষে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মালীগাঁও সরকার বাড়ির আলোক বর্তিকা, জ্ঞান প্রদীপ, যাঁর আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হই, যাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করি পরম শ্রদ্ধাভাজন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ড: আবদুল লতিফ সরকার এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ইতি টানলাম। সবাইকে ধন্যবাদ।

আলো আর অন্ধকার

সৈয়দ মোহাম্মদ আলেক উল্লাহ্
অধ্যক্ষ, মেহনাজ হোসেন মীম আদর্শ কলেজ
তিতাস, কুমিল্লা

স্বাধীনতা যে কোন জাতির সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়। স্বাধীনতার মূল্য বাঙ্গালি যেভাবে দিয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি সেভাবে দেয়নি। বাঙ্গালি দেশের জন্য যেমন সাগরসম রক্ত দিয়েছে তেমনি ভাষার জন্যও জীবন দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের সমস্ত অর্জণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ২রা মার্চ ২০১৬ ইং তারিখে গ্রামের আগুণে দগ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী সর্বস্ব হারানো সুমাইয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় আমরা কি মানুষ আছি, না কি জীবজন্তু বা কুকুর বেড়ালের চেয়ে অধম কোন প্রাণিতে পরিণত হয়েছি। একজন মানুষ বাঁচার আর্তি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করে যাচ্ছে আর দরজা খুলে দগ্ধ সুমাইয়া ও তার স্বামী সন্তান কে দেখে কোন সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে সাথে সাথে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে অশিক্ষিত, বর্বর এবং নির্মম কোন জাতির পক্ষেও এ কাজ করা সম্ভব কিনা কল্পনা করা যায় না। খবরটা পওয়ার পর থেকেই মনের ভেতরে এক ধরণের ঘৃনা অপমান, ক্রোধ, লজ্জা নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে আমরা কি নিজেকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারি।

মাত্র কিছু দিন আগের ঘটনা, রানা গার্মেন্টস যখন ধসে পড়লো সমস্ত জাতি, সমস্ত মানুষ অন্তরের সব মমতা ভালবাসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উদ্ধারের জন্য। মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার কারণে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন আমার চোখে ভাসে এসমাজ নামের একজন মানুষকে যে তিন দিন নিজের জীবনের কথা বিবেচনায় না রেখে জীবন রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। পরিশেষে নিজের জীবনের বিনিময়ে বাঙ্গালি জাতিকে বিশ্বের দরকারে গর্বিত করেছিল। নিমতলী ট্র্যাজেডির সময় সামান্য একজন দোকানদার একটা বাচ্চাকে পরম মমতায় আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। পরে দেখা যায় সেই দোকানদার ও বাচ্চাটির মমতায় জড়াজড়ি করা লাশ। সে বাঁচাতে পারেনি, বাঁচতেও পারেনি কিন্তু বাঙ্গালির মাথা উঁচু করে দিয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে। মানুষ কতোটা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর লোভী এবং অমানবিক হয়ে যাচ্ছে নতুন করে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পৃথিবীর যে কোন জাতির অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষা, শিক্ষা একজন মানুষের আবরনের মন্দ দিক গুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত করে। শিক্ষার মধ্যদিয়ে সে বিশ্বকে চেনে, নিজের দেশকে চেনে, সর্বোপরি আত্মসিদ্ধির মধ্যদিয়ে নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় একদল মমতাময়, দরদী, জ্ঞানী এবং যোগ্যমানুষ তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে মানবিকতার প্রশিক্ষণ দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ তৈরির সেই ক্ষণটিই রয়েছে সবচেয়ে অবহেলা, অনাদর এবং অবজ্ঞায়। দূরদর্শী চিন্তা, পরিকল্পনা ও সুযোগের অভাবে কোন ভাল অর্জণ নেই। মেধাবী জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন মেধাবী শিক্ষক। এর আমাদের দেশে যে, কোন কাজেরই যোগ্য নয় সে শুধু কোন রকম বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। সে নিজে যেমন জানে অত্যন্ত কম, তেমনি পেশার প্রতি ও তার কোন ভাল লাগা কাজ করে না। ফলে অজ্ঞতা অনিচ্ছা এবং অনাগ্রহের কারণে মেধাবীর পরিবর্তে মেধাহীন, অযোগ্য, সার্টিফিকেটধারী এবং পাশসর্বস্ব এক ধরনের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাচ্ছি যে দেশকে জানেনা, বিশ্বকে জানেনা, নিজেকেও চেনেনা।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি এই অজ্ঞতা এই অন্ধকারকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষানীতিতে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর। মুখে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। বাংলাদেশে অবকাঠামোয় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানে আদৌ কখনো অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খোলা যাবে কি না সরকার নিজেও জানে না, আমরাও জানিনা। প্রাথমিক বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হলে

উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকা শিক্ষকগণ কী করবেন তারা কোথায় যাবেন এগুলো নিয়ে কোন সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত নেই। আরও ভয়াবহ ব্যাপার সরকারি হওয়ার সুযোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন পিয়ন যে পরিমান আর্থিক সুবিধা পায় বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সে সুবিধা পান না। ফলে এ বিরাট বৈষম্য যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তেমনি সঠিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও মানসিক ভাবেও বাধাগ্রস্থ করছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯৫% প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ানো হয় এমন প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯৫ ভাগই বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। এগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন ভাল নীতিমালা নেই, তেমনি বেতন কাঠামোও সুচিন্তিত নয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠাপনে সরকার অনুদান প্রদান করেন আরও হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সরকার বেতন বা অন্যান্য খাতে এক টাকাও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন না। লক্ষ লক্ষ শিক্ষক কেউ সরকারে দয়ার অনুদান পান আর ভাগ্যহীন হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ শিক্ষক সরকারী কোন সহায়তা (এম.পি.ও) না পেয়েও আশায় বুক বেঁধে শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছেন যদি কোন দিন সরকার দয়া করে তাদের দিকে সুনজর দেন। তাদের কেউ কেউ এভাবে বিনা বেতনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু সরকারের নজরে আসতে পারেন নি। কেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হল, অনুমতি দিলে কেন তারা বেতন পাবে না, এই জবাব দেয়ার কেউ নেই। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়, আনাতে কানাচে গড়ে ওঠা কেজি স্কুল নামধারী ব্যাঙ্গের ছাতা কে খুলেছে, কেন খুলেছে, কীভাবে চলছে, কী পড়াচ্ছে, কী শিখছে, কত মুনাফা করছে সরকারের কোন হিসাব নেই, এ নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ও নেই। ইংলিশ মিডিয়াম নামধারী ইংরেজি প্রতিষ্ঠান কীভাবে ইংরেজি আচরণ না শিখিয়েও বাঙ্গালির হাজার বছরের ঐহিত্য ও মর্মমূলে কী ভয়াবহ কুঠারাঘাত করছে তা দেখার কেউ নেই। উচ্চ শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরনের নামে অপ্রয়োজনীয় বানিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অনার্স কলেজে শিক্ষা চলে, না শিক্ষাবানিজ্য চলে তা কে নির্ধারন করবে। এভাবে পরিকল্পনাহীন বাস্তবতাবর্জিত ও অদূরদর্শী শিক্ষা ব্যবস্থা না পারছে নৈতিক মানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ববান মানুষ তৈরি করতে, না পারছে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে।

বাঙ্গালি বীরের জাতি। হাজারো প্রতিকূল পরিবেশে ও 'জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়'। আমরা বিশ্বাস করি যে 'অদৃত আঁধার' গ্রাস করেছে জাতি সত্ত্বাকে তা নিশ্চয়ই একদিন কেটে যাবে 'আলোর ঝলকানি লেগে জলমল করবে চিত্ত' কিন্তু তার জন্য রাজনীতিবিদদের সঠিক পথে এগুতে হবে সে পথ যতই কন্টকাকীর্ন হোক। আমরা যে পথে এগুচ্ছি সে পথ ভ্রান্তির পথ, মায়া মরীচিকার কুহেলীকায় আচ্ছন্ন। যতদিন ভাল মেধাবী যোগ্য এবং বিনোদন প্রাণ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া না যাচ্ছে, যতদিন দূরদর্শী পরিকল্পিত ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না হচ্ছে, যতদিন একজন শিক্ষক সামাজিকভাবে মর্যাদাবান এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল না হবেন, ততদিন শিক্ষাক্ষেত্রে ভাল ফলাফলের আশা সুদূর পরাহত। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকগণ এ কথার মর্ম বুঝলেই জাতির মুক্তি।

পরীর মেয়ের মানুষ হওয়া

ডাঃ শারমীনা সাঈদ
সহযোগী অধ্যাপক, এনাটমি বিভাগ
ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

'মা আমিও মানুষ হব ! পরীর দেশের ছোট্ট রাজকন্যা নিহা মায়ের গলায় ঝুলতে ঝুলতে বলল। পরী রানি মা তো অবাক ! মেয়ে বলে কি ? 'মানুষ' হবে ?

নিহা বলল, 'মা মানুষদের মাথায় কত বুদ্ধি ! কত কিছু করে .... ! আমিও মানুষের মত কিছু করতে চাই !'

পরী রানি মা মেয়ের আকুলতা বুঝতে পারলো। তিনি ঠিক করলো মর্ত্যে যাবেন, গিয়ে দেখবেন - মানুষেরা সারা দিন কি কি করে? তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে।

মেঘের দেশে ছোট্ট পরী রাজ্য। সেখান থেকে রাতের বেলা চুপি চুপি পরী রানি পৃথিবীর এক গভীর বনে এলো। তারপর তার ঝলমলে ডানা জোড়া খুলে রাখলো এক ঝোপের আড়ালে। অপেক্ষা করতে লাগলো ভোর হবার জন্য।

সকাল বেলা পরী রানিমা বনের পাশের গ্রামে গেলো। ওখানে যেয়ে রানি মা তো অবাক এ কী কান্ড ! সকাল বেলা গ্রামের ঘরগুলো থেকে ছোট ছোট শিশুরা দল বেঁধে বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। সবাই খুব আনন্দের সাথে স্কুলে লেখা পড়া করছে। একটু বড় বাচ্চা তারাও স্কুলে বা কলেজে যাচ্ছে। যারা একটু বড় হয়ে গেছে তারাও পড়ছে। অনেক রকমের বই পড়ছে। এই খানে আবার বই মেলাও হয় ! হরেক রকমের বই পাওয়া যায় এখানে ! ছবির বই, কবিতার বই, গল্পের বই ! কত কী ! মানুষরা দলে দলে বই মেলায় যায় ! ব্যাগ ভর্তি করে বই কেনে !

এতসব কান্ড দেখে পরী রানি তো হতবাক ! সে বুঝতে পারলো - মানুষ হবার আসল রহস্য বই পড়া !

তাই আর দেরি করলো না ! রাতের অন্ধকারে গভীর ঝোপের আড়াল থেকে ঝলমলে ডানা দু'টো পড়ে নিল। তারপর উড়ে চলল - পরীর রাজ্যে !

মেয়েকে বই পড়তে হবে - স্কুলে পাঠাতে হবে, তবেই না মানুষের মতো বুদ্ধি হবে !

তারপর থেকে পরীর দেশের ছোট্ট রাজকন্যা নিহা ও পরীর দেশের সব শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করলো ! বই পড়তে শুরু করলো !

এখনও ওরা বই পড়ছে ... !! মানুষ হতে হবে তো ! 'আলোকিত মানুষ'!

৭১'এর রাজাকার

মাহমুদ আবদুল্লাহ পাটোয়ারী
(মালীগাঁও পাটোয়ারী বাড়ি)
দশম শ্রেণির ছাত্র (বিজ্ঞান বিভাগ)
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনির্ভাসিটি স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নুরুদ্দীনদের পরিবার হচ্ছে তার ১৭ বৎসর বয়সের ভাই শফিক, ১৬ বৎসর বয়সের বোন রীনা ও মাকে নিয়ে। নুরুদ্দীন পরিবারের বড় হিসেবে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছিল। ছেলেমেয়েরা যখন খুব ছোট তখন তার মা বিধবা হন। তার মা ধর্মের প্রতি খুব বিশ্বাসী ছিলেন। বলা যায় পুরো পরিবারটি ছিল রক্ষণশীল। ৭১' সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন আক্রমণ করে তখন নুরুদ্দীন পাকিস্তানীদের পক্ষে কাজ করার চিন্তা করতে লাগলো। তাছাড়া, গ্রামের লতিফ মাতব্বর তাকে পাকিস্তানীদের বিষয়ে মাথায় অনেক কিছু ঢুকিয়েছিলেন। তাদের গ্রামটি ছিল মফস্বল শহরে। ৭১' সালে যুদ্ধ শুরু হলো। গ্রামের মানুষ সব নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের আশায় পালাতে থাকল। কিন্তু নুরুদ্দীনদের কোথায়ও পালানোর জায়গা ছিলনা। যুবতী বোনকে নিয়ে নুরুদ্দীন এবং তার মা চিন্তায় পড়ে গেলেন।

লতিফ মাতব্বর গ্রামে ঘোষণা দিলেন যে, সবাইকে শান্তি বাহিনীতে যোগ দিতে হবে এবং দেশ রক্ষার স্বার্থে পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করতে হবে। তাদেরকে সাহায্য না করলে দেশদ্রোহিতা হবে এবং আল্লাহ নারাজ হবে। নুরুদ্দীন এ সব নিয়ে ভাবতে থাকে এবং মাকে ভাত দিতে বলে। ভাত খেতে খেতে মাকে লতিফ মাতব্বরের কথাগুলো বলল। তা শুনে মা রাজি হয়ে গেল। ছেলেকে শান্তি বাহিনীতে যোগদানের জন্য বলল। তাতে দেশের সেবা ও আল্লাহ খুশি হবেন মর্মে ধারণা দিলেন। নুরুদ্দীন তাতে খুব খুশি হলেন। তাদের এ আলোচনা ছোট ভাই শফিক গোপনে শুনলো। বড় ভাই ও মায়ের এধরনের কথা শুনে সে খুব কষ্ট পেল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নির্বিচারে বাঙালী নিধন করছে, সর্বত্র লুট-পাট করছে, গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং নারী নির্যাতন, ধর্ষনের মত জঘন্য পাপ কাজ করছে। মুসলমান ভাই ভাই হয়ে তারা কিভাবে মুসলমানদের উপর এত অত্যাচার অবিচার করছে। তা আবার মা ভাই কিভাবে সাপোর্ট করছে এবং এটা নাকি আল্লাহর সেবা। তাকে এ ব্যাপারগুলো ভাবিয়ে তুলতে লাগল। জাতির জনকের ৭ই মার্চের ভাষণ সে শুনেছিল, তা থেকেই পাকিস্তানী শাসকদের শোষনের কথা জানতে পেরেছিল। সে ভাবতে থাকে তার কি করা উচিত?

পরদিন লতিফ মাতব্বর মসজিদের ইমাম সাহেবের মাধ্যমে মসজিদে ঘোষণা দিলেন যে, এ গ্রামের সকলে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। যারা যোগ দিবে তারা জান্নাতে যাবে এবং মারা গেলে তারা শহীদ হবে। সকলের সাথে নুরুদ্দীনও শান্তি বাহিনীতে যোগ দিল।

নুরুদ্দীন তার ছোট ভাই শফিককে খুবই ভালবাসত। সেও তার বড় ভাইকে শ্রদ্ধা করত। সে বড় ভাইকে শান্তি বাহিনীতে যোগ না দেয়ার জন্য বারণ করল এবং অনেক বুঝালো কিন্তু সে শুনলনা। পরবর্তীতে শফিক গ্রামের অন্য বন্ধুদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলো এবং ঠিক করল যে তারা দেশকে বাঁচানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাবে। একদিন হঠাৎ করে কয়েকজন বন্ধু মিলে নিখোঁজ হয়ে গেল। নুরুদ্দীন বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে তাকে পেলনা। শফিকরা অনেক কষ্ট করে চলে গেলেন ভারতে, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে। দেশ রক্ষা করা ইমানের পবিত্র দায়িত্বও নাগরিক কর্তব্য, এ কথাটি সে বইয়ে পড়েছিল। ভারতে ২১ দিন ট্রেনিং নিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে হানাদার বাহিনীর বিরূদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

এদিকে নুরুদ্দীন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর একজন আস্থাভাজন হিসেবে গ্রামে লুটপাট,নারী নির্যাতন, বাঙালী হত্যার মহা উৎসবে মেতে উঠলেন। এলাকার যুবতী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে তুলে

দিতেন। এতে তারা খুব খুশি ছিলেন তার প্রতি। একদিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে তার গ্রামে আসার জন্য দাওয়াত করলেন, তারা তার বাড়িতে ভুড়ি ভোজের সময় তার যুবতী বোনটিকে দেখে তাকে ক্যাম্পে পাঠাতে বললেন। নুরুদ্দীন আমতা আমতা করতে করতে তাদেরকে কোন ভাবেই বুঝাতে পারলেন না। তারা তার বোনকে নিয়ে গেল হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে। অন্যথায় তাদের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। মা ছেলে তখন কি করবেন বুঝতে পারলেন না। কার জন্য কি করলেন? সব শেষ হয়ে গেল। তাদের আর কিছুই করার ছিলনা। নুরুদ্দীনের পাপের আর বেঈমানীর বলি হলো তাদের যুবতী বোন রীনা।

পাশের গ্রামে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড যুদ্ধ হলো । এতে অনেক হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী নিহত হলো। কয়েক জন বীর মুক্তিযোদ্ধা আহত ও নিহত হলেন এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে হানাদার বাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে এলেন। তাদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালানো হলো। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হলো তাদের মেরে ফেলা হবে। দায়িত্ব দেয়া হলো কুখ্যাত রাজাকার নুরুদ্দীনকে। রাতের অন্ধকারে ৪ জনকে গুলি করে হত্যা করা হলো। ৫ম জনকে গুলি করতে গেয়ে তার হাত কাঁপতে থাকল এবং আওয়াজ আসলো আমাকে তুমি মারলে তোমাকে কে মারবে? গলার আওয়াজটা নুরুদ্দীনের কাছে অনেক চেনা চেনা মনে হল। রাইফেল নিচে নামিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন নুরুদ্দীন। নিজের ভাইকে নিজেই মেরে ফেলতে চাইছে। শফিক বলল তুমি আমাকে মারার আগে কিছু সময়ের জন্য রাইফেলটি ধার দাও, আমি তোমাকে হত্যা করে দেশের মাটিকে পবিত্র করব। তোমার মত কুখ্যাত, পাপিষ্ঠ ও দেশদ্রোহী বেঁচে থাকলে এই দেশ এই মাটি অপবিত্র থাকবে। তোমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। শফিক বড় ভাই নুরুদ্দীনের নিকট থেকে রাইফেলটি কেড়ে নিয়ে গুলি করবে এমন সময় নুরুদ্দীন বলল, আমাকে মারতে চাইলে মার কিন্তু আমাদের ছোট বোনটিকে বাঁচাও। গতকাল হানাদার বাহিনী তাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। তা শুনে শফিকের মাথায় রক্ত উঠে গেল।তার ভাইকে হত্যা করলেন এবং একাই হানাদার বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ করে অনেক পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করল। ক্যাম্প থেকে তার বোনকেসহ আরো কিছু মেয়েকে উদ্ধার করল। 'সাবাস বীর মুক্তিযোদ্ধা! সাবাস বাঙ্গালী! শফিক তোমাকেসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই লাল সালাম! তোমরা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে আমাদের মাঝে!'

দেশ স্বাধীন হলো। আজ ৪৪ বছর পর যুদ্ধাপরাধী এসব কুখ্যাত রাজাকার আলবদরদের বিচার হচ্ছে। মত্যুদন্ড ও অন্যান্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যা এদেশের মানুষের গণদাবী ছিল। মুষ্ঠিমেয় কিছু লোক (রাজাকার,আলবদর) ব্যতীত সাড়ে সাত কোটি লোক (তৎকালীন সময়ে) সকলেই কোন না কোনভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো আজ এই দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চাচ্ছে। ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালীর রক্ত এবং অনেক মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এ দেশের জনগণ ৯ মাসে দেশ স্বাধীন করেছে। দল বা নেতারা মনে করছে দেশ তাদের, তারা দেশকে স্বাধীন করেছে, জনগণ কিছুই না, তারা যা বলবে তাই হবে। দেশ আমাদের। তার উন্নতির দায়িত্ব আমাদের সকলের। ইহা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি। আমরা তাকে ভালবাসি। আমরা সুনাগরিক হয়ে তার উন্নতির জন্য জীবনকে উৎসর্গ করবো, এটা হোক আমাদের সকলের দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার।

ইসলামে মানব সেবার গুরুত্ব

মোঃ নাসির উদ্দিন
৩য় বর্ষের ছাত্র
ইবনে সিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কল্যাণপুর, ঢাকা

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধিক মর্যাদা দিয়ে। এই শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য হলো বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল মন্দ যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক পাঠ গ্রহণ করা। তাই সহায় সাহায্যহীন, সর্বহারা হতাশাসহ মানুষকে প্রাণবন্ত করে নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করার নামই মানব সেবা। এই প্রসঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর আসমানবাসীরা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' (বুখারী ও মুসলিম)। মানব প্রেমের কারণে তাঁকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। চলার পথে কাঁটার আঘাত, তায়েফে রক্ত ঝরানোসহ মর্মান্তিক অসংখ্য বেদনা সহ্য করতে হয়েছিল শুধু মানবতার স্বার্থে। মানব সেবাদর্শের দিকনির্দেশনা দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন -

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

মানব সেবা উচুঁ স্তরের আখলাক ঃ মানুষের উত্তম গুণাবলীর অন্যতম গুণ হলো মানব সেবা, মানব সেবার প্রেরণা। মানুষকে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের আরাম আয়েশ ও মূল্যবান সময়কে বিসর্জন দিয়ে উঁচু স্তরের আত্মত্যাগ ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়া। মহানবী (সাঃ) বলেন "প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় না বরং উপকৃত হয় সেই মহান ব্যক্তি। মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (সাঃ) সর্বদা অমুসলিম সম্প্রদায়, দূর্বল নারী জাতি, বঞ্চিত মানব গোষ্ঠী, অসহায় দাস-দাসী, আশ্রয় হারা এতিম ও পীড়িত জনদের সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। রাসুল (সাঃ) এর চলার পথে এক বুড়ি কাঁটা বিছাতো। একদিন কাটা দেখতে না পেয়ে মহানবী (সাঃ) বুড়ির খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে বুড়ি অসুস্থ্য। তখন তিনি তার সেবা শুশ্রুষা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। বুড়ি তার অকৃত্রিম সেবায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অর্ধজাহানের সফল শাসক ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) রাতের আধাঁরে ঘুরে ঘুরে মানব সেবায় ব্রত থাকতেন। কোন একরাতে তিনি দূরে খোলা ময়দানে কাতর কণ্ঠ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখেন মুসাফির দম্পত্তি। স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে তাদের সহযোগিতার কেউ নেই। স্বামী এ অবস্থায় স্ত্রীকে রেখে কোথাও যেতে পারছে না। এদিকে মদিনাবাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই উমর (রাঃ) দৌড়ে বাড়ি এসে তার স্ত্রী কে বললেন 'চলো চলো আজ তোমার মহা পূণ্যের সুযোগ হয়েছে।' অতপর খলিফার স্ত্রী ধাত্রীর কাজ ও খলিফা নিজে অন্য কাজের আঞ্জাম দিলেন।

সেবার গুরুত্ব ঃ পৃথিবীতে যত ভাল কাজ আছে তার অন্যতম হল মানব সেবা। মহান আল্লাহ বলেন "তোমরা একে অপরের উপকার করতে ভুলোনা। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সবকিছু দেখেন (সুরা আল বাকারাহ আয়াত ২৩৭)।

মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তায়ালা ও তার প্রতি দয়া করেন না" (বুখারী ও মুসলিম) উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের সেবা করা সকলের কর্তব্য। আল্লামা শেখ সাদী (রহঃ) বলেন -

"সিজদাহ ও তাসবীহ দেখে খোদ এলাহী খুলবে না

মানব সেবার পুঞ্জি ছাড়া স্বর্গ দ্বার খুলবেনা"

অসহায়দের সেবা করলে তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। এবং সেবাকারীদের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। আর্তপীড়িতদের সেবা করে যিনি জীবনকে সার্থক মনে করেন তিনিই প্রকৃত সেবক। দেশ, জাতি ও সমাজের সকলেই প্রকৃত মানব সেবাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন।

আমাদের করণীয় ঃ

- সর্বদা মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা।
- অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা।
- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।
- অন্নহীনকে অন্নদান করা।
- শীতার্থকে শীত বস্ত্র দান করা।
- বিপর্যস্ত মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসা।
- অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানো।
- সকল ক্ষেত্রে দূর্বলদের সাহায্য করা।

নিঃস্বার্থভাবে সদা সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত থাকা প্রত্যেক মানুষেরই এক সৎ হৃদয় বৃত্তি। আমাদেরকে ত্যাগ তীতিক্ষার মাধ্যমে নিজের অধিকার বিসর্জন দিযে মানুষত্বের শিক্ষা দেয়। এবং মানবতার স্বার্থে বিবেককে জাগ্রত করে এ কথার শিক্ষা দেয় যে, আত্ম সুখ বা আত্মভোগে কোন মহত্ব নেই। তাইতো কবি বলেন -

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি

এ জীবন মন সকলি দাও।

তার চেয়ে সুখ কোথাও কি আছে ?

আপনার কথা ভুলিয়া যাও"।

অর্থাৎ মানব সেবাই প্রকৃত সুখের মূল।

এ ছাড়াও সেবা মূলক সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখে উভয় জগতে সফলতা লাভ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি

মোসাঃ জাকিয়া সুলতানা
মানেজিং কমিটির সংরক্ষিত মহিলা সদস্য
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

শিক্ষা জাতির উন্নতির মেরুদন্ড। উন্নত জাতি গঠনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার বিকল্প নেই। আমাদের তথা আশে পাশের গ্রামের বেশির ভাগ ছেলে মেয়েরা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করে দরিদ্রতার কারণে অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকত। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত সেই লক্ষ্যে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে শিক্ষার আলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে জ্বালানোর জন্য মালীগাঁও গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কৃতি সন্তান দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইরাক) প্রফেসর, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী Man of the year 2000 মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার। তাঁহার সহধর্মিনী মরহুমা হাসনা হেনা লতিফ এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দেশ বরেণ্য চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ এ.আর.এম. লুৎফুল কবীর ও পুত্র বধু দেশ বরেণ্য চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ নাজনীন কবীর এর অনুপ্রেরণায় এবং তাদের আর্থিক সহযোগীতায় ১৯৯২ সালে বিদ্যালয়টির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে ৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণি কার্যক্রম চালু করতঃ বিদ্যালয়টিকে সাফল্যের সাথে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নতি করা হয়, যা আমাদের জন্য শিক্ষার সুখময় আলোক বার্তা বয়ে আনে। এই বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাশ করতে পেরেছি এবং বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত। বিদ্যালয়টিতে ২৪ বৎসর পূর্তিতে একটি বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এতে শিক্ষার্থীরা শিকড় সন্ধানী হয়ে উঠবে। তাদেরকে অগ্রগামী করতে যারা পথিকৃত, তাঁদের ঋণ স্বীকার করার মূল্যবোধ অর্জণ করবে। প্রতিনিয়ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাই একজন মানুষকে মহৎ উপলব্ধিতে স্বার্থকতা দান করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি এবং বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় গ্রামের যারা সহযোগীতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

একটি আদর্শ বিদ্যালয় ও শিক্ষক

মোঃ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া
অভিভাবক সদস্য, ম্যানেজিং কমিটি, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম ঃ মালীগাঁও, বায়নগর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় ও শিক্ষকের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। শিক্ষক যদি শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব, পেশাগত নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পুরোপরি সচেতন হন, তাহলে বিদ্যালয়ের সুনামও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। কথায় বলে 'শিক্ষক হলো মানুষ গড়ার কারিগর' সমাজের মহান ব্যক্তি। একজন আদর্শ শিক্ষক সুন্দর মন ও পবিত্র আত্মার শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আদর্শ মানুষ। তিনি হবেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়, পথ প্রদর্শক ও আলোকিত মানুষ। আর একজন আদর্শ শিক্ষক, দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রধান শিক্ষকের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একটি আদর্শ বিদ্যালয় । একটি আদর্শ বিদ্যালয় দেশের আর্থ-সামাজিক ও সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে বিরাট অবদান রাখতে পারে। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এ লেখায় আদর্শ বিদ্যালয়ের উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে লেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

* বিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
* প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দের বিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্খা
* প্রধান শিক্ষকের সঠিক নেতৃত্ব
* বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, বন্ধুসুলভ ও আর্কষনীয় পরিবেশ
* বিদ্যালয়ে জন-অংশগ্রহণ বিদ্যমান

তাছাড়া আরো ও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে যেমন -

১। শিক্ষার্থী
২। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো
৩। বিদ্যালয়ের অবস্থান
৪। বিদ্যালয়ের পরিবেশ
৫। বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী
৬। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি;
৭। টয়লেট সুবিধা ও পানীয় জলের সুবিধা
৮। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা
৯। সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী
১০। অডিটরিয়াম ও জিমনেশিয়াম
১১। ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি সুবিধা

১২। খেলার মাঠ ও পুকুর
১৩। দৈনিক সমাবেশ ও তদারকী
১৪। সময় তালিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ
১৫। মাসিক সভা ও জবাবদিহিতা
১৬। অভিভাবক দিবস
১৭। অফিস সভা ও নথি ব্যবস্থাপনা
১৮। অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক
১৯। বিদ্যালয়ের ফলাফল

একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

* আদর্শ শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হলো বিদ্যালয়ে সময়মত আগমন ও প্রস্থান হওয়া এবং সময়মত পাঠদান।
* পাঠদানে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা
* পাঠ পরিকল্পনা ও পদ্ধতির সমন্বয়ে পাঠদান সম্পন্ন করা
* শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করা এবং পাঠকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করা
* পাঠকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা
* শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা
* মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন;
* শিক্ষার্থীদের মাঝে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও নৈতিক ইত্যাদি সকল প্রকার মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ
* শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগ্রতকরণ
* সামাজিকতার মনোভাব পোষন
* উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা
* পেশার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ও একাগ্র থাকা
* নিরলসভাবে জ্ঞান চর্চা
* সর্বোপরি শিক্ষার উন্নয়ন

পরিশেষে বলা যায়, জাতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে আদর্শ বিদ্যালয়ই পারে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আলোকিত পথ উন্মোচন করতে পারে।

(সূত্রঃ মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, পৃষ্ঠা নং- ৪২১-৪২৬ ও ৪২৮-৪৩১)
- মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান

উন্নত জীবনের আলোকিত পাথেয়

মাও. মু. শামসুদ্দোহা
প্রাক্তন শিক্ষানুরাগী সদস্য
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ মানব জীবনকে যে শোভা ও সমৃদ্ধি দান করেছে পৃথিবীর অন্য কোন মতাদর্শ তা দিতে পারেনি। এ সত্য এখন তর্কের উর্ধ্বে। মহানবীর সে শিক্ষা ও আদর্শ অতি যত্নসহ নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। তার ব্যক্তিগত খুটিনাটিসহ প্রতিটি কর্ম ও বাণী এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে যার আলোকে একজন মানুষ আজও নবীজীর আদর্শের অবিকল চিত্র দেখতে পারে এবং সেমতে জীবন গড়ে তুলতে পারে। প্রিয়নবীর সেই শিক্ষামালা আমাদের জন্য উন্নত জীবনের আলোকিত পাথেয়। তাই আমাদের জীবনে সর্বদা সে শিক্ষার চর্চা প্রয়োজন। এ চর্চাকে মৌসুমাবদ্ধ করা মোটেই সংগত নয়। নিবন্ধে প্রিয়নবী (সাঃ) এর কিছু মূল্যবান শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আলোকপাতসহ তুলে ধরতে চাই।

সৌজন্য সদাচার

সৌজন্য ও সদাচার মানব জীবনের মহামূল্য ভূষণ। প্রিয়নবী (সঃ) আমাদেরকে সর্ব প্রকার অসৌজন্য পরিহারের এবং সৌজন্য অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। জীবনের সকল কর্ম ও কথায় এই সৌজন্য কাম্য। এ বিষয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) এর একটি ঘটনা এখানে প্রনিধান যোগ্য। একবার উয়াইনা নামক এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর দরবারে সম্মুখে এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল, রাসুল (সাঃ) তাকে অনুমতি দিয়ে ইরশাদ করেন, তাকে আসতে দাও, সে তার গোত্রের সবচেয়ে মন্দ লোক। এরপর লোকটি চলে যাবার পর হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাঃ) কিছুটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আপনি তো বলেছেন লোকটি তার গোত্রের সবচেয়ে মন্দ লোক, কিন্তু তার সঙ্গে তো আপনি খুব নম্রভাবে কলা বললেন ! রাসুল সাঃ তখন ইরশাদ করলেন হে আয়েশা ! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার কটুবাক্যের ভয়ে মানুষ তাকে কিছু বলে না।

রাসুল (সাঃ) হযরত আয়শা (রাঃ) কে এ কথা বোঝালেন যে, সর্ব শ্রেণির মানুষের সাথেই সৌজন্যমূলক আচরণ করা কর্তব্য। সে জন্যই আগন্ত লোকটি তার গোত্রের মন্দ লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে আমরা সদাচার ও নম্র বাক্যের মর্যাদার কথা জানতে পারি। একটি হাদিসে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষের সাথে সদাচারে সঙ্গে মিলিত হওয়া এক ধরনের দান'। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর বিবেকের পূর্ণতা হচ্ছে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহারের সঙ্গে মিলিত হওয়া।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় 'মুদারাত' ও 'মুদাহানাত' বলে দুটি পরিভাষা রয়েছে। মুদারাত হচ্ছে সৌজন্য ও সদাচার যা সবার সঙ্গে করা যায় এবং তা প্রশসংনীয়। আর মুদাহানাত হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন। অর্থাৎ গর্হিত কর্ম হতে দেখেও নমনীয় থাকা, যা ইসলামী শরীয়ত মতে গুরুতর অপরাধ। গর্হিত কর্মের প্রতি অন্তরে বিরোধ রেখে বাহ্য সম্মতি প্রদানের বিষয়টিও বৈধ নয়। অন্যায় ও মন্দ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হওয়াও বৈধ নয়, যার ফলে তার অন্যায় কর্মের প্রতি সম্মতি প্রকাশ পায়। তবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদেরকে কৌশলে ইসলামের পথে আনার জন্য মিলিত হওয়া বৈধ। হাদিসের আলোকে এ কথাও বোঝা যায় যে, দূর্বাক ও মন্দ মানুষের সাথে সাধারণত নম্র কথা ও নম্য আচরণই উত্তম, এ ধরনের মানুষের সাথে কঠিন আচরন ফলপ্রসু হয় না। তাছাড়া সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কোন অশিষ্ট আচরনও করে বসতে পারে। সে জন্য এ ধরনের মানুষকে যিনি উপদেশ দিবেন, তিনি যথাসাধ্য নম্রতার আশ্রয় নিবেন।

প্রতিদিনের জীবনে আমরা অনেক মানুষের সাথে মিলিত হই এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা ও আচর-আচরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কথা বার্তা আচরন-আচরনের মধ্যে সর্বদাই যে প্রীতির আবহ থাকে তা নয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিব্রতকর কথাবার্তা এবং আচার-আচরণের মধ্যে পড়ি। কখনো প্রতিবাদ ও বিতর্কের সম্মুক্ষীণ হই। এ সকল অযাচিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে সংযম ও পরিমিত বোধ থাকা চাই।

পরোপকার

যে ব্যক্তি পরের উপকার করে মহান আল্লাহ তার উপকার করেন। পরোপকার আমাদের সামাজিক জীবনে অন্যতম নৈতিক দায়িত্বও বটে। মহানবী (সাঃ) আমাদেরকে পরোপকার শিক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তম প্রতিদানের কথা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেছেন - যে ব্যক্তি কোন মানুষের ইহকালীন কোন বিপদ দূর করে দিবে মহান আল্লাহ তার বিচার দিবসের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে সমাজের মানুষের মধ্যে পরোপকারের মনোভাব থাকবে সে সমাজ হবে প্রীতিপূর্ণ ও শান্তিময়। তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে পরোপকারে এগিয়ে আসা।

কবি বলেছেন - 'সকলের তবে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তবে'

একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন মুহূর্তে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুক্ষীণ হয়, আবার আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে পরোপকারের সামর্থ রাখি। উপায় উপকরণ দিয়ে সহায়তার মাধ্যমে যেমন উপকার হতে পারে তেমনি শ্রম, বুদ্ধি এবং কথা দিয়েও উপকার হতে পারে, সে বিবেচনাই আমরা প্রত্যেকে পরোপকারের সামর্থ রাখি।

আমার প্রিয় শিকড়ের কথা

মোঃ হারুন অর রশিদ পাটওয়ারী
এম.এ(ঢাবি) ডি.এইচ.এম.এস (বিএইচবি)
সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও
মালীগাঁও পাটওয়ারী বাড়ি

কুমিল্লা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অজপাড়া গাঁ-এ আমার শিকড় অর্থাৎ গ্রাম। নাম তার মালীগাঁও। ইউনিয়ন-মালীগাঁও ও উপজেলা-দাউদকান্দি। এ গ্রামে আমি জন্ম গ্রহণ করে গর্বিত। এলাকার মধ্যে গ্রামটি আয়তনে বড়, জনসংখ্যায় প্রায় এগার হাজারের মত, শিক্ষা ও অন্যান্য দিক দিয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু পূর্বে গ্রামটি ছিল অনুন্নত। ছোট বেলায় যখন স্কুলে যেতাম তখন মনে হতো আমি একটি দুর্ভাগা গ্রামে জন্মেছি। কেননা এ গ্রামে কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, রাস্তা-ঘাট নেই,এমনকি আশেপাশেও ছিলনা। শিক্ষিত যারা ছিলেন তারা গ্রামে থাকতেন না, যার যার পেশা নিয়ে বাইরে থাকতেন। একটি মাত্র প্রাইমারী স্কুল ছিল। যার লেখাপড়ার মান ছিল অত্যন্ত খারাপ। ভাল লেখাপড়া হতোনা। তবে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কয়েকটি মক্তব ছিল। সেখানে লেখাপড়া মোটামুটি ভালই হতো। মাঝে মাঝে ভাবতাম যে, যদি আমাদের গ্রামটিতে ভাল স্কুল, রাস্তা-ঘাট এবং অন্যান্য সুবিধা থাকতো তা হলে আমাদের এলাকা আরো আগেই উন্নতি লাভ করতো। আমরা ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারতাম। আমাদের গ্রামে কি এমন কোন ব্যক্তি জন্মেনি যার নেতৃত্বে আমাদের গ্রাম/এলাকার উন্নতি হবে? ছোট বেলায় কেন জানি আমার একটি ভাল স্কুলে পড়ার সুপ্ত বাসনা ছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়নি। আমার জ্যাঠা মরহুম মোঃ ওমর আলী পাটওয়ারী আটিপাড়া প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঐ স্কুলে ভাল লেখাপড়া করার আশায় আমি ২য় শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে আবার ৫ম শ্রেণিতে মালীগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সহিত প্রাইমারী পাশ করলাম। আমি সব শ্রেণিতে প্রথম হতাম। আবারো চিন্তা শুরু হলো ভাল হাই স্কুলে ভর্তির। কোথায় হবো, শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি হাটখোলা হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। রাস্তা-ঘাট ভাল ছিলনা । কোন রকমে পায়ে হেঁটে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার রাস্তা কষ্ট করে যেতাম। আমি প্রায় ৮০/৯০ জন ছাত্রের মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে প্রথম হয়ে ৭ম শ্রেণিতে উঠলাম। এভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাশে প্রথম ছিলাম। আমার বাবা যেহেতু বুয়েট-এ চাকুরি করতেন তার ইচ্ছা ছিল আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবেন। আমি সে লক্ষ্য নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকি। উল্লেখ্য, হাটখোলা স্কুলের পূর্ববর্তী যতগুলো ব্যাচ ছিল তাদের মধ্যে আমাদের ব্যাচটি ছিল খুব ভাল। আমাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। যার কারণে এই ব্যাচের ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী হাটখোলা স্কুলের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ১৯৮২ সালে প্রথম বিভাগে পাশ করে। যদিও আমি অষ্টম শ্রেণিতে উঠার পর এ স্কুলে দলাদলির কারণে স্কুল ত্যাগ করে বরকোটা হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হই। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মরহুম মোঃ আবদুস সামাদ, বিটি।

নতুন স্কুলে নতুন সব ক্লাশমেট, স্যারদের কাছেও নতুন, তারই মাঝে লেখা পড়া ভালই চলছিল কিন্তু সমস্যা ছিল যে, আমি এক গ্রামের একমাত্র একজন এত দূরের ছাত্র। কোথাও কারো কাছে সহযোগিতা পেতাম না। বেশি সমস্যা হত দৈনিক ১০/১২ কিমি পথ শুধুই পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করতে হতো । রাস্তা তেমন ভাল ছিলনা। বর্ষাকালে আরো অবস্থা খারাপ ছিল। পানি বেশি হলে বা বৃষ্টির দিনে কাঁদা পানি ভেংগে কখনো অনেক রাস্তা ঘুরে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে হতো। এতে করে নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হতোনা। পড়াশুনার খুব ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। বর্ষায় পানি বেশি হলে কখনো লুঙ্গি আবার কখনো গামছা পড়ে এত দুরত্বের পথ পাড়ি দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হতো। কিন্তু তারপরও দমে যাইনি। এগিয়েছি দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে। যাহোক, ক্লাশে পঞ্চম হয়ে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলাম। বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করলাম। কিন্তু উচ্চতর গণিত বা অংক বুঝারমত কাকেও পেতাম না, স্কুলে স্যার যা

শেখাতেন তা পুঁজি করে নিজ চেষ্টায় এগুতে থাকলাম। ভাগ্যের কি পরিহাস, পারিবারিক দূর্ঘটনায় পতিত হলাম। বাবা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) চাকুরিরত অবস্থায় হঠাৎ চাকুরিতে অক্ষম হয়ে তিনি বাড়ি চলে এলেন। লেখাপড়ার অসুবিধা হতে লাগল। বিশেষ করে আর্থিক সংকটে পড়লাম। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে পরিবারের হাল ধরতে হলো। দশম শ্রেণিতে উঠলাম। কয়েকমাস লেখা পড়া চালিয়ে নিলেও পরবর্তীতে আর সম্ভব হলনা। বাধ্য হয়ে বাবার চাকুরি স্থলে একটি চাকুরি নিলাম। কিন্তু লেখা পড়ার অদম্য ইচ্ছা মাথা থেকে কোন রকমেই বাদ দিতে পারিনি। এরই মধ্যে চাকুরীস্থল থেকে ৩ মাসের ছুটি নিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। যেহেতু বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলাম, দশম শ্রেণিতে তেমন ক্লাশও করতে পারিনি। মানসিক চাপ আর চিন্তার মধ্যে এই তিন মাস পড়াশুনা করে পরীক্ষায় অংশ নিলাম। ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। এর পেছনে আমার শ্রদ্ধেয় স্যার মরহুম আবদুস সামাদ বিটির বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং দো'য়া করি সৃষ্টিকর্তা তাকে জান্নাতবাসী করেন। চলে এলাম ঢাকায়। চাকুরিতে যোগদান করলাম। ভর্তি হলাম সান্ধ্যকালীন শিফটে ঢাকা সিটি কলেজে। এ কলেজ থেকেই এইচ.এস.সি এবং স্নাতক পাশ করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সান্ধ্যকালীন শিফটে ভর্তি হয়ে স্নাতকোত্তর (এম.এ) ডিগ্রী (২য় শ্রেণি) অর্জন করি। আমার অদম্য ইচ্ছা আর দৃঢ় প্রত্যয় থাকায় চাকুরির পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছি, চাকুরি জীবনেও উচ্চতর পদে উঠতে পেরেছি। আমার ব্যক্তি জীবনের বাস্তব কিছু কথা এখানে তুলে ধরার একটি কারণ হচ্ছে-আমার অজপাড়া গাঁ-এর সেই মেধাবী ছাত্রটি যে কোন পরিস্থিতিতে দমে না যায়, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহস পায়।

যাহোক, গ্রামকে নিয়েই কথা বলছি। আজ আমাদের গ্রামটি একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত হতে যাচ্ছে। তার পেছনে যাদের সবচেয়ে বেশী অবদান তাঁরা হচ্ছেন এ গ্রামের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল লতিফ সরকার এবং সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল মোঃ ইকবাল করিম ভূঁইয়া। তাঁরা গ্রামের অন্ধকারকে দূর করে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। গ্রাম ও এলাকার উন্নতি সাধন করেছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠায় গ্রামের আরো কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলে নয়। তারা হচ্ছেন-জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মেম্বার, জনাব মোঃ আবদুল কাহার পাটওয়ারী, জনাব মোঃ মিলন ভূইয়া, জনাব মোঃ জমির হোসেন ভূইয়া, জনাব মোঃ এনামুল হক ভূইয়া, জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মুন্সি, জনাব মোঃ সলিমুল্লা মুন্সি ও আরো অনেকে, যারা মারা গেছেন তারা হলেন-মোঃ মোকারম সরকার, মোঃ মোজাহারুল হক পাটওয়ারী, মোঃ কায়সার ভূঁঞা, মোঃ আব্দূল গনি ভূইয়া, মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা, মোঃ মোহর আলী মুন্সী, মোঃ আব্দুল মান্নান পাটওয়ারী, মোঃ মফিজুর রহমান পাটওয়ারী, মোঃ আবুল খায়ের মোল্লা, আরো অনেকে। তাছাড়া আমাদের পার্শবর্তী গ্রামের যেমনঃ-বায়নগরের জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক মাস্টার, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন মাস্টার, আটিপাড়ার জনাব মোঃ জসিম মুন্সী (মাস্টার), আনুয়াখোলার সাংবাদিক জনাব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সরকার ও জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল সরকার, কালাসোনার মরহুম মোঃ আবুল বাশার এবং ভূরভুরিয়ার শ্রী রমেশ চন্দ্র ভৌমিক ও আরো অনেকে, তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন। অনেকের নাম মনে পড়ছেনা, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। স্কুল উন্নয়নে সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ ও বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহজালাল আর্থিক ও অন্যান্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব ডঃ আবদুল লতিফ সরকার এবং সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল মোঃ ইকবাল করিম ভূইয়া গ্রাম/এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় আজ শিক্ষা থেকে নিয়ে অবকাঠামোগত সকল উন্নয়ন করে গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করেছেন। মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মালীগাঁও হসপিটাল, ব্যাংক, মালীগাঁও ইউনিয়ন ও তার ভবন প্রতিষ্ঠা, সমগ্র এলাকার রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান করা। এ দু'জন কৃতি সন্তানের কাছে আমরা এলাকাবাসী ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাদের গৌরব এবং আর্শীবাদ হয়েই এসেছেন। তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। এ গ্রামটি আজ উন্নত ও আদর্শ গ্রামে পরিণত হয়েছে, এতে করে এলাকাবাসী বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই গ্রামে আরো একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম মরহুম মৌলভী মোঃ আব্দুল লতিফ মুন্সী, যিনি এ গ্রামের শিক্ষায় তথা ধর্মীয় শিক্ষা ও আচার-আচরণ, সামাজিক বন্ধন এবং শিক্ষার

বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের গ্রামটি আজকের এরূপ লাভ করেছে। আল্লাহ তাঁকে বেহেশতবাসী করুন।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ডঃ মুহাম্মদ আবদুল লতিফ সরকারের নাম শুনেছি। তিনি একবার গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন তাকে প্রথম দেখেছিলাম। টল ফিগার, ক্লীন সেভ, দেখতে খুব হ্যান্ডসাম কিন্তু তার সাথে পরিচয় হয়নি। পরবর্তীতে তিনিই যে গ্রামের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য নিজেকে নিবেদিত করবেন তা আমরা ভাবিনি। গ্রামবাসী যখন তাকে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় তখন তিনি নির্দ্বিধায় সাড়া দিয়ে নিজেকে স্কুল প্রতিষ্ঠায় তথা এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে উৎসর্গ করলেন। এলাকায় স্কুল, মাদ্রাসা এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা/সহযোগিতা করে সকল প্রকার শিক্ষার আলো ছড়ালেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক ডাঃ এ.আর.এম. লুৎফুল কবীর বাবার উত্তরসূরী হিসেবে স্কুল ও গ্রামের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তার স্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ নাজনীন কবীরসহ। একজন ব্যস্ত চিকিৎসাবিদ হয়েও স্কুল ও গ্রামের উন্নয়নে শ্রম ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। স্কুলে তার মায়ের নামে প্রতি ক্লাশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হাসনা লতিফ স্কলারশীপ চালু করেছেন। ফলশ্রুতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক উপকার হচ্ছে। আমাদের এলাকার বাইরেও আরো অনেকে আমাদের স্কুলের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি ইতিহাসও আছে। এই এলাকায় একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য এলাকাবাসী প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মালীগাঁও না কালাসোনা করা হবে তা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে এলাকা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকে তাদের পছন্দের জায়গায় স্কুল করার বদ্ধ পরিকর হয়। এ নিয়ে এলাকায় তুমুল লড়াই শুরু হয়। বিশেষ করে ডঃ মুহাম্মদ আবদুল লতিফ সরকারের নেতৃত্বে মালীগাঁও স্কুল করার জন্য আমার গ্রামের লোকজনের তীব্র দাবী ছিল। পরবর্তীতে বায়নগর, ভূরভূরিয়া, আনুয়াখোলার একাংশ ও অন্যান্য দু একটি গ্রাম যোগ দেয়। আমার গ্রামের লোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি এত আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং দৃঢ় মনোবল দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। শুরু হলো স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রথম কার্যক্রম হিসেবে জায়গা সিলেক্ট করে মাটি ভরাট করার কাজ। আমার পিতা মরহুম আবদুল মান্নান পাটওয়ারী, তিনি একজন সম্পূর্ণ অন্ধ ব্যক্তি হয়েও তিনিই প্রথম মাটির বোঝা ফেলে সকলকে উৎসাহিত করেন। গ্রামের গরীব থেকে শুরু করে ধনী ব্যক্তি সকলেই যার যা কিছু ছিল তা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পিছনে গ্রামের প্রতিটি লোকের/পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য।

আমি তখন গ্রামের যুবকদেরকে কিভাবে সক্রিয়ভাবে স্কুলের কাজে লাগানো যায় চিন্তা করতে লাগলাম। আমার কিছু সহসাথী মোঃ শাহীন মাস্টার, মোঃ ফেরদৌস সরকার, মোঃ হাবীব উল্লাহ পাটওয়ারী, মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার, কারী মোঃ আবদুল লতিফ, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সী, ফখরুল ইসলাম সরকার,মোঃ শাহাবুদ্দিন ভুঁঞা ও অন্যান্যদের সংগে পরামর্শ করে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য মালীগাঁও গ্রামের সকল যুবকদেরকে সংগঠিত করি এবং আমার নেতৃত্বে প্রায় দেড়শত যবুককে নিয়ে একটি যুব সংগঠন গঠন করি। যার নাম দেয়া হয় "মালীগাঁও সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ"। পরবর্তীতে উক্ত ক্লাব সরকারী নিবন্ধন করা হয়। উক্ত ক্লাবের সকল সদস্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় মাটি কাঁটা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রাম হতে ছাত্র সংগ্রহ করা, স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং অন্যান্য কাজ করেছিল।

স্কুলের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য ভাল ছাত্রের প্রয়োজন। তা চিন্তা করে আমি আমার নিজের বাড়িতে আল আকসা নামে একটি কিন্ডার গার্ডেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করি, কেজি থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত। যা থেকে কিছু ভাল ছাত্র ঐ সময় স্কুল পেয়েছিল।

অপরদিকে কালাসোনায় একই সময়ে নয় গ্রাম সম্মিলিতভাবে নবগ্রাম নামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। দুটি স্কুল ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। কালাসোনায় স্কুল প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে ছিলেন জনাব মোঃ রকিব উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন যুগ্ম সচিব।

যাহোক, অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে এলাকাবাসীর মত আমার কাংঙ্খিত বাসনা পূর্ণ হলো। দুইটি স্কুল হওয়াতে আজ এলাকায় ঘরে ঘরে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারী বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছেন। মেয়েদের শিক্ষার হার পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পূর্বে তো প্রাইমারি শিক্ষার উপরে অত্র এলাকার মেয়েদের পড়ার চিন্তাই করা যেতনা। যে পরিবারে একজন মেয়ে শিক্ষিত থাকবে সে পরিবারের সন্তানরাও শিক্ষিত হবে। তাই তো বিশ্ব বিখ্যাত দেশ বিজেতা ও শাসক নেপোলিয়ানের বলেছিলেন যে,"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব"। তাছাড়া আমাদের মহানবী হযরত (সঃ) বলেছেন যে, "শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে যাও"। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। পরিবার, সমাজ, জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে-শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া উন্নতির বিকল্প নেই। আমাদের এখন চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে-মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়কে একটি কলেজে পরিনত করা। অতঃপর ভবিষ্যতে আমরা অথবা বর্তমান প্রজন্ম থেকে কারো না কারো নেতৃত্বে হয়তবা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হতে পারে, ইন্‌শা'আল্লাহ। প্রত্যাশায় রইলাম।

আমি সব সময় স্কুলের উন্নতির কথা চিন্তা করি। আমি যখন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য (শিক্ষানুরাগী) ছিলাম, চেষ্টা করেছি স্কুলের উন্নয়নের। কিভাবে স্কুলের ভাল রেজাল্ট করা যায়। স্কুলটি এলাকার মধ্যে ভাল স্কুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। আমাকে স্কুলের কোন কাজে/সভায় যখনই ডাকে আমার যত ব্যস্ততাই থাকুক আমি উপস্থিত হতে চেষ্টা করি। যদিও আমি বুয়েট-এ প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত আছি।

একটি স্কুল ভাল হতে হলে প্রয়োজনঃ (১) শিক্ষার প্রতি অনুরাগী এরূপ ব্যক্তি দ্বারা স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠন এবং স্কুল পরিচালনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নজরদারী এবং প্রশাসনকে জবাবদিহিতায় আনা। (২) প্রধান শিক্ষকের কঠোর প্রশাসন ব্যবস্থা এবং শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে কাউন্সিল করা (৩) দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ (৪) শিক্ষকমন্ডলীর আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে পাঠ দান করা যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠের প্রতি আগ্রহী হয় (৫) ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রেগুলার স্কুলে উপস্থিত থাকাসহ লেখা-পড়ায় আগ্রহী হওয়া (৬) অভিভাবকগণের সচেনতা (৭) এলাকাবাসীদের সার্বিক সহযোগিতা। এগুলোর মধ্যে আমাদের স্কুলে অনেক কিছু ঘাটতি আছে। এ ঘাটতিগুলো পূরণ করলে স্কুল অবশ্যই উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করবে, সন্দেহ নেই। কেননা বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বেশির ভাগ শিক্ষকই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত ও দক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তারা একটু যত্নবান ও আন্তরিক হলে স্কুলটি ভাল ফলাফল করবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া পরিচালনা কমিটির সভাপতি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দক্ষ পরিচালক এবং অন্যান্য সদস্যগণ শিক্ষিত ও দক্ষ। তাঁদের পরিচালনায় অবশ্যই স্কুলটি উত্তরোত্তর উন্নতি ও ভাল করবে, এটা এলাকাবাসীর প্রত্যাশা।

আমি লেখার শুরুতেই আমার প্রিয় শিকড়কে অর্থাৎ গ্রামকে দুর্ভাগা বলেছিলাম। আসলেই আমরা তখন অত্যন্ত কষ্ট করে লেখাপড়া করেছি, যা আগেই লিখেছি। এলাকার বর্তমান প্রজন্ম অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সুবিধা নিয়ে পড়াশুনা করছে আমরা সে সুবিধা পেলে হয়তবা আরো ভালো করতে পারতাম। তাই তাদের কাছে আমার একটাই পরামর্শ যে, হাতের কাছে এত সুবিধা পেয়ে তা কাজে লাগাও, নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করে সময়ের মূল্যায়ন কর, রীতিমত পড়াশুনা কর, সত্যবাদী ও পরিশ্রমী হও, পরম সৃষ্টি কর্তার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখ, তা হলে তুমিও লেখাপড়ায় ভাল করবে এবং জীবনে উন্নতির উচ্চ সিঁড়িতে উঠতে পারবে। এই গল্পে আমার জীবনের কিছু কথা উল্লেখ করেছি, তা থেকে যদি তোমাদের কিছু অনুকরণ করার থাকে তা হলে ভাল করার সহায়ক হতে পারে।

আমরা পৃথিবীর যে যেখানেই থাকিনা কেন, শিকড়/গ্রামের প্রতি একটা আলাদা অনুভূতি বা হৃদয়ের গভীর টান অবশ্যই থাকে, যাকে ভুলা যায় না। শিকড়ের টানে আসতেই হয়। আমরা যারা বিভিন্ন পেশা নিয়ে বাইরে থাকি তারা যেন গ্রাম বা শিকড়কে ভুলে না যাই। যার যে সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী শিকড়/গ্রামের উন্নয়নের চেষ্টা করি, এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা। পরিশেষে আমার সেই গ্রামটির উত্তরোত্তর উন্নতির প্রত্যাশায় এবং সকলের সুস্থাস্থ্য ও দো'য়া কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

লেখকঃ-মোঃ হারুন অর রশিদ পাটওয়ারী, সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার (পঞ্চম গ্রেড), সংস্থাপন শাখা
রেজিস্ট্রার অফিস, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা-তে কর্মরত

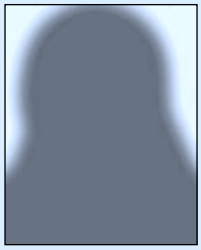

স্মৃতি তুমি বেদনার

বেগম নুরুন্নাহার সাঈদ
সহধর্মিনী মরহুম মোঃ সাঈদ উদ্দিন সরকার
সদস্য প্রথম ম্যানেজিং কমিটি

নীলাভ আকাশের নীল সমুদ্রে স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় যখন একাকার হয়ে যায় টিক কথনই এক রাশ স্মৃতি নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। কি সুখ পাও তাতে? সেদিন সাদা কাফনে জড়িয়ে চলে গেলে ঠিক সেই দিনই নিজকে জড়িয়ে নিলাম সাদা কাপড়ে। তুমি সাজ পছন্দ করতে, সাজতাম, তোমার চলে যাওয়ার সাথে সাথে কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেই সাজ। পৃথিবটা বড় কঠিন। তারচেয়েও বড় কঠিন পৃথিবীর মানুষগুলো। নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আমি পেয়েছি। কিন্তু কোথায় যেন সেই ভালবাসার খেই হারিয়ে ফেলি। তুমি বলতে 'আমার চিঠি গুলো জীবন্ত হয়ে কথা বলে।' এখন আর চিঠি লিখতে পারি না। সুখের পায়রাগুলো ধরে রাখতে পারি না। শুধুই গুমরে, কুড়েঁ কুড়েঁ হায়, কখনই বিলীন হয়ে যায় না। বলতো কেন ?

তুমি চলে গেলে
সব কিছু নিয়ে গেলে
শুধু স্মৃতিগুলো রেখে গেলে
মুছে দেওয়া দিনগুলি
আমায় যে পিছু টানে
স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনার রঙ্গে রঙ্গে ছবি আঁকে।

মৎস্য সম্পদ, এর গুরুত্ব ও অপার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
বি.এস.সি(অনার্স) ইন ফিসারিজ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচলিত একটা কথা আছে
"মাছে ভাতে বাঙ্গালী
মাছ খেয়ে মোরা শক্তিশালী।"

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে রয়েছে ৩১০টি বা কারো মতে ২৩০টি নদী। দেশের দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। সিলেট বিভাগে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো হাওড়। তাছাড়া আরো রয়েছে খাল, বিল, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদি। এই বিশাল স্বাদু পানির এলাকাগুলো মৎস্য সম্পদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন স্থান।

আমরা যে পরিমাণ প্রাণীজ আমিষ পেয়ে থাকি তার ৬০-৮০% আসে মাছ থেকে। জিডিপিতে মৎস্য সম্পদের অবদান ৩.৬৯%। প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে ১১ শতাংশের অধিক মানুষের জীবিকা যোগান দিয়ে থাকে এ মৎস্য সম্পদ। জাতীয় রপ্তানী আয়ের ৯.৬৩% আসে চিংড়ি মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি থেকে। মৎস্য সম্পদ, স্বাদু পানির এই বিশাল ক্ষেত্র ছাড়াও রয়েছে বর্তমান সরকারের সাফল্যে অর্জিত সমুদ্রে ১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি এলাকা। ফলে বর্তমানে সামুদ্রিক জলসীমার এলাকা ১,৬৬,০০০ বর্গ কিমি। যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের চেয়েও বড়। আমাদের দেশের উৎপাদিত মাছের অধিকাংশই Extensive বা সনাতন পদ্ধতির। Semi intensive পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ১১ শতাংশের জনবলের প্রায় দ্বিগুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। অপার সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে মৎস্য চাষ আর বাংলাদেশ হচ্ছে মৎস্য চাষের একটি উর্বর জায়গা।

মাছ মানুষের দেহের বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব বিশেষত ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-ই পূরণসহ অত্যাবশকীয় খনিজ লবনের যোগান দেয়। দেশীয় ছোট মাছ শিশুদের অন্ধ্যত্ব, রক্ত শূণ্যতা, গলগন্ড প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতিকালে বিজ্ঞানীরা মাছকে সবচেয়ে নিরাপদ আমিষের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মাছ হলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের একটি অন্যতম উৎস। ওমেগো-৩ রক্ত চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। এর অপর নাম মস্তিস্ক খাদ্য। এতে অত্যাবশকীয় অ্যামাইনো এসিডের সবগুলোই উপস্থিত আরো উপকারীতা রয়েছে এই ওমেগা-৩ এর তন্মধ্য- হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক, রিউম্যাটয়েড, বাত রোগ বা আর্থাইটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করে। তাছাড়া শিশুদের হাঁপানী, মহিলাদের স্তন ও পুরুষের প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। শরীরের বাড়তি ওজন কমাতে মেনুপোজাল বা পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের মন-মুড ভালো রাখতে সাহায্য করে। শিশুদের মস্তিস্কের বিকাশ ও চোখের উপকারীতার জন্য American Heart Association সপ্তাহে দুবার মাছ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মাছের ভিটামিন-এ চোখ ও ত্বকের জন্য উপকারী এবং রোগ ও বার্ধক্য প্রতিরোধক। একটু হাস্যরস করে বললে বলতে হয়, আগামী পৃথিবী সম্পূর্ন মৎস্য সম্পদের অধীনে এবং মাছ হবে প্রধান খাদ্য। মেরু অঞ্চলে বরফ গলতে থাকলে পৃথিবী তলাবে পানির নিচে। তখন পৃথিবীবাসীর আবাসস্থল হবে জাহাজ এবং খাদ্য হবে মৎস্য সম্পদ। হ্যাঁ, আগামী পৃথিবী মাতাবে মৎস্য সম্পদ ও তার অধিকারী জনবল। তাই তরুণ উদ্যেক্তাদের জন্য মৎস্য খাত একটি উদীয়মান এবং সম্ভাবনাময় খাত। বেকারদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মৎস্যচাষ একটি সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। গ্রামের অনেক যুবক যারা এখনও চাকুরী পাননি অথবা বিদেশ যাওয়া নিয়ে ভাবছেন বা উভয় ভাবনাতেই ব্যর্থ হয়েছেন

তাদের বেকারত্ব দূরীকরনের জন্য মৎস্য চাষ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এখন সারা বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে রয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা, তাদের কাছে পরামর্শ নিতে পারে। অথবা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আওতায় ট্রেনিং দেয়া হয় মৎস্য চাষের উপর। তাছাড়াও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থাগুলো প্রতিদিন সামান্য ভাতার বিনিময়ে ট্রেনিং দিয়ে থাকেন যার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সহজ সুদে ২-৫% হারে ঋণ নেয়া যায়। সুতরাং নিজের কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি আরো অনেকের কর্মের স্থান সৃষ্টি করতে পারেন মৎস্য চাষের মাধমে। এই ব্যবসায় লোকসানের কথা চিন্তা না করলেও চলে কারণ মৎস্য চাষের BCR (Benefit cost Ratio) তিনগুণ। অর্থাৎ আপনি ১ টাকা ব্যয় করলে সুষ্ঠভাবে এর ব্যবহার করতে পারলে তিনটাকা লাভ হবে।। তাই যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করাতে চান, তাদের জন্য মৎস্য চাষ একটি চাবি স্বরূপ।

তাই এক কথায় বলা যায়।

"অর্থ, বৃত্তই মৎস্য চাষ, থাকুন সুখে বার মাস"।

মালীগাঁও আমার গ্রাম, আমাদের গ্রাম

ডাঃ মোহাম্মদ আমিনুল হক সরকার
এম.ডি. (ইন্টারনাল মেডিসিন, ২য় পর্বে অধ্যয়নরত)
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম

মহান স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। শহরের নাম করা স্কুলগুলোর জন্য এটি একটি নিয়মিত ব্যাপার হলেও মফস্বলের একটি স্কুলের জন্য অভাবনীয় ঘটনা। ছোটবেলা থেকে জেনেছি মালীগাঁও একটি আদর্শ গ্রাম। এই গ্রামে মুরব্বীদের সবাই সম্মান করে। ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে সবাই এই গ্রামে মিলেমিশে বসবাস করে। গ্রামের সুখ, দুঃখ, আবেগ সকলের সমানভাবে ভাগাভাগি করে। নব্বইয়ের দশকে এই গ্রামের প্রাণপুরুষ ড. আবদুল লতিফ সরকার এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় যখন এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন কাছাকাছি এই অঞ্চলে কোন বিদ্যাপিঠ ছিলনা। তাই এতদঅঞ্চলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রসারে এই মানুষটির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উনার যোগ্য উত্তরসূরী প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর যখন স্মরণিকার জন্য আমার কাছে লেখা চাইলেন তখন নিজেকে খুবই ছোট এবং লজ্জিত মনে হচ্ছিল কেননা দূর থেকে সফলতা কামনা ছাড়া আর কোনভাবে স্কুলের সাথে যুক্ত থাকতে পারিনি। তারপরও এই শুভক্ষণে আমাকে মনে করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে প্রকাশনাটির পিছনে যারা শ্রম ও সময় দিয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

কিছুকথা

ডাঃ মোঃ নেছার উদ্দিন দেওয়ান
মালিগাঁও ২০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী হাসপাতাল
দাউদকান্দি, কুমিল্লা

আমি খুব উপভোগ করি ক্লাশ নিতে। তাই গত দেড় মাস প্রতি বৃহস্পতিবার শত ব্যাস্ততার মধ্যেও ছুটে যাই আমার প্রাণ প্রিয় বিদ্যালয় সুন্দুল পুর হাই স্কুলে যেখান থেকে আমি এস.এস.সি. পাশ করেছি। সেখানে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সাথে বসে এক কাপ চা খাই, গল্প করি; দশম শ্রেণীর জীব বিজ্ঞান ক্লাশ নিই।

মনে পড়ে কয়েক মাস আগের কথা। শ্রদ্ধেয় মনির স্যার এবং প্রাণ প্রিয় নজরুল ভাইয়ের অনুরোধে মালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে যাই একটা ক্লাশ নিতে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব বিল্লাল হোসেন মিয়াজী প্রতি ক্লাশে যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সত্যিই খুব সম্মানবোধ করেছি। সেদিন আরও অনুভব করেছি যে বিদ্যালয়ের টিচিং স্টাফ এত ভালো সে বিদ্যালয় এগিয়ে যাবে অনেক দূর।

প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শুভ কামনা করছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল কাজ

ডাঃ ফারহাত লামিসা কবীর
আজীবন দাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

নিজেকে জীবনের জন্য তৈরী করা

ফজলে রাব্বি ইমন

এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, প্রধান শাখা, মতিঝিল শাখা, ঢাকা

Son-in-law of Prof. ARM Luthful Kabir & Prof. Nazneen Kabir

জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আমাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রতিযোগীতা করতে হয়, এমনকি পৃথিবীতে আসার পূর্বেও। "The world is for the survival of the Fittest" যদিও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমার যতটুকু মনে পড়ে, বিজ্ঞান বলে - আমরা যারা এ পৃথিবীতে এসেছি সবাই মোটামুটি ৩০০ মিলিয়ন Sperm (শুক্রানু) এর সাথে প্রতিযোগীতা করে এসেছি। তারপর স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা, ক্লাশে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগীতা, এমনকি জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে আমাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। লেখাপড়া শেষ করলেই তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে ব্যাপারটা এমন নয়, আমাদের কর্ম জীবনেও অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। Climbing to the top demands strength, whether it is to the top of Mount Everest or to the top of your career" Says APJ Abul Kalam. অনেক সময় অভিভাবকের চাপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিষয়ে ইচ্ছার তাঁদের লেখাপড়া করতে হয়। যার ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল দেখা যায় না। সাধারণতঃ অভিভাবকরা বলেন, এটা হও, সেটা হও, ওরমত হও, তার মত হও। কিন্তু তার মানে এই না যে, আমাকে BUET এ পড়তেই হবে, যদিও আমার মধ্যে খেলোয়ার Mashrafi হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। "A successful life is one that is lived through understanding and pursuing one's own path, not chasing after the dreams of others." – Chin-Ning Chu

তাই আমার মনে হয়, আমাদের প্রত্যেকের পিতা ও মাতাকে আরও কিছুটা বন্ধুসুলভ আচরণ করা উচিত। যাতে করে কোমলমতি শিশুদের প্রকৃতিগত প্রতিভা বিকশিত হয়। আমরা জানি আমাদের প্রত্যেকের বাবা ও মায়েরা আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল চায় এবং আমাদের ভবিষ্যতের সুখ শান্তির চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন। তবে মাঝে মাঝে অনেক ছাত্র ও অভিভাবকেরা অতি উৎসাহ প্রবণ হয়ে পড়েন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, The greatest gifts you can give to your children are the roots of responsibility and the wings of independence. - Denis Waitley

তবে জীবনের এই পথ চলার জন্য আমাদেরকে Smart সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর মাধ্যমে, আমরা Smart মানুষ হতে পারি।

S = Specific Goal

M = Measureable

A = Achievable

R = Relevant decisions

T = Time bound (with a certain Time frame)

আমাদের অনেকের ধারণা সমাজের স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের ও বর্ণের অত্যাধুনিক কিছু পোশাক পরিধান করলেই হয়ত Smart হওয়া যায়। এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। 'None can destroy iron, but its own rust can! Likewise, none can destroy a person but his own mindset can"---- Ratan Tata. কিছু পদক্ষেপ যা তোমাকে Smart হতে সাহায্য করবে।

১) **তোমার সময়কে নিয়ে Smart হওঃ** সময়ের কাজ সময়মত করতে হবে। কারণ জীবন অনেক স্বল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। তাই জীবনের প্রতিটি কাজ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে করতে হবে।

২) **যা শিখবে তা লিখবেঃ** তুমি প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে কিছু শিখছ। যা হয়ত তোমার পক্ষে সব সময় মনে রেখে কাজ করা সম্ভব না। তাই প্রতিদিনের শিক্ষনীয় বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করতে পারলে ভাল হয়। যা তোমার Brain Power বা বুদ্ধিমত্তাকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

৩) **একটি তালিকা তৈরী কর ঃ** বুদ্ধিমত্তার একটি বড় অংশ হলো দৃঢ়তা (Confidence) এবং সুখী থাকা (Happiness)। "If you have confidence, if you believe in yourself, you can go anywhere"(Katie Kacvinsky Awaken). And "Happiness is not the absence of problems; it's the ability to deal with them" – (Steve Maraboli) তাই এই দুটি গুনাবলীকে বৃদ্ধি করার জন্য যা তুমি করতে পারনি তার LIST নয় বরং যা তুমি সফলভাবে করেছ তার একটি তালিকা তৈরী করতে পার।

৪) **তুমি কি তোমার SMART বন্ধুদের সাথে আছ ?** আড্ডা দাও, গল্পকর, আলোচনা কর তোমার এমন বন্ধুদের সাথে যারা তোমার চেয়ে বেশী জানে এবং বুদ্ধিমান। তাতে করে অল্প সময়ে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে। যদি তোমার IQ Level এখন ২ হয়, আর তোমার বন্ধুর যদি হয় ৮, সেক্ষেত্রে তাদের সাথে চলাফেরা করার কারণে IQ Level ২ থেকে বাড়বে বৈ কমবে না। তাই তাদর সাথে শ্রদ্ধা ও সুসম্পর্ক রাখতে হবে এবং চেষ্টা করবে কিছু শিখতে। "Respect is a Two-way Street, If you want to get it you've got to give it"—R.G.Risc

৫) **অনেক পড় ঃ** লেখাপড়া মানে শুধু তোমার পাঠ্যবই পড়া না। পড়ার জন্য তুমি খবরের কাগজ, ভিন্ন ভিন্ন Article অথবা গল্প, উপন্যাস ও সাধারণ জ্ঞানের বই পড়তে পার। মনে রাখতে হবে যদি রাস্তায় পড়ে থাকা একটি কাগজও পাও তাও সেই কাগজটা তুলে পড়তে পার, কেননা সে কাগজেও তুমি দেখবে কিছু না কিছু শিক্ষনীয় আছে। তাই বেশী বেশী পরিমাণে পড়াটা জরুরী। ''নিলোৎপল-২০১৬'' পড়বে, পড়লে তোমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। Smart হওয়ার জন্য ভাল পরিবর্তন জরুরী।

৬) **বুঝানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি কর ঃ** তুমি যদি কোন বিষয় সহজে অন্য কাউকে বুঝাতে না পার, তাহলে ধরে নিতে পার তুমি নিজেও তা ঠিকমত বুঝনি। তুমি তোমার নিত্যদিনের পাঠবই থেকে কিংবা অন্য যা কিছু তুমি জেনেছ বা শিখেছ তা তোমার বন্ধুদের বুঝিয়ে দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলো। "Avoid having your ego so close to your position that when your position falls, your ego goes with it. - Colin Powell

৭) **যে কোন নতুন কিছু কর ঃ** তুমি জানো না, কি তোমার ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে। তাই শুধু নতুন কর এবং অপেক্ষা করে দেখ কিভাবে তোমার পূর্বের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কাজে লাগে। "Enjoy the little things in life because one day you will look back and realize those were the big things"---Kurt Vonnegut.

৮) **চেষ্টা কর নতুন ভাষা শেখার ঃ** মনে করতেই পার এটা আমার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ তোমার প্রয়োজন নেই যে কোন ভাষাতেই পাকা হওয়া কিংবা দক্ষ হওয়া। যদি তুমি বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী শিখ ; ভবিষ্যতে ভাল কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবে। "The only place where success comes before work is in the dictionary"- Vincent Lombardi

"I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples," - Mother Teresa.

আমি শুধু এই বলে শেষ করতে চাই যে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট বিজ্ঞাণী জনাব আবদুল লতিফ সরকার, আমার দাদু, একজন প্রকৃত "Smart" মানুষ, স্বপ্নচারী এই মানুষটির জন্য সবাই দোয়া করবেন।

MY GRAND FATHER DR. ABDUL LATIF SARKER AN ALL-ROUNDER INDIVIDUAL

Engr. Ruiat Mugnee (Arnob)
Deputy Asstt. Manager
Electronic Security Solutions

I consider it to be a golden opportunity for me to highlight the qualities and attributes of my highly adored Grand Father Dr. Abdul Latif Sarker who is, by the Grace of the Almighty, is an All-Rounder Individual. He has been endowed by Him with almost all the blessings of Islam, and he has very well proved to be a true Muslim, by adopting the way of obedience and loyalty to his Creator Allah. I do believe in the Sayings of the modem educationist J.B. Hall : If you give your children the three Rs ie, Reading Writing and Arithmetic and do not give them the 4th 'R' ie, Religion, they will become the 5th 'R' ie, Rascal. Rasulullah (sm.) also taught us the same lesson. Rahim Rahman Allah has endowed my Grandpa with the capacity to be an All-Rounder Individual, only because he is a strong believer in his religion Islam.

My grandpa, by His Grace, has achieved the very end of success in every way possible. He has earned the highest academic Degree Ph.D from the other sector of the world at a time when people could hardly think about getting out of a town. My Grandpa secured the USAID Scholarship which provided not only all expenses for his studies at America, but also for his family subsistence back at home.

People usually get satisfied by specializing in one sector, but he has succeeded in turning out as a great Scholar of Islam and also as an eminent Scientist while living the life of charity and benevolence. People's hearts are naturally drawn towards him. I am so lucky to brag about him and to be introduced as one of his grandsons.

People work hard for things like money, respect and power, but my grandpa was never required to work for either of these. Money and power ran after him, and he commands respect from everybody, even from the religious leaders.

People send their children to school, college and universities so that they can learn not only from text books but also can earn name and fame. But frankly speaking, I am so lucky that I have grown up with my university at home with my grandpa as my teacher. He was my first teacher and mentor. Since my childhood after I got back from Norway, my birth place when I was 5, he had been giving me teachings of our religion Islam, in addition to employing a highly qualified religious teacher at home to teach me how to live the life of a good Muslim. He was there to answer my questions, encourage my natural curiosity to know what Islam is and spark my interest in Islam as well as other related subjects. I often cite his example and feel proud to tell others how he has achieved greatness in all his spheres of life.

He has been blessed with all the qualities of an Ideal Teacher. Students of all institutions lamented when he departed. He knows indeed how to make teaching effective. He is proficient in several languages particularly English and Arabic. He can teach all the subjects with sufficient competence. Teachers of any of the subjects in the School he has established, get scared when my grandpa enters the class.

He has proved to be an eminent Scientist of the 72 scientific work he has since written, quite a few have been published in the reputed Jounals of Foreign countries like USA, UK, Germany etc. He has been rewarded for his contributions to Science both at home and abroad. He has contributed immensely as an Islamic Scholar to flourishing Islam by establishing mosques at home as well as in other places of Bangladesh, by encouraging establishment of new Madrasahs and by monitoring the development of the existing ones in his locality as well as in Dhaka, by working as President and Advisor for several Madrasahs in his locality as well as in Dhaka. He has been addressing many seminar sessions and gatherings (Islamic Conference). He has written quite a few books on different aspects of Islam. (1) সুন্দর সুখময় জীবনের জন্যে' ধর্ম, ইসলাম ও কুরআন (2) দ্বীনের মৌল বিষয় ভিত্তিক কুরআনের বাণী, আকাঈদ, নামাজ ও রোজা (3) আল কুরআনের ভিত্তিতে যাকাত, দান-সদকা ও হজ্জ (4) Compilation of self-Review and Research work done / Published at home and abroad. It is his firm belief that religious teaching plays a vital role in attaining the greatest achievement in one's life, of being a good man of excellent moral character.

Another very important attribute of my grandpa is that of an Educationist ie. to do good to others in all possible ways. This he did by establishing in 1992 an Adarsha High School at his village to ensure education for all boys and girls at secondary level initially, especially to create opportunities for the women folk to be educated. This way he has been striving hard to develop individuals, ultimately for the development of the nation.

All that have been stated above bear witness to the fact that any grandpa is really an all-rounder individual, inspiring all of us to grow up as ideal citizens of the country. Today, my achievements and the positive aspects of my mindset which drives me towards progress owe their credit to my grand father who continues to be an inspiration on providing me with the Benchmark that I set my vision to.

We are all proud of our Nanu (Grandpa). May he live a long healthy life for the benefit of mankind.

আমার সোনা মা

মাহবুবা লতিফ ডেইজি
এমএসসি (কেমিস্ট্রি), ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
বর্তমানে ফ্লোরিডা ইউ. এস. এ. বসবাসরত
আজীবন দাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

আমি ছিলাম আমার মা-বাবার ছোট্ট এবং আদরের মেয়ে। কলেজ পর্যন্ত পরীক্ষার সময় মা মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন। আমার মা খুব পরিশ্রমী ছিলেন। ছোটকাল থেকে দেখতাম আমার মা ফজর নামাজ পড়ে সংসারের কাজ শুরু করতেন। শুতে যেতেন সবার রাতের খাবারের পর, সবকিছু গুছিয়ে। মার সাহায্যকারী হিসেবে ছিল ছোট্ট একটা কাজের মেয়ে। আমাদের কাউকেই মা রান্নাঘরে ঢুকতে দিতেন না, বলতেন-পড়াশুনা করো, সময় হলে পরে করো। নিজের হাতে বাড়ির সবকিছু করতেন, বাগানও করতেন। মার গাছে পানি দেয়ার বুদ্ধি দেখে আমার বান্ধবীরা বলতো খালাম্মা, 'আপনি মহিলা ম্যাকগাইভার'। মার হাতের গরুর মাংসের রান্নার তুলনা ছিলনা, পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কারো হাতে আমার মায়ের রান্নার স্বাদ পাইনি। অবসর সময়ে নানারকম কুকীও বানাতেন। নারিকেলের কুকী ছিলো সবচেয়ে মজার। আমার মা সারা জীবন সংসারের পেছনেই খেটেছেন। যখন ঠিকমত পড়াশুনা করতে চাইতাম না, মা বলতেন, 'তোদের এতো সুবিধা তারপরও পড়াশুনা করিসনা, আমাকে পড়তে দিলে এখনও আমি দিনরাত পড়াশুনা করতাম।'

মনে আছে আমরা যখন ইরাকে থাকতাম (আমার বাবা বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন) ০.২ পয়েন্টের জন্য প্রথম হতে পারিনি, তখন আমি ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল স্কুলে পড়তাম। প্রথম হয়েছিলো বাপ্পি নামের ফোকলা একটা ছেলে। পুরস্কার নেয়ার পর দেখি বাপ্পির পুরস্কারটা বেশি সুন্দর। মনটা খুব খারাপ হলো। বাসায় কাঁদতে কাঁদতে এলাম। ক্লাশ ২ তে উঠেছি। পরদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা আমার জন্য লাল রঙের ওয়াকিটকি ফোন সেট নিয়ে এসেছেন। কি যে খুশী হয়েছিলাম। মাকে একটা দিলাম-আমি আরেকটা নিলাম। মা রান্নাঘরে কাজ করছেন আর আমি অন্য ঘরে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মার সাথে কথা বলছি। কয়েকদিন সেই ফোন ছাড়া কারো সাথে কথা বলিনি।

ইরাক-ইরানে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার পর বাবা আমাদেরকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। ফিরে যাওয়ার আগে পল্লবীতে এক বিরাট দোতলা বাড়ি কিনে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন সবকিছু গুছিয়ে চলে আসবেন। মনে আছে যখন যুদ্ধের বিমানগুলো আমাদের এপার্টমেন্ট ভবনগুলোর উপর দিয়ে যেতো আর বোম্ব ফেলতো আমরা সবাই মাটির নিচে একটা ঘরে গিয়ে বসে থাকতাম। যাহোক নতুন বাসায় যখন উঠি আমার ভাইয়া মেডিকেলে পড়তো। হোস্টেলে থাকতো। আমরা নতুন বাড়িতে ওঠার সময় ভাইয়া কয়েকদিনের জন্য এসেছিল। মা বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করার পর ভাইয়া চলে গেলো। আমার বড়বোন তখন তার দু'মেয়ে নিয়ে মোহাম্মদপুরে থাকতো, বড় দুলাভাই (ইঞ্জিনিয়ার) চাকুরির স্বার্থে তখন সৌদী আরবে। আমার মেজবোন তখন ষ্টাডি ট্যুর-এ। যা হোক, ভাইয়া চলে যাওয়ার পর এতো বড় বাড়িতে শুধু আমি আর মা। মা বাথরুমে গেলেও ভয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। তখন আমার ৮/৯ বছর বয়স। আমার মা আস্তে আস্তে চারপাশ চিনলেন। কিছুদিন পর বড়বোন বাচ্চাদের নিয়ে দুলাভাই এর কাছে চলে গেলো। পরে বোনের মেয়েরা আমাদের কাছেই ছিল পড়াশুনার স্বার্থে। মা তাদের কাউকে কিছু বলতে দিতোনা, বলতেন তারা মা-বাবা ছাড়া আছে। যা হোক, আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। বাবা ইরাকের পাঠ চুকিয়ে এখানে এসে ফাওতে পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। আমার জন্মদিন এলো ১৬ ডিসেম্বর। সেদিন আমরা সব ভাইবোন একসাথে ছিলাম। বড় বোনও বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। সেইদিনের জন্মদিনটা আমার সবচেয়ে সুন্দর ছিল। মা অনেক কিছু রান্না করেছিলেন। বড় আপু আমাকে গোলাপী পাথর বসানো সোনার আংটি দিয়েছিল। ভাইয়া একটা ঘড়ি দিয়েছিল, মেজবোন জামা দিয়েছিল, জামার সাথে ম্যাচ করে চুলের ব্যান্ডও দিয়েছিল। সবাই মিলে বারান্দায় সকালের রোদে ছবি তুলেছিলাম। এখন সেই ছবিতে দেখি আমার দুটো ঝুটি বাঁধা কপালের উপর চুল পড়ে আছে; আর আমি দুষ্টমীর হাসি হাসছি। কত সুন্দর সুন্দর স্মৃতি! সময় বয়ে গেলো মেট্রিক পাশ করলাম। মনে আছে রেজাল্ট বের হওয়ার পর আমার মা কোমর থেকে চাবি বের করে ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে খুশিতে দৌড় দিলেন মিষ্টি আনতে বলার জন্য। আমার গালে এসে আদর করে চুমু দিয়ে গেলেন। আরও সময় গেলো আমি ক্যামিষ্ট্রিতে অনার্স-এ ভর্তি হলাম। প্রথম বর্ষের সবে ক্লাশ শুরু। এর মাঝে হঠাৎ করে আম্মার জ্বর। জ্বর সারলো কিন্তু সাতদিন হুঁশ নেই, শুধু ঘুমুচ্ছেন। ডাক্তার এলো, ভাইয়া ছিল না; তাঁর খুলনায় পোষ্টিং। ডাক্তার ওষুধ দিলো, মার জ্ঞান ফিরলো কিন্তু আমাদের কাউকে চেনেননা। পুরনো স্মৃতি মনে করতে পারেন কিন্তু আমাদেরকে চেনেননা। জিজ্ঞেস করলে 'আম্মা বলতো আমি কে'? লজ্জা পেয়ে ফিক করে হাসতেন ভাইয়া এলো, অনেক ডাক্তার দেখালেন। অবশেষে স্মৃতি ফিরলো, কিন্তু হাতে পায়ে আগের মতো জোর নেই। নিউরোলজিষ্টরা বললেন, 'পারকিন্সন রোগ'। বাসায় আমি, ভাগ্নিরা আর বাবা। বড় বোন সৌদী আরবে, মেজোবোন তার বরের সাথে নরওয়েতে, ছোট দুলাভাই তখন পদার্থ বিজ্ঞানে মাষ্টার্স করছেন। মা কোনদিন রান্নাঘরে ঢুকতে দেননি, পড়াশুনার উপর জোর দিতেন আর পরীক্ষার সময় বাবা বলতেন, 'পরীক্ষার আগে ১ মিনিটও মূল্যবান'। যা হোক কেউ নেই, রান্নাঘরে আমাকেই ঢুকতে হল, বাসায় কাজের মানুষ ছিলনা। রান্নাঘরে ঢুকলাম মুরগী কাটতে। বসে চিন্তা করছি মা যখন প্লেটে মাংস তুলে দিতো তখন টুকরোগুলো কি রকম ছিল। মাছের টুকরোগুলো কেমন ছিল? চিন্তা করে করে রান্না করলাম। এর মাঝে আত্নীয় স্বজনরা মাকে দেখতে এলেন, কান্নাকাটি করে চলেও গেলেন। মেহমানদারিও করতে হল। মনে অশান্তি নিয়ে কেন সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়, কে জানে? ক্লাসে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। মাকে, সংসারে এভাবে ফেলে তিনমাস ক্লাসে যেতে পারলাম না। বাবা বলতেন যেতে, আমি পারিনি। মেজবোন ফিরলো। ক্লাসে গেলাম। প্রথম সেমিষ্টারের পরীক্ষা শুরু হবে। ম্যাডাম রাজি হলেন না, বললেন ক্লাশ করনি, ফেলের সংখ্যা বাড়াতে পারবো না। বললাম এটা আমার চ্যালেঞ্জ। আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখেন। ম্যাডাম সম্মত হলেন-পরীক্ষা দিলাম। আল্লাহর রহমতে পাশও করলাম।

এদিকে আম্মা মোটামুটি সুস্থ; সংসারের দেখাশুনা করার জন্য কয়েকজন লোক রাখা হয়েছে। তবে বছরের এক/দেড় মাস মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কাউকে চিনতেন না, হুইল চেয়ারে বসিয়ে রাখতে হতো, পোকা-মাকড় দেখতেন, সবকিছুতে সাহায্য লাগতো। আবার সুস্থ হতেন-লাঠিতে ভর দিয়ে বা দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে পারতেন। আমার বিয়ে হলো, বিয়ের দেড় বছরের মাথায় আমার ভাবীর হাত ধরে আমার প্রথম ছেলে এলো। সেটা আগষ্টের ৩ তারিখ। ছেলে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরলাম। মা ভাইয়ার গাড়ি পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করলেন না। কাউকে না জানিয়ে

আমার মেজবোনের ছেলেকে নিয়ে চলে এলেন। ভাগ্নেটা তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। মার মমতা দেখে আমরা সবাই অবাক। মা ছুটে এসে আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে ভাইয়া ভাইয়া বলে আদর করলেন। ভাইয়া গাড়ি পাঠালো, মা চলে গেলেন, থাকতে বললাম, থাকলেন না। বাবা তখন ঢাকার বাইরে ছিলেন।

আগষ্টের ৬ তারিখ ভোর ৭ টা। আমার আড়াই দিনের ছেলেটিকে আল্লাহ নিয়ে গেলেন। আমার মা-বাবা, ভাই-ভাবী, বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নি, ভাইঝি সবাই এল। মা খুব কাঁদলেন। তারপর আমার মা অলৌকিক শক্তি পেলেন। যে মার নড়াচড়া করতে কষ্ট, সেই মা সাতদিন সকালে নাশতা, দুপুরের খাবার সব নিজের হাতে রান্না করে আমার শ্বশুর বাড়িতে পাঠালেন। আমি তখন শুধু চুপ করে বসে থাকি। আমার শ্বাশুড়ী তখন আমাকে খাইয়ে দেন, চুল বেঁধে দেন। আমার বর অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিলেন, তিনি তখন বেজিকোতে প্রোগ্রামার বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করছিলেন। মা কত জোর করলেন বাসায় নেয়ার জন্য আমি গেলাম না, যে ঘরে আমার ছেলেটা এসে চলে গেলো, সেই ঘর ছেড়ে কিভাবে যাই?

পরে মা আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মা অসুস্থ হলেই আমি বাসায় চলে যেতাম, মার কাছে থাকতাম, গোসল করাতাম, খাওয়াতাম, গল্প করতাম আমি মা বোন মিলে। আমরা দুবোন পালা করে রাত জাগতাম। প্রতি ঈদে বাবা আর আমি ঘুরে ঘুরে সবার জন্য কেনাকাটা করতাম। বাবা সবাইকে ঈদের উপহার দিতেন। কোরবানীর ঈদ করতে যখন শ্বশুর বাড়ি যেতাম কুষ্টিয়ায় মা-বাবা জোর করে টাকা দিতেন। বলতাম 'তোমরা দোয়া করো, আর কিছু লাগবে না'। বাবা বলতেন, 'এটা দোয়া'; আম্মা কান্না শুরু করতেন। বাবা বলতেন 'সাতদিন পরই তো ফিরছে,' মার কান্না থামতো না। পৌঁছে মাকে ফোন দিতাম, ঈদের দিন ফোন করতাম আর মার কান্না শুনতাম।

বিয়ের পাঁচ বছর পর আমার বর আমেরিকাতে এইচ ওয়ান বি ভিসা নিয়ে এলেন, ইচ্ছে কাজের পাশাপাশি উচ্চতর ডিগ্রী নেয়া। খবর পেয়ে মা কান্না শুরু করলেন। বললেন, 'আমার বুকটা খালি হয়ে যাবে, তুই একরাত আমার কাছে থাক, সারা রাত তোকে বুকের মধ্যে ধরে থাকবো'। তখন ছিল রোজার ঈদ। ঈদের তিনদিন পর ফ্লাইট। ঈদের সময় মার বাসায় ছিলাম আর মার কান্না দেখছিলাম। আমি যত বলি 'চলে আসবো', মা বলে, 'ওতো দূর দেশে গেলে কেউ কি সহজে আসে?' যাওয়ার দিন আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাটা কাঁদলো, বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি পেছন ফিরে দেখি দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন। সেই আমার শেষ দেখা, শেষ ছোঁয়া, শেষ ছবি। প্রথম মাস শুধু মার কান্না শুনতাম আর বলতেন- 'তুই চলে গেছিস, আমার আর কেউ নেই'। বলতাম 'আম্মা ! আল্লাহ আছে, আব্বা আছে, ভাই বোন নাতি-নাতনীরা আছে। মন খারাপ করোনা আম্মা'। এখানে আমার আড়াই মাসের মাথায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার কোল জুড়ে ছেলে এল। তখন আমার ছেলের আড়াই বছর বয়স। মা শুধু নাতির সাথে কথা বলতে চাইতেন। আমার ছেলে কি কথা বলে, হাসে আর ছুটে ছুটে চলে যায়। মাকে হাসিই শুনাতাম, মা হাসতেন। মাঝে মাঝে ফোন করতে দেরি হলে মা বলতেন 'তোর গলা অনেকদিন না শুনলে আমার অস্থির লাগে'। ভাল খারাপ মিলিয়ে মা ভালই ছিলেন, বাবা মার খুব যত্ন নিতেন, খাইয়ে দেয়া, বাথরুমে নেয়া সবকিছু।

সাধারণত ঢাকার শুক্রবার সকালের দিকে মাকে ফোন করতাম। আগষ্টের ১৯ তারিখ, শুক্রবার সকাল ২০০৫। বাসায় ফোন করলাম মেজবোন বলল, আম্মা রাত তিনটার দিকে খুব কাশছিলেন- ভাইয়া দেরি না করে চেক আপ করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তেমন মারাত্মক কিছু না। মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেলো। ভাইয়া ভাবীর সেল ফোনে ফোন করলাম। কেউ ফোন ধরলোনা। ভাইয়ার বাসায় ফোন করলাম। আমার ভাইঝি বলল, 'আম্মু ফোন করে বলেছে, ছোট দাদুর সবকিছু ঠিক আছে, বিকেলে বাসায় নিয়ে যাবে। 'একটু পরে আম্মু বাসায় এসে আমাকে নিয়ে যাবে। বললাম আম্মু বাসায় এলে আমাকে ফোন করতে বল'। সবকিছু ঠিক আছে জেনে নিশ্চিত হলাম, ফোনে আর চেষ্টা করলাম না, ভাবলাম বিকেলে বাসায়তো ফিরবেই, তখন ফোন করে মার সাথে কথা বলব। কেন জানিনা, মার জন্য কিছুক্ষন কাঁদলামও, আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম।

আমাদের ভোর ৫টা আমার শ্বাশুড়ী ফোন করে বরের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে দিলেন, আমাকে শুধু বললেন, 'ভাল আছ তো?' আমি আমার বরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে? উনি চুপ করে রইলেন। আমি দৌড়ে

কার্ড নিয়ে মার বাসায় ফোন করলাম, ভাবী ফোন ধরলো। আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাবী, আম্মা কোথায়'? ভাবী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আম্মা নেই।' আমার মা কাউকেই কিছু না বলে জুম্মার নামাজের পর এই পৃথিবী ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় আমার মার পাশে কাজের মেয়ে ছাড়া কেউ ছিলনা। যখন সবাই এসেছিল, সবাই মার চলে যাওয়াটা দেখতে পেরেছে, মা কি বুঝতে পেরেছিলেন, মা একা না, সবাই মার কাছে আছে? জানিনা, বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া পড়ে দিচ্ছিলেন, মা কি শেষ মুহূর্তে দেখেছেন? শুনেছেন? তাও জানিনা। আমার মনে হয়, আল্লাহতায়ালা খুব সুন্দরভাবে সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন প্রিয়জনদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় বলে, নাকি প্রিয়জনের চলে যাওয়াটা সহ্য হয়নি বলে। আব্বা, ভাইয়া জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন, ভাবী বাসায় গিয়েছিলেন খাবার আনতে, ছোট্ট আপু মার কাছে যাওয়ার জন্য হসপিটালের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলো। আমি ফোন করতে গিয়েও করলাম না, পরে ভালভাবে কথা বলব ভেবে। এখন ফোন নাম্বারে ফোন করলে আমি আমার সোনা 'মা' টার সাথে কথা বলতে পারবো? বাসায় এখন প্রায় প্রতিদিনই ফোন করতে চেষ্টা করি, আমার 'বাবা'টা একা হয়ে গিয়েছেন বলে, বাবার সাথে কথা বলি, আর তো মা ধরেন না, ধরে জিজ্ঞেস করেননা, 'কেমন আছো। ওয়াসী কেমন আছে ? জামাই কেমন আছে?' মাঝে মাঝে মনে হয় মার সাথে অনেকদিন কথা হয় না। আজকে ফোন করে মার সাথে কথা বলবো। মৃত্যু এমন পৃথিবী থেকে একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ স্রেফ নাই হয়ে যায়। পৃথিবীর কোথাও আমার মাকে খুঁজে পাবোনা, মরে যখন যাবো তখন কি পারবো আমার 'মা' টাকে দেখতে? মানুষ কেন এভাবে চলে যায়? আমরা সবাই কেন একসাথে চলে যেতে পারিনা? তাহলে হারানোর কষ্টটা পেতে হতো না।

আমার জ্ঞান হওয়া থেকে আমার মাকে কোনদিন নামায-রোজা ক্বাজা করতে দেখি নিই। সবার জন্য মার অশেষ মায়া ছিল, কত মানুষের চাকুরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন! মানুষকে খাওয়াতে মা ভীষণ পছন্দ করতেন, যে যা পছন্দ করতো মা তাকে তাই খাওয়াতেন। আমার মাকে কোনদিন মিথ্যে বলতে দেখিনি। আল্লাহ্‌রাব্বুল আলামীনের কাছে জান-প্রাণ দিয়ে আমার 'মা' টার জন্য দোয়া করি তিনি যেন আমার মাকে বেহেশতবাসী করেন। এখন দোয়াই তো মার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যখন মনে পড়ে আমার 'মা' টা একা, একা শুয়ে আছেন তখন অস্থির লাগে, সবকিছু মিথ্যে হয়ে যায়। ছোট্ট যখন ছিলাম তখনইতো বেশ ছিলাম। মা ছিল, বাবা, ভাই-বোন সবাই ছিল। সবার আদরের ছায়ায় ছিলাম। আসলে আগষ্ট মাসটাই আমার জন্য কষ্টের মাস, যে মাসে আমার অংশ ছিল তাকে হারালাম, আমি যার অংশ ছিলাম তাকেও হারালাম!

সামনে ১৬ ডিসেম্বর আমার জন্মদিন, আমাদের মাতৃভূমির জন্মদিন। সবাইকে দুষ্টুমী করে বলতাম, আমার জন্মদিন করা লাগবেনা। প্রেসিডেন্ট যখন দেশের জন্মদিন পালন করবেন ওতেই আমার হয়ে যাবে। প্রতি জন্মদিনে আমি আমার মাকে শুভেচ্ছা জানাতাম, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম আমাকে কষ্ট সহ্য করে এ পৃথিবীতে এনেছেন বলে। এখন আমার মা নেই, আমার কোন জন্মদিন নেই।

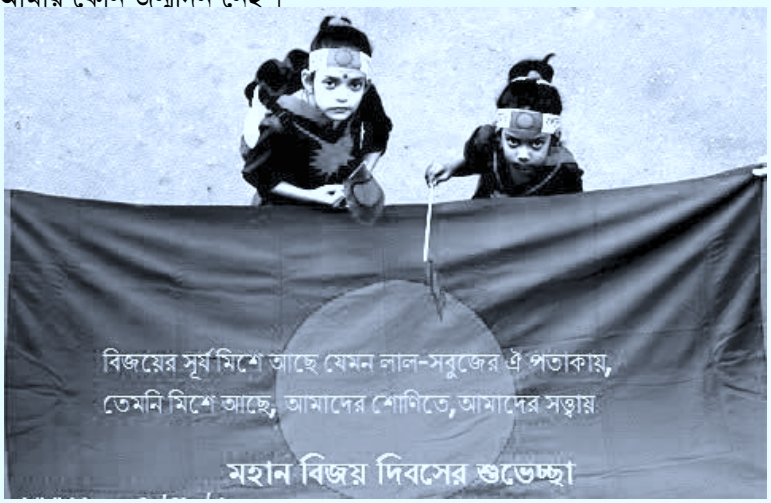

আমার বাবা

মাহবুবা লতিফ ডেইজি
এমএসসি (কেমিস্ট্রি), ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
বর্তমানে ফ্লোরিডা ইউ. এস. এ. বসবাসরত
আজীবন দাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

'বাবা 'এমন একটি ডাক যে ডাকের উপর চোখ বন্ধ করে নির্ভর করা যায় , আস্থা রাখা যায় ,বিশ্বাস করা যায় ,সাহস পাওয়া যায়, জীবনের সব প্রতিকুলতায় পাশে পাওয়া যায় । আমাদের জীবনে বাবার প্রভাব অনেকাংশে বেশী, আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার অবদান আছে , আমরা ভাইবোনরা যে, যে অবস্থানে এসেছি আল- াহ্‌র ইচ্ছায় সেটা বাবার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না । পরীক্ষার সময় ফজরের নামাজের সময় আব্বা আমাকে ডেকে তুলতেন মসজিদে যাওয়ার আগে , আমার প্রতিটি ঘণ্টা কি করে কাটবে সেই রুটিন করে দিতেন , বলতেন " পরীক্ষার আগে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান' । মনে পড়ে , অঙ্ক পরীক্ষার আগের রাতে আব্বা আমাকে নিয়ে বসতেন, অনেক রাত হয়ে যেত আর আম্মা এসে আব্বা কে বলতেন আমাকে শুতে দিতে কিন্তু আব্বা ছাড়তেন না, নিশ্চিন্ত হতে চাইতেন আমি সব বুঝেছি কিনা । আমার কান্না পেতো কিন্তু কিছু বলতে পারতাম না । পরদিন পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পর আব্বার কাছে আবার বাসায় প্রশ্নপত্র টা নিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো । শুধু অঙ্ক না , ইংরেজি, বিজ্ঞান, ধর্ম সব বিষয়ে আব্বার গভীর জ্ঞ্যান, এতো সুন্দর করে বোঝান, ছোটবেলায় আব্বার কাছে যা শিখেছি এখনও মাথায় গেঁথে আছে। আফসোস হয় আব্বার এই জ্ঞানের কিছুটা যদি আমার সন্তান দেরকে দিতে পারতাম ! আব্বার তখনকার কঠিন শাসন তখন ভাল লাগতনা, কিন্তু এখন জীবন সংগ্রামে নিয়ম মেনে চলার সুফল টা যখন পাই , কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠে!

ধর্মের ব্যাপারে আব্বা অনেক কঠোর, আমাদের কে ইসলাম শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, আমাদের কে ধর্ম ভীরু করে গড়েছেন । পরীক্ষার সময় বলতেন " প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর দুরুদ শরিফ পড়বে দেখবে আল- াহ্‌র রহমতে সব সহজ হয়ে গেছে' । আব্বার প্রতিটি কথা আমার কাছে বানীর মতো মনে হয় কারন আমি জানি সব সত্যি। আমার বাবা পৃথিবী খ্যাত বিজ্ঞানী , প্রফেসর, একজন জ্ঞ্যানী আলেম ,পরোপকারী সমাজসেবক, একজন লেখক কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আমার কাছে "আমার বাবা' । এমন বাবার মেয়ে হতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করি , আল্লাহ্‌র কাছে শুক রিয়া আদায় করি এমন আদর্শ মানুষ কে আমাদের বাবা হিসেবে পেয়েছি বলে।

মা অনেক বছর অসুস্থ ছিলেন, বাবা কে দেখেছি মাকে কতো যত্ন করে আগলে রাখতেন । আমার মা অনেক ভাগ্যবতী । আব্বা সবসময়ই একসাথে খেতে ভালোবাসেন, একসাথে খাওয়া, একসাথে থাকার যে আনন্দ তা কোনো কিছুতেই পাওয়া যায়না। আমি এখন আমার ছোটোবেলা থেকে অনেক দূরে, আমার স্মৃতি বিজড়িত বাড়ীটা থেকে অনেক দূরে, সেই মিষ্টি ছোটো বেলাটা আমি আমার সন্তান দের কে দেয়ার চেষ্টা করি, আমার বাবার আদর্শে ওদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি । আমার ছোটো ছেলেটা জন্ম হওয়ার ৫ মাস খানেক আব্বা আমাদের কাছে আমেরিকায় বেড়াতে এসেছিলেন। আমি হাসপাতালে যাওয়ার সময় আব্বা আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করেছেন। আমার বাচ্চাটা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত আব্বা ছিলেন । আমার ছেলেরা নানু ভাই এর আদর আর দোয়া পেয়েছে, এই সৌভাগ্য কয়জনের হয় ? বাবা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, একটি সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ দিয়েছেন, বাবা মা এর চেষ্টায় আমরা সুন্দর পরিবার পেয়েছি । বাবা মা এর ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারবোনা । শুনেছি বাবা মা এর মুখের দিকে সম্মান নিয়ে তাকালে হজ্জ এর সোওয়াব পাওয়া যায়, আমি সেই সোওয়াব পাওয়ার চেষ্টা করি । বিশ্বাস করি বাবা মা এর দোয়া থাকলে জীবনে আল্লাহ্‌ সব সহজ করে দেন, আল্লাহ্‌ খুশী থাকেন । আমাদের মা নেই আর , এখন বাবার কাছ থেকে মা বাবা দুজনের ভালোবাসা পাই। বাবা কে নিয়ে লেখা শেষ করা যাবেনা , এটা শুধু অনুভব করার বাবার প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা । আমরা চাই আমাদের বাবার ভালোবাসা আমাদের কে আজীবন আগলে রাখুক, বাবার ছায়া আমাদের মাথার উপর আজীবন থাকুক।

সবশেষে বাবার উদ্দেশে শুধু একটি কথাই বলতে চাই " বাবা, আমাদের কে ক্ষমা করে দিও " ।

শিল্প

দিলরুবা লতিফ
সিনিয়র ডিজাইনার, বিটিভি
আজীবন দাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

আমি একজন শিল্পী, এটাই আমার প্রথম এবং মৌলিক পরিচয়। এই পরিচয়েই আমি স্বাচ্ছন্দবোধ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ থেকে আমি পড়াশুনা করি। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে উর্ধ্বতন শিল্প নির্দেশক হিসেবে কর্মরত আছি। সেট ডিজাইন করা আমার কাজ। আমার শিল্পস্বত্ত্বা আমাকে তাড়িত করে শিল্প নির্দেশনায় আর ছবি আঁকায়। ছবি আঁকার মাধ্যমে এবং শিল্প নির্দেশনার মাধ্যমে আমি আমার সংবেদনশীল মনকে অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করি বা আমার অভিব্যক্তি জানাই।

শিল্পীরা কেউ ছবি আঁকায়, কেউ গানে, কেউ নাচে, কেউ খেলা-ধুলায়, কেউ সাহিত্য চর্চায়, কেউ ঘর সাজাতে যেকোনভাবেই হোক- আসলে প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষই চর্চার মধ্যে দিয়ে মার্জিত হন, পরিণত হন।

এখন ভাবতে পারি Art বা শিল্প কি ?

কল্পনাশক্তিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার নামই Art। কল্পনাশক্তি অনেক শক্তিশালী হয় যেকোন জ্ঞান থেকেই। কল্পনা করতে করতে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়; জ্ঞানের চেয়ে কল্পনা শক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবি আঁকা ক্যানভাসের একটি ডায়রী। কল্পনার মাধ্যমে অনেক কিছু সৃষ্টি করা যায়, ভাল-মন্দ অনেক কিছুই কল্পনায় করা যায়। কল্পনার মাধ্যমে নিয়মভঙ্গ করা যায়। অনেক মজার মজার ব্যপার করা যায়। পৃথিবীটা একটা বিশাল ক্যানভাস। এই পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত কত রকমের ঘটনা আঁকা হচ্ছে। তেমনি ছবি আঁকাটা আমরা একরকমের ডায়রী হিসেবেও ধরতে পারি। কল্পনা শক্তি হল রং ও রেখার বহি:প্রকাশ। সেটাই একটি শিল্প, একটি শিল্প হতে পারে ইতিহাসের সাক্ষী। একটি নীরব গল্প, যা অনেক কিছু বলতে পারে। চিন্তা শক্তি মানুষকে চালিত করে, যখন আপনি ডান ভাববেন তখন ডানদিক, যখন আপনি বামদিক ভাববেন তখন বামদিক, যখন নীচে ভাববেন তখন নীচের দিকে আপনাকে চালাবে আপনার চিন্তাশক্তি।

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। পাহাড়, ঝর্ণা, সাগর জলধারা আর বৃক্ষশোভার পরম ঐশ্বর্যের এই রূপময়তার ছবি আঁকেননি এমন শিল্পী খুঁজে পাওয়া ভার; কারণ নিসর্গের রূপ উপলব্ধি করেইতো পথচলা শুরু হয়। চিত্রশিল্পীর চারুশিল্পের পথিকৃত শিল্পী ও শিক্ষক "শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন" চিরকাল স্বীকার করেছেন- 'নদী আমার মাস্টার মশাই', আর বিখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে বলতে শুনেছি 'প্রকৃতি আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক'; শিল্পী হাসেম খান শিশু শিল্পী হিসেবে অনেক পরিচিত।

শিল্পকলা একটি জাতির মানস গঠনের উপাদান। আমাদের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা করতে পারি আমরা শিল্পের মাধ্যমে। শিল্প একটি প্রাণের আবেগ।

শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা অন্যান্য দেশের ভাবের আদান প্রদান করতে পারি। খুব সহজেই বিদেশীদের কাছে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি।

একজন শিল্পী তখনই অনন্য হয়ে ওঠেন যখন তার কাজে মৌলিকতা এবং নির্দিষ্ট ভঙ্গিমা পায়। The Art touches people everywhere.

শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য Art হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে শিশুদের হাতে পেন্সিল দিয়ে দেয়া উচিত আঁকি-বুঁকি করার জন্য। স্কুলে যাওয়ার আগেই দিয়ে দেয়া উচিৎ রং আর ব্রাশ, রং নিয়ে খেলা করার জন্য।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হেলথ ডেভেলপমেন্ট এর মাইলস্টোন হল- ৩ বছরের বাচ্চাদের ড্রইং সাধনা করা উচিৎ। বিশেষ করে গোল আকৃতি তৈরি করার অভ্যাস করা প্রয়োজন। আর স্কেচ ধরা ও শেখা উচিৎ। এরপর চার বছরের শিশুদের স্কয়ার আকৃতি আঁকার অভ্যেস করা প্রয়োজন। কাঁচি দিয়ে সোজা লাইন কাটার অভ্যাস করা প্রয়োজন। এতে শিশুদের হাতের লিখা সহজেই আয়ত্বে আসে।

যেমন একটি শিশু একটি শব্দ তার কি আকৃতি, কি রং, কি জিনিস সব খুব সহজেই শিখে নিতে পারে একটি মডেল শব্দের মাধ্যমে। একটি বাচ্চা পেপার মুড়িয়ে যদি একটি বল তৈরি করতে পারে-

শিশুদের জন্য শিল্প চর্চা কেন গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। একটি শিল্প তৈরি প্রমাণ করে যে, একই সমস্যার একাধিক সমাধান হতে পারে। Art শিক্ষক অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারে- শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে কয়েকটি সমস্যা একটি সমাধানের মাধ্যমেই হতে পারে। শিল্প আমাদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটায়- শিল্প একটি উত্তরের চাইতে দশটি প্রশ্নের পরিবেশ তৈরি করে।

২। Art বা শিল্প শিশুদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করে ঃ

সৃজনশীল খোলামনের মানুষ ভবিষ্যতের সব ধরণের কাজের জন্য আকাঙ্খিত শিল্প ও সৃজনশীল শিক্ষা নিজ দেশে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ এর মান বাড়ায়। সৃজনশীলতা হচ্ছে একটি আজীবন স্থায়ী দক্ষতা যা দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। শিল্প নতুন নতুন ধারণার প্রতি শিক্ষার ভালবাসা এবং উম্মুক্ত ধারণার উৎপন্ন করে ঃ

যার অস্তিত্ব ছিলনা শিল্প তার অন্বেষণনের বিকাশ ঘটায়। শিল্প ঝুঁকি নিতে শেখায় এবং সম্ভাবনা উম্মুক্ত করে। ভুলগুলো থেকে নিজেদেরকে তৈরি করতে শেখায়। শিশুদের সৃজনশীলতা যদি লালন করা যায়। তাদেরকে উৎসুক ও অনুপ্রাণিত করা হয় তবে তারা আঁকে ভালভাবে, শিল্পচর্চা করার উৎসাহ পায়।

৪। শিল্পের একটি বড় সমস্যা ঃ

মাল্টি বিলিয়ন ডলার মূল্যের চলচিত্রে এবং ভিডিও গেমস শিল্পের image এবং গল্প তৈরি করছে। প্রত্যেকটি বানিজ্যিক পণ্য নকশা তৈরি করা হয় শিল্পীর দ্বারা চেয়ার থেকে শুরু করে গাড়ি, বাড়ি সবই, আইপড সবই শিল্প। বিখ্যাত শিল্পী ভ্যানগগ এর একটি চিত্রকর্ম ৮২ মিলিয়ন ডলার এ বিক্রি হয়েছে।

৫। Art বা শিল্প বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় ঃ

শিল্প লক্ষ্যকে শক্তিশালী করে এবং মনযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। Hand-eye coordination বিকাশ করতে সহায়তা করে। কৌশলগত চিন্তা প্রয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং শিল্পের বিভিন্ন সরঞ্জাম আর মাধ্যম দিয়ে বাহ্যিক জগতে মেলামেশায় জড়িত থাকতে সাহায্য করে।

৬। শিল্প কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ঃ

শিল্প ব্যক্তিত্ব বাড়ায়, প্রেরণা আর ছাত্র উপস্থিতি বাড়ায়, উপরে উঠার উন্নতি করে যোগাযোগ ও দলের মধ্যে থেকে কাজ করা শেখায়। আর শেখায় পরিবেশের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক দৃঢ় করতে পারা।

৭। শিল্প আবেগময় বুদ্ধিসত্তার সমাধান করে ঃ

শিল্প জটিল অনুভূতিতে সাহায্য করে, শিশুদের শেখায় নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে। অন্যদের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি বুঝতে শেখে।

৮। শিল্প সমাজ তৈরিতে সাহায্য করে ঃ

শিল্প জাতি ধর্মভেদ, আর্থ-সামাজিক স্তর ও কুসংস্কার এর উর্ধ্বে। অন্যান্য সংস্কৃতির সৃজনশীল অভিব্যক্তি দেখে প্রত্যেকে আরো সংযুক্ত এবং কম বিচ্ছিন্ন হতে নিজেকে বহাল করে। এইভাবে মানুষ শেখে কিভাবে তার প্রত্যেকের সাথে সে সম্পৃক্ত।

৯। শিল্প সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে ঃ

শিল্প হৃদয়কে খুঁজে দেয়, মনকে সম্ভাবনাময় করে তোলে, আর কল্পনাকে করে উৎসাহিত। শিল্প হচ্ছে একটা উপায় যার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করতে শিখি। আর পৃথিবীকে জানতে শিখি নতুনভাবে। শিল্প হচ্ছে একটা বিস্তৃত একটা ছবি, যার মাধ্যমে জীবন, সৌন্দর্য, প্রতীক, অধ্যাত্মিকতা। আর গল্প বলার ক্ষেত্রে support দেয় বা সহযোগিতা করে। সেই সাথে সাহায্য করে সময় গন্ডি থেকে বের হয়ে বর্তমানকে মনে রাখা। শিল্প হচ্ছে বেঁচে থাকার যাদু, যা মনকে সবসময় প্রফুল্ল রাখে।

১০। শিল্প স্বাশ্বত ঃ

সৃজনশীলতা এবং স্ব-অভিব্যক্তি সবসময় আমাদের মানবতার জন্য অপরিহার্য্য। আমাদের নিকটতম সৃজনশীলতার অভিব্যক্তির মধ্যে PELRO GLYPSH গুহা চিত্রকর্ম এবং প্রাচীন ভাস্কর্যগুলোকে লিপিবদ্ধ করা যায়। শিশুদের অনেকগুলো কাজের মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে খেলাধুলা, ছবি আঁকা। আর যে কোনভাবেই হোকনা কেন নিজের কল্পনাকে ব্যবহার করা।

কিশোর বয়সে পুষ্টি ও করণীয়

প্রফেসর ডাঃ নাজনীন কবীর
নির্বাহী পরিচালক
অধ্যাপক ও বিভাগী প্রধান, অবস্ ও গাইনী, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা।
আজীবন দাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মানুষের জীবনে কৈশোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শিশু থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে প্রত্যেক নর-নারীকে এই ধাপ পার হতে হয়। ১০-১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে কৈশোর বলা হয়। এ সময়ে শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে, মানসিক বৃদ্ধির পরিপূর্ণতা আসে এবং শারিরীকভাবে প্রজনন ক্ষমতা অর্জিত হয়। এ সময় মাংসবৃদ্ধি শতকরা ৫০ ভাগ হবার কারণে সমপরিমান শারিরীক ওজন বৃদ্ধি হয় একই সঙ্গে উচ্চতা বৃদ্ধি হয় শতকরা ২০ ভাগ বা তার কিছু বেশি। তাই আমিষ ও ক্যালোরির চাহিদা সবথেকে বেশি থাকে, সাথে সাথে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গবেষনায় দেখা গিয়াছে যে কৈশোরকালে মেয়েরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে শক্তিদায়ক খাবারের পরিমাণ বাড়ানো হয় না। ফলে পুষ্টিজনিত সমস্যা, অপুষ্টির শিকার হয়। অন্যদিকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে খাবারের দিকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।

পুষ্টি জীবনের মানকে প্রভাবিত করে। পুষ্টির অবস্থা থেকে একটি দেশের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতার হারও নির্ণয় করা যায়। আমাদের দেশে কিশোরী মেয়েরা বেশী অপুষ্টি ভোগে। গবেষণায় এর কারণ হিসাবে দেখা গিয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ স্কুলের ছাত্রীরা তাদের চাহিদা থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ কম আমিষ, আয়রন ও ক্যালসিয়াম খাবারের মাধ্যমে নিয়ে থাকে। অনুপোযুক্ত খাদ্যভ্যাস ও অপুষ্টির আরেকটি কারণ।

কিশোরকালে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদাভ্যাস পরিমিত ও সুষম হওয়া প্রয়োজন। এ সময় দৈনিক কমপক্ষে ৩ (তিন) বার প্রধান খাবার খেতে হবে, প্রত্যেক খাবারে ভাত, রুটি বা আলু পর্যাপ্ত পরিমানে থাকতে হবে যা দ্রুত শরীর বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়। প্রধান খাবারে মাঝে কমপক্ষে দু'বার নাস্তা জাতীয় খাবার খেতে হবে, যা শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ সরবরাহ করে। নাস্তায় শাক-সব্জি, ফল-মূল, পনির, দুধ ও দুধজাতীয় খাবার, বাদাম ইত্যাদি খাবার থেকে যথেষ্ট পরিমান শক্তি শরীরে প্রবেশ করে পুষ্টির মান ঠিক রাখে। মাছ ও মাংস শরীর বৃদ্ধির জন্য কিশোর বয়সে উত্তম খাবার, তাই এ সময়ে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ডাল বেশি পরিমানে খেতে হয়। কিশোরীদের এ সময়ে লৌহের পরিমান একটু বেশি দরকার যার জন্য মাছ ও মাংসের সাথে সাথে বাদাম, ফল-মূল ও শাক-সব্জি খেলে শরীরে ভালভাবে গৃহীত হয়।

দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার মাছের কাঁটা, ডাল, দৈ, পনির খাবার থেকে যথেষ্ঠ পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও খনিজ পাওয়া যায় এ সময়ে শরীরের হাঁড় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সব খাবারের সাথে প্রচুর পরিমান পানি খাওয়া প্রয়োজন, মানুষের শরীরের অর্ধেক পানি দ্বারা তৈরি। কিশোর বয়সে একদিনে কমপক্ষে ৮ (আট) গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন।

করণীয়

১। তিনবার খাবারের সাথে স্বাস্থ্য সম্মত নাস্তা খেতে হবে।

২। ভাজা খাবার পরিহার করে সিদ্ধ জাতীয় খাবারকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩। পর্যাপ্ত পরিমান নিরাপদ পানি পান করতে হবে।

৪। লৌহ সমৃদ্ধ সুষম খাবার খেতে হবে।

৫। কমপক্ষে দুইবার খাবারের পর দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

৬। নিয়মিত ব্যায়াম করা এ সময় খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। দৈনিক কমপক্ষে ১ ঘন্টা বাহিরে খেলাধুলা করতে হবে।

৭। লবন দৈনিক ৫ গ্রামের কম খেতে হবে।

বর্জনীয়

১। দোকানের তৈরি খাবার বর্জন করতে হবে যেমন-বার্গার, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি।

২। অতিরিক্ত মিষ্টি ও তৈলযুক্ত খাবার বর্জন করতে হবে।

কিশোরদের পুষ্টিঃ

কিশোর ছেলেদের ১৩-১৭ বছর বয়সের মধ্যে ওজন ১৭কেজি বৃদ্ধি হয়। মাত্র ৪ বছরে এই বৃদ্ধি হওয়ার কারণে তাদের প্রচুর পরিমানে খাদ্য খাওয়া দরকার। এ সময় ক্ষুধা বেশি থাকার কারণে খাবারের পরিমান বেশি খেলেও সুষম খাবারের নজর দেয়া হয় না। যার জন্য ভিটামিন খনিজ এর ঘাটতি ঘটে। সুষম খাবার ছাড়া বেশি খাবার খাওয়ার কারণে ওজন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমানে অর্ধেক কিশোর কিশোরীরাই ওজন বৃদ্ধিতে ভুগছে সেটাও অপুষ্টি।

কিশোরকালে স্বাস্থ্য সম্মত খাবারের জন্য

১। নিয়মিত খাবার খাওয়া

২। প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা

৩। বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া

৪। ভাত, আলু জাতীয় খাবার খাওয়া।

৫। পরিবারের সবার সাথে এক টেবিলে খাবার খাওয়া।

৫। কমপক্ষে দুইবার খাবারের পর দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

৬। নিয়মিত ব্যায়াম করা এ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৈনিক কমপক্ষে ১ ঘন্টা বাহিরে খেলাধুলা করতে হবে।

৭। লবন দৈনিক ৫ গ্রামের কম খেতে হবে।

সুশিক্ষা বনাম সাধারণ শিক্ষা

প্রফেসর এআরএম লুৎফুল কবীর
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হলেই মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত (educated) বলে ধরে নেয়া যায় না। শুধুমাত্র পড়ালেখা করতে পারাটা যথেষ্ট নয়। কারণ লেখাপড়া শিখে শিক্ষার মর্ম অনুধাবন করাই হলো প্রকৃত শিক্ষা অর্জন। প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ শিক্ষার গভীরে প্রবেশ করে ভালমন্দ বিচার করে নিজের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সবার প্রতি সুবিচার করে জীবন যাপনে ব্রতী হন। দেশের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জনগণেরই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হল প্রকৃত শিক্ষিত জনসমষ্ঠির বৃদ্ধি। সাধারণ শিক্ষত মানুষ দৈনিক রুটিন মাফিক কাজে অভ্যস্থ থেকে সন্তুষ্ট থাকে - যেমন খাওয়া দাওয়া, অফিসের নির্ধারিত কাজ বা নিজস্ব জিবিকা আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ, গল্প-গুজব করা এবং রাতে নিশ্চিতমনে ঘুমে অবচেতন হওয়া। পক্ষান্তরে, সুশিক্ষিত মানুষ নিজের নির্ধারিত কাজের বাইরেও দেশ ও জনগণের কল্যাণে সবসময়ই কিছু না কিছু করতে ব্রতী হন। আমরা কেন লেখাপড়া শিখে কেন সুশিক্ষিত হব তার জন্য ১১টি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সুশিক্ষা সুখী হতে সাহায্য করে

মনের সুখ প্রাপ্তি মনে ভাল অনুভূতির উদয় হয়, মন প্রশান্ত হয়, পৃথিবীকে গভীরভাবে বুঝতে সহজ হয়, আপদে বিপদে বিভিন্ন দিক ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে মনকে প্রবোধ দেয়া সহজ হয়। সুশিক্ষার সাথে সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং শিক্ষার বিনিময়ে সমাজকে দেয়ার সক্ষমতা অর্জিত হয় ও তার ফলাফল মনে অপার প্রশান্তির উদ্রেক করে। এই সকল প্রশান্তি ও সফলতা মানুষকে সুখী করতে সহায়তা করে।

২। সুশিক্ষা জীবিকা ও পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনের পূর্বশর্ত

সুশিক্ষত হলে এবং বিশেষ করে কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার সামর্থ্য হলে নিজের জীবিকা ও পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের পথ সহজ হয়। সুশিক্ষিত হলে বিভিন্ন শ্রেণির সম্পদশালী লোকের সাথে যোগাযোগের মাত্রা বেড়ে যায় এবং কার্যকরী কোন কর্মের সন্ধান পেতে সহজ হয়।

৩। জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন

সুশিক্ষিত হলে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন পথ অনুসন্ধান সহজ হয়। জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সকল পথ ব্যবহারের উপায় উন্মুক্ত হয় এবং সফলতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বজায় থাকে।

৪। স্বাস্থ্য সচেতন থেকে দীর্ঘদিন সুস্থ্য থাকা যায়

একজন সুশিক্ষিত মানুষ নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশী সচেতন থাকে। ফলশ্রুতিতে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম (ব্যায়াম), সুষম খাবার গ্রহণ, পরিমিত বিশ্রাম ও প্রয়োজনীয় বিনোদন লাভ করা যায় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাস (ধূমপান, মদ্যপান ও নেশাগ্রস্থ্য হওয়া) ইত্যাদি ত্যাগ করা সহজ হয়।

৫। প্রতিকূল অবস্থা সামলে উঠা

সুশিক্ষিত মানুষ জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় নিজের আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে, বুদ্ধিমত্তা খাঁটিয়ে প্রতিকুল পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

৬। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি

সুশিক্ষিত মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতিবান হয়, মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ থাকে এবং ইতিবাচক মনের অধিকারী হয়। এই মনোবৃত্তির প্রভাবে পরিবার, সমাজ এবং সর্বক্ষেত্রে প্রশান্তি বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

৭। নূতন কিছু উদ্ভাবন

প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ সবসময়ই কর্মক্ষম থাকতে ভালবাসে এবং নূতন নূতন কর্মধারায় সাথে যুক্ত হতে চায়। শিক্ষিত মানুষ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে না বরং নিজে সুযোগ সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কর্মক্ষম থাকার জন্য সচেষ্ট থাকে। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ গতানুগতিক জীবন ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন কিছু করতে সাহসী ও উদ্যোগী হয় না।

৮। বোকা না বনে যাওয়া

সুশিক্ষিত মানুষ প্রশ্নবানে জর্জরিত না হয়ে প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে এবং তার একটি সঠিক ও যুক্তি সংগত জবাব তৈরি করে উপস্থাপন করতে সফল হয়। সুশিক্ষিত মানুষ সহজে এবং যখন তখন বিব্রত হওয়ার অবস্থাকে সহজেই মোকাবেলা করতে পারে।

৯। অজ্ঞাত জিনিসের প্রতি যুক্তিহীন ভয়

সুশিক্ষিত মানুষ কুসংস্কার বিশ্বাস করে না। তারা সবকিছুই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিযে বিচার বিশ্লেষণ করে। বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার দৃঢ় বিশ্বাসকে টলাতে পারেনা এবং কোন যুক্তিহীন সমাধানে উপনীত হয় না।

১০। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হওয়া

লেখাপড়া না করে অথবা সাধারণ শিক্ষিত হলে নিজের এলাকায় অবস্থান করলে বন্দি অবস্থায় থাকতে হয়, দেশের অন্যান্য স্থান অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ আর থাকে না। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত মানুষ পড়াশোনার মাধ্যমে দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। বর্তমান ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে (google, facebook, twitter ইত্যাদি) দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য যে কোন মুহূর্তে লেপটপ, ডেস্কটপ এমনকি মোবাইল ও ব্যবহার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে অনেক সময় বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হয় ফলে বিভিন্ন দেশ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়।

১১। নিজের স্বাধীনতা লাভ ও উপভোগ করা

সুশিক্ষিত মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগে একটি নিজস্ব কর্মজগত সৃষ্টি করে। সেই কর্মজগতে তিনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন এবং বাস্তবায়ন করতে পারেন নতুন নতুন কর্ম পরিকল্পনা।

সুশিক্ষার ঃ উদাহরণ ১

আমার পিতা ড. আবদুল লতিফ সরকার (৮৫) সুশিক্ষা গ্রহণ ও তার প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষা অর্জন করার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে পিছপা হন নাই। প্রাথমিক জীবনে মাদ্রাসার লেখাপড়া করে পরবর্তীতে বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া চালিয়ে যান। ১৯৪৬ সনে মেট্রিক পাশ করার পর নিজ গ্রামের আশে পাশে কলেজ না থাকায় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে লজিং থেকে হরগঙ্গা কলেজ থেকে Intermediate পাশ করে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে BSc. পাশ করেন। অর্থাভাবে ৬ বৎসর পড়াশোনার বিরতি দিয়ে MSC পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পরবর্তীতে কলেজে শিক্ষকতা (১ বছর) এবং সরকারী চাকুরী (Fisheries Extension Officer ও Curator Fish Aquarium Dacca তে ৫ বছর) বাদ দিয়ে আবারও উচ্চতর শিক্ষা PhD করার জন্য সুদূর আমেরিকায় পদার্পন করেন (১৯৬৬-১৯৭০)। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ অধ্যাপনা করেন (১৯৭১-১৯৭৫)। ইরাকের বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন (১৯৭৫-১৯৮২)। Bangladesh Fisheries Research Institute এ পরিচালক হিসাবে কাজ করে চাকুরীতে অবসর গ্রহণ করেন।

চাকুরীকালীন সময়ে অনেক আত্মীয় স্বজন ও মানুষকে চাকুরী পাইয়ে দিতে সহায়তা করেন যার মধ্যে নিজ আপন ভাই (২ জন) আত্মীয় (৩৭ জন) উল্লেখযোগ্য। আরো ১০ জনকে বিদেশে চাকুরী পাইয়ে দিতে সহায়তা করেন মেয়ে জামাই ইঞ্জিঃ সাঈদ হোসেন খান এর সহায়তায়।

গ্রামের লোকজনের সহায়তায় ১৯৯২ সালে মালীগাঁও গ্রামে মলীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে নেতৃত্ব দেন। সেই স্কুল থেকে এই পর্যন্ত ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পাশ করেছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই হল মেয়ে শিক্ষার্থী।

সুশিক্ষার ঃ উদাহরণ - ২

বাবার পথ ধরে আল্লাহর রহমতে আমি একজন শিশু ডাক্তার হতে পেরেছি। আমার নেতৃত্বে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ছোট্ট শিশুদের শ্বাসকষ্টের প্রধান কারণ ব্রংকিউলাইটিস নিউমোনিয়া নয়। এই গবেষণার ফল সাধারণ শিশু ডাক্তারদের চিন্তাচেতনায় একটি পরিবর্তন এনেছে যার সুফল পেয়েছে সকল পিতামাতা ও তাদের ছোট্ট সন্তানেরা। আমার লেখা বই (Pediatric Practice on Parents' Presentations) বাংলাদেশে (৯১৯ পৃষ্ঠা) ও জার্মানীতে (২ খন্ড) প্রকাশিত হয়েছে। নতুন ধারায় লিখিত এই বইটিতে (প্রায় দুইশত শিশু রোগের প্রত্যক্ষ কাহিণী সম্বলিত) শিশু রোগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য মেডিকেল শিক্ষার্থী ও শিশুরোগে স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই। শিশু স্বাস্থ্যের উপর আরেকটি বই (Atlas on Clinical Pediatrics) এই মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটিতে ১৩০টি ছবি সম্বিলিত কেইস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পিতা মাতাদের জন্য আমার লেখা 'শিশু ও হাসি' বইটি পড়ে সন্তানদের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও রোগ সহজভাবে আনন্দের সাথে জানার জন্য একটি সহজ উপায়। এই বই সম্পর্কে আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ বলেছেন " 'শিশু ও হাসি' বইটি পাঠকের জন্য একই সঙ্গে আনন্দের আর উপকারের। বইটি বহুলভাবে পঠিত হলে শিশুদের নিরাপদ ও বাবা-মাদের দুর্ভাবনামুক্ত করবে"।

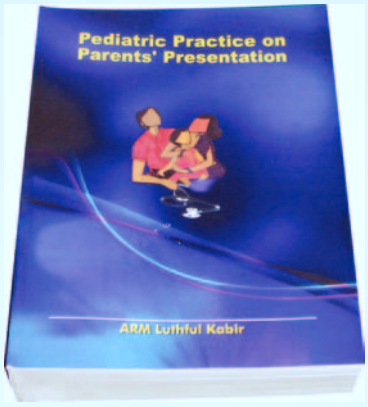

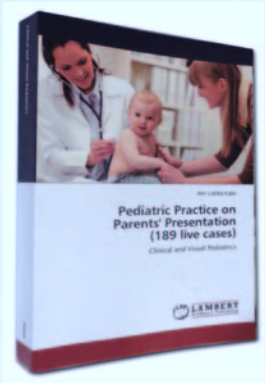

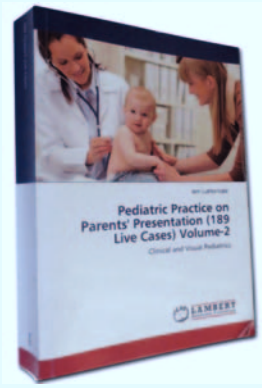

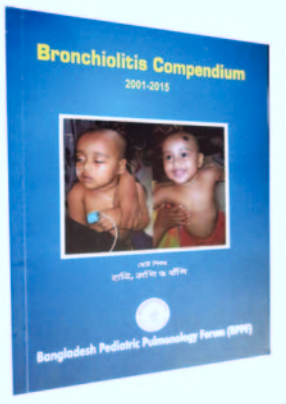

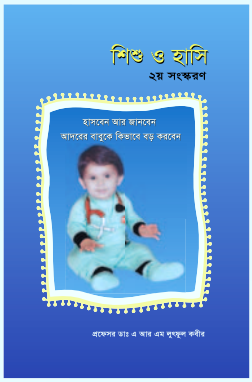

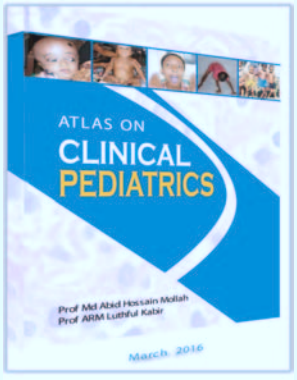

রোগীদের বাবা মায়ের সাথে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি (longitudinal) সম্পর্ক হয় এই সম্পর্কের জের ধরে অনেক শিশুকে লেখাপড়া শিখানোর ব্যাপারে আর্থিক ও আন্যান্য সাহায্য ও সহযোগিতা করার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে কেউ পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ কলেজে বা কেউ স্কুলে।

এপিজে ড. আবুল কালাম এর জীবন থেকে নেয়া

জাহিনুল আনাম, এমবিবিএস (প্রথম বর্ষ)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

"যখন আমি ছোট ছিলাম, আমার মা আমাদের জন্য রান্না করতেন। তিনি সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করার পর রাতের খাবার তৈরি করতেন। এক রাতে তিনি বাবাকে এক প্লেট সবজি আর একেবারে পুড়ে যাওয়া রুটি খেতে দিলেন। আমি অপেক্ষা করছিলাম বাবার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় সেটা দেখার জন্য। কিন্তু বাবা চুপচাপ রুটিটা খেয়ে নিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন স্কুলে আমার আজকের দিনটা কেমন গেছে। আমার মনে নেই বাবাকে সেদিন আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম কিন্তু এটা মনে আছে যে, মা পোড়া রুটি খেতে দেয়ার জন্য বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। এর উত্তরে বাবা মাকে যা বলেছিলেন সেটা আমি কোনদিন ভুলব না। বাবা বললেন, প্রিয়তমা, পোড়া রুটিই আমার পছন্দ। পরবর্তীতে সেদিন রাতে আমি যখন বাবাকে শুভরাত্রি বলে চুমু খেতে গিয়েছিলাম তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি কি আসলেই পোড়া রুটিটা পছন্দ করেছিলেন কিনা। বাবা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার মা আজ সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং তিনি অনেক ক্লান্ত ছিলেন। তাছাড়া একটা পোড়া রুটি খেয়ে মানুষ কষ্ট পায় না বরং মানুষ কষ্ট পায় কর্কশ ও নিষ্ঠুর কথায়। জেনে রেখো, জীবন হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ জিনিস এবং ত্রুটিপূর্ণ মানুষের সমষ্টি। আমি কোনক্ষেত্রেই সেরা নই বরং খুব কম ক্ষেত্রেই ভাল বলা যায়। আর সবার মতোই আমিও জন্মদিন এবং বিভিন্ন বার্ষিকীর তারিখ ভুলে যাই। এ জীবনে আমি যা শিখেছি সেটা হচ্ছে, আমাদের একে অপরের ভুলগুলোকে মেনে নিতে হবে এবং সম্পর্কগুলোকে উপভোগ করতে হবে। জীবন খুবই ছোট; প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে অনুতপ্ত বোধ করার কোন মানেই হয় না। যে মানুষগুলো তোমাকে যথার্থ মূল্যায়ন করে তাদের ভালোবাসো আর যারা তোমাকে মূল্যায়ন করে না তাদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হও।"

সংকলন - এপিজে ড. আবুল কালাম আজাদ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ভারত

শিক্ষা - জীবনের সুন্দর একটি ফুল

সানিয়া আক্তার
৬ষ্ঠ শ্রেণি
বেগম রহিমা বালিকা বিদ্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষের শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন। কারণ আমরা যদি না পড়ি না শিখি তাহলে এ নতুন পৃথিবীর সাথে পরিচিত হতে পারব না। বিশেষ করে গ্রামের মেয়ে ও ছেলে শিশুরা অনেকে আছে যারা পড়াশোনার সঠিক সুযোগ পায় না। আবার অনেক কারণে পড়াশোনা শুরু করেও ঠিক মতো বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। পড়াশোনা শুধু আমাদের জ্ঞান দান করে না, এ থেকে আমরা প্রতিদিন অনেক আনন্দও পেয়ে থাকি।

আমিও গ্রামের একটি সাধারণ পরিবরের মেয়ে। হয়তো তাদের মতো হয়েই আমি বড় হতাম। যদি আমার মামা ডাঃ এ.আর.এম. লুৎফুল কবীর ও মামী ডাঃ নাজনীন কবীর আমাকে শিক্ষার জন্য সহযোগিতা না করতেন। আমি গত বছর প্রাথমিক সমাপনী দিয়ে এ বছর ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তারা শুধু যে আমাকে সাহায্য করছেন তা নয় তারা আমার পরিবারকেও অনেক সাহায্য করেছেন, সত্যি আমি ও আমার পরিবার তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

আমি ছোট থেকে তাঁদের বাসায় তাদের কাছে থেকেই বড় হয়েছি। তাই আমার মনে হয় এ পৃথিবীর বুকে তাঁদের মতো ভালো মানুষ খুবই কম হয়।

শিক্ষা হলো মানুষের জীবনের আলো,
শিক্ষা হলো মানুষের মনের আলো।
শিক্ষা হলো মানুষের জ্ঞানের আলো,
শিক্ষা ছাড়া মানুষ হয় না বড়।
শিক্ষা হলো মানুষের সারা জীবনের সম্মান
মর্যাদা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা
শিক্ষা আনে মানুষের ঘরে আলো।

ছাড়লে হবে না বড় তুমি, শিক্ষা করবে বড় তোমায়
শিক্ষার চেয়ে বড় আর কিছু নেই, ছাড়লে করবে তুমি ভুল
শিক্ষা হলো তোমার জীবনের সুন্দর একটি ফুল
তাই তো বলি বাংলার মানুষ শিখ তুমি
ছেড়ো না তুমি শিক্ষার আলো।
জানো তুমি নতুন কিছু, কর তুমি মন থেকে
সফল হবে তুমি সব কাজে।

Why did I choose Nursing for my future ?

Md Habibur Rahman

3rd year student, BSc Nursing, CIPRB, Savar, Dhaka

My name is Habibur Rahman. I am from village where I grew up and studied. Every boy and girl has a dream about their future, so I had. I want to share my story with all of you. When I was at primary school my performance was good but I never stood first. In every exam my place in merit list was invariably second, may be because a girl used to read in our class who was the daughter of our headmaster. It can be said that she was our permanent first girl. However, when our class 4 final exam result was published my place was second again. When my mother heard that she said to me "everyone says you are a good student but why is your result zero?" Whereas Sahidul's result is better even though he is not so good" Oh, I forgot to inform you that Sahidul was my cousin and classmate too. He had roll no. of 72 out of 90 students. So, my mother said how could I be better than him. My mother was so depressed about my result that she went to school and asked my teachers why my result was bad. I had always the roll no. of 2, then what was the problem? They tried to make her understand about the mark distribution and at last, they were successful to convince my simple mother. However, they assured her about my brilliant performance. From that time my parents prayed for me and expected that one day I would become a doctor. For this reason, I decided I would study science. But I used to remain very upset because my result was not that good. There were a lot of reasons behind this. Somehow, I passed SSC and HSC but this result was not enough for me to go for studying in a medical college. For this I could not qualify for admission in any public institution. Finally, when I was very depressed, one of my relative who is a MBBS FCPS doctor (Prof ARM Luthful Kabir, Prof of Pediatrics) advised me to enter into any BSc course in Nursing. He also made me understand the benefits of nursing and said that it was one of the honorable professions like MBBS doctor. For all these reasons I chose nursing profession for my future carrier and want to be successful in this field. If a tea seller could be a president in countries like India why can't I? I hope I will complete it and will serve my village and also my country. Noble profession is one about which we see a good dream. Not only I see a dream but I want to fulfill it and I am sure I will achieve my goal.

আমি ও আমার তোতা পাখি

মোঃ শরিফুল ভূইয়া
অনার্স ১ বর্ষের ছাত্র (অর্থনীতি)
এগ্রিকালচার সরকারী সফর আলী কলেজ

পিউর কাল থেকে মন ভালো নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে অনেকক্ষণ। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙ্গেছে যখন, তখন তেঁতুল গাছের মাথায় সুর্যের আলো ঝিলমিল করে ওঠে।

প্রতিদিন সকাল বেলা পিউ ঘুম থেকে ওঠে কল পাড়ে যায়। মুখ ধুয়ে ফিরে আসে মায়ের কাছে রান্নাঘরে। মা বোঝেন পিউকে নাস্তা দিতে হবে। আখের গুড়, মুড়ি আর লাল গাইয়ের ঘন দুধ এই হলো পিউর সকালের নাস্তা।

প্রতিদিনের মতো আজও সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে হাত মুখ ধুতে যায় ঠিকই কিন্তু মায়ের কাছে নাস্তার জন্য যায় নি। সোজা চলে যায় আঙ্গিনার তেঁতুল গাছের তলায়। সেখানে একলা মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সীমাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে হয়তো তার সীমাহীন দুঃখের কথা ভেবে চলছে।

পিউর মন খারাপ কেন ? কেন সে অভিমান করে আছে ? কারও সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। কারণ একটাই পিউর বন্ধু টিউ। টিউকে চেনো তোমরা ? ওটা হচ্ছে পিউর বন্ধু। এক বাদামি রঙ্গের তোতা পাখি।

দু' মাস পূর্বে ছোট মামা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। পড়ন্ত বিকাল বেলা পিউ ছাদে; গিয়ে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট মামা ঘুম থেকে উঠে পিউকে খুঁজতে খুজতে ছাদে চলে আসে। মামা দেখতে পেল পিউ ছাদের এক কোনে দাঁড়িয়ে আছে। মামা কাছে গিয়ে জানতে চাইল -

- কি অবস্থা ?

- ভালো অবস্থা।

- ছাদের মধ্যে একা একা কি কর ?

- দেখা দেখি।

- শুধুই দেখা দেখি, চোখা চোখি হয় না?

- কার সঙ্গে চোখা চোখি হবে মামা ?

- কেন আশে পাশে সুপ্রতিবেশী কেউ নাই ?

- ধুর, মামা তুমি যে কি বলনা ? মুচকি হাসি দেয় দুজনে।

ছোট মামা পিউকে খুব ভালবাসে। ছোট বেলা তার নাম ছিল 'সামিয়া সুলতানা। ছোট বেলা সে 'প্রিয়' শব্দটি উচ্চারণ করতে গেলে 'পিউ' বলত। সেই কারণে ছোট মামা তার ডাক নাম দেয় 'পিউ'। আজও তার নাম 'পিউ'ই রয়ে গেল। ছোটবেলা এই নামে ডাকলে সামিয়া খুব রেগে যেত, কিন্তু এখন আর রেগে যায় না। এই নাম নিয়ে কতই ঝগড়া করেছে সে তার ছোট মামার সথে।

ছোট মামা বেড়াতে এসে লক্ষ করলেন, পিউ বাড়িতে একা থাকতে হয়। কেননা তার খেলার সঙ্গী নেই। সারাদিন লেখাপড়া করতে করতে তার দিন কাটে। তার একাকীত্ব দূর করার জন্য ছোট মামা বাজার থেকে একটি বাদামি রঙের

তোতাপাখি এনে দেয়। খাঁচাসহ তোতা পাখি দেখে পিউতো খুব খুশি। মামাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে মামা তুমি সত্যিই খুব ভাল। তারপর খাঁচাটা তার পড়ার ঘরের বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখে। পিউ যত্ন করে পালতে থাকে তোতা পাখিকে। দুই দিনেই তোতার সঙ্গে পিউর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। পিউ যদি তোতাকে 'টিউ' বলে ডাকে তখন তোতা পিউকে 'পিউ পিউ' বলে ডাকে। মা যখন পিউকে একা রেখে যান তখন সে টিউর সাথে গল্প করে।

এমনিভাবে সুখেই দিন কাটছিল পিউর। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। মনে হয় যেন, কালবৈশাখীর ঝড় পিউর সব সুখ কেড়ে নিয়েছে। যেমন করে কেড়ে নেয় মানুষের ঘরবাড়ি।

কিভাবে যেন দরজা খোলা পেয়ে খাঁচার তোতা পাখিটি মুক্ত আকাশে উড়াল দিল। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে পিউ আর টিউকে দেখতে পায় না। এরপর থেকে পিউর মন খারাপ হয়ে যায়।

মন খারাপ করে সে পড়ার টেবিলে বসে রইল। মন কিছুতেই পড়তে বসছে না। হঠাৎ করে সে বারান্দা থেকে 'পিউ পিউ' শব্দ শুনতে পেল। সে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায়, তার সেই তোতা পাখিকে। সে মাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল যে, মা, মা, দেখে ঐ টিউ এসেছে। মা এসে দেখতে পায় সত্যিই তো। তোতাকে দেখে মায়ের আনন্দ এতটাই বেশি ছিল যেটা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার বিজয়ের উল্লাস। মাকে দেখে তোতা পাখি আরো জোরে জোরে 'পিউ পিউ' করতে লাগল। পিউ মাকে জিজ্ঞেস করে মা 'তোতা পাখি টিউ টিউ এসব কি বলছে ? 'মা বলে, সে বলেছে যে, 'পিউ আমি এতদিন বন্দী ছিলাম। আজ স্বাধীন। বন্দী জীবন খুব দুঃখের। আজ মুক্ত বিহঙ্গের মতন খোলা আকাশে ঘুরে বেড়াব।' এ কথা শুনে পিউ বলল 'আচ্ছা মাঝে মাঝে আমাকে এসে দেখে যেও।' হঠাৎ করে তোতা পাখিটি ডানা মেলে আকাশে উড়াল দিল। 'পিউ পিউ' ডাকতে ডাকতে। সেদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মা ও মেয়ে দুজনে। হৃদয়ের কথা বলতে ব্যকুল হয়ে, অপেক্ষা করতে থাকে তার জন্যে।

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই

মিঞা আব্দুল হাকিম
প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক
এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা

যুগে যুগে এ ধরণীতে মানুষ আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন। এদের অনেকের কীর্তিগাঁথাতে জগত হচ্ছে মহিমান্বিত। এটাই তো রীতি মহাপ্রভূর। পৃথিবীর এ অস্থায়ী আবাসভূমি যেহেতু স্থায়ী কিছু নয়, সেহেতু আপন কর্মদ্বারা স্বল্পকালীন জীবনসীমাকে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করে পরকালের অভীস্ট পথের তৈরি করাই একমাত্র মুক্তির পথ। আরাধ্য লক্ষ্যে পৌছাঁতে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলে কাঙ্খিত পথের সন্ধান পাওয়া তেমন কঠিন কিছু নয়। অষ্ট্রিয় নাগরিক ড. হারম্যান মেইনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হারিয়ে হতবিহবল হয়ে পড়েন এবং চারিদিকের হাহাকার ধ্বনি তাঁর কানে বাজতে থাকে। ক্ষণিকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন হত-দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে হবে তাকে। যেমনই সিদ্ধান্ত তেমনি কাজ। যা কিছু সম্পদ অবশিষ্ট ছিল তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন SOS (রক্ষা কর আমাদের সত্ত্বাকে) আন্দোলনকে নিয়ে দরিদ্র পীড়িতদের সাহায্যার্থে। যেটি আজ সারা বিশ্বের ৯৩টি দেশে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থায় পরিণত হয়ে অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে সেবার মহানব্রত পালন করে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ডোনারদের অর্থ সহযোগিতায় এটি আজ বিশ্বের সর্বসেরা সাহায্য সংস্থায় পরিণত হয়ে দরিদ্র পীড়িত দেশগুলোর অসহায়, ছিন্নমূলদের শিক্ষা, বাসস্থান, চাকুরিসহ নানাবিধ আর্থসামাজিক সহযোগিতার দরজা উন্মুক্ত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের জনগণ যখন নিদারুণ এক কঠিন সময় পার করছিল, ঠিক তখনি ডঃ হারম্যান মেইনারের এস, ও, এস বাংলাদেশের নিপীড়িত, অবহেলিত শিশুদের সাহায্যার্থে ঢাকা শহরের শ্যামলীতে এস, ও, এস শিশুপল্লীর কার্যক্রম শুরু করে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেন যার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত লক্ষাধিক অনাথ, এতিম শিশু তাদের শিক্ষা, বাসস্থান, চাকুরিসহ নানাবিধ সহযোগিতা পেয়ে এক চরম অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে আসছে। শ্যামলীর শিশু পল্লী কার্যক্রম বিগত বৎসরগুলোতে সম্প্রসারিত হয়ে মিরপুরের যুবপল্লীসহ শিক্ষা কার্যক্রমে এনেছে বিরাট এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে অনাথ শিশুরাসহ, দেশের অন্যান্য পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীরাও পেয়ে আসছে এক বিশেষ উজ্জ্বল এবং গতিশীল শিক্ষা। ঢাকার মিরপুর-১৩ নং সেকশনের এস,ও,এস হারম্যান মেইনার কলেজ, বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, এস, ও, এস, হারম্যান স্কুল ও কলেজ আজ এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ধর্মীয় চেতনায় ডঃ হারম্যান মেইনার একজন খৃষ্টান হওয়ায় তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা একজন মুসলমান হিসাবে আমার পক্ষে সম্ভব নয়; তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত SOS কার্যক্রমের সফলতা ও সমৃদ্ধি একান্তভাবে কামনা করিছ।

ডঃ আবদুল লতিফ সরকার ০১ মার্চ ১৯৩১ সনে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির অর্ন্তগত মালীগাঁও গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে শৈশবে পারিবারিক মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতঃ আমেরিকা থেকে উচ্চতর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ শেষে দেশ ও বিদেশে অধ্যাপনা পেশায় দায়িত্ব পালন শেষে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবেও জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এক অভূতপূর্ব কর্মজ্ঞ তৈরি করে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নিজ গ্রামের সহজ সাধারণ মানুষের কথা ভুলে যাননি। প্রতিটিক্ষণে তিনি চিন্তা ও গবেষণা করেছেন কিভাবে নিজ এলাকার জনমানুষের কল্যাণ সাধন করে সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। সে প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তিনি গ্রামের নিজ বাড়িতে বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, স্বগ্রামে মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং মালীগাঁও হাফিজিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করে এলাকার সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকীসহ নানা কর্মকৌশল নির্ধারণ করে সেগুলোকে গতিশীল ও সমুন্নত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামে বায়নগরে একটি মহিলা মাদ্রাসার

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে বার্ধক্যের নানাবিধ জটিলতাও এই বিশিষ্ট মনিষিকে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নসহ নানা স্বপ্ন থেকে বিরত রাখতে পারছে না। সকালে, বিকালে, রাতে, অবসরে সর্বক্ষণেই ডঃ লতিফের চিন্তা চেতনায় মিশে আছে মালীগাঁও ও এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল আর এলাকাবাসীর সফলতা, বিফলতার চিত্র। পার্শ্ববর্তী গ্রামে জামেয়া ইসলামিয়া আতিকিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার সভাপতির পদও তিনি অলংকৃত করে তার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনে প্রায় ২০ বছর যাবৎ এলাকায় জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে শহরে নগরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিল্পপতিসহ রয়েছে নানা পেশার নানা মানুষ। যদি এ সকল মানুষের মধ্য থেকে ডঃ আদুল লতিফের মতো মানুষ বেরিয়ে আসতেন, তাহলে আমাদের এ দেশ পৃথিবীর উন্নত দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকতো না। আমরাই হতাম উন্নত দেশ, উন্নত বাংলাদেশী জাতি এবং গৌরবান্বিত হতো বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি।

তাল কথা

কৃষিবিদ এ.কে. এম. এনামুল মিয়া
সাবেক পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তাল বিভিন্ন অর্থেঃ তাল সামলানো, বড় দলা বা পিন্ড। তাল করা বা স্তুপ করা; তাল গোল পাকানো = বিপর্যস্ত বা বিশৃংখলা হাওয়া, তাল পাকানো = পিন্ডাকারে পরিণত করা, তাল-বেতাল, তাল-তাল বা রাশি রাশি । তালে তালে নৃত্য; তাল দেয়া বা করতলে আঘাত করা। তাল কাটা = সঙ্গীতের মাত্রা ভঙ্গ হওয়া। তাল রাখা = সঙ্গীতের তাল বজায় রাখা, ডিম তাল = ধীরগতি, দীর্ঘসূত্রতা। তিলকে তাল = ছোট জিনিসকে বড় করে প্রকাশ করা। তাল গোল পাকানো = জট পাকানো, টীল তাল = রাশি রাশি, তালবাহানা = ছলছাতুরী, তাল = বৃক্ষ বিশেষ বা তাহার ফল। তাল পড়া = বৃক্ষ হতে তাল পড়া, তাল পাতার সেপাই = অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল ব্যক্তি। ক্ষীর = তালের গোলা, দুধের সহিত জাল দিয়ে প্রস্তুত মিঠাই, চোঁচ = বাবুই পাখি। শাঁস = কচি তালের শাঁস, তাল হুস = কান্ডজ্ঞান, তাল কানা = কানে শুনেনা বা কমশুনে, তাল - বেতাল = অসংলগ্ন = আবোল তাবোল।

বহু বিশেষণে বিশেষায়িত এ উদ্ভিদ নিয়ে কি ভাবছি ? প্রারম্ভেই কবি গুরুর বিখ্যাত প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতা ঃ

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাঁড়িয়ে, উঁকি মারে আকাশে

বিশ্লেষণে যা দাঁড়ায় এ এক মজার উদ্ভিদ। বৃক্ষ ও মন ভারানো ফল তাল। সরু গোলাকার একগুচ্ছ ঝাঁকড়া চুল নিয়ে সোজা হয়ে বেড়ে উঠছে আকাশপানে, বাড়ি ঘর, গাছ-গাছড়া সব ছাড়িয়ে। অনেক দূরে থেকে তাল গাছ উপস্থিতি দেখে চিনে নিতে কষ্ট হয় না ঐটা আমার নানার, দাদার এবং বোনের বাড়ি। সর্বোপরি তাল পাতার ঝুলে থাকা বাবুই পাখির দৃষ্টিনন্দন বাসা আমাদের মনের খোরাক জোগায়। এ গাছের প্রতিটি অঙ্গ ব্যবহারের উপযোগী বড় তাল গাছ ফালি করে ঘরের আড়া, রুয়া, খুঁটি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়। তাল গাছের পাতা অতি প্রাচীন কালে লেখন দ্রব্যাদি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাল পাতার পাখা আমাদের সংস্কৃতিতে এভাবেই মিশে আছে।

তাল পাখা, প্রাণের সখা
হাওয়ায় জুড়ায় বন্ধুর প্রাণ

ঘরের আঙ্গিনায় তৈরি করা মাটির চুলা বর্ষার বৃষ্টির পানি কবল হতে তাল পাতা দিয়ে ঢেকে রক্ষা করতেও দেখেছি। আরেক মজার ঐতিহ্য হলো ভরা বর্ষার সময় বাঙ্গালীরা জল যানবাহন 'কোন্দা' তৈরী করা হয় তাল গাছের বুক নিষ্ঠুর ভাবে ছেদন করার মাধ্যমে। এখন মনে হয় এ ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষটি বিলীন হতেই চলেছে। ঢাকা শহরে কদাচিত এ বৃক্ষটি নজরে পড়ে কি না তা বৃক্ষ প্রেমিকরাই ভাল বলতে পারবেন। আমার মনে হয় বর্তমানে এ গাছটি আমাদের করুণার পাত্র হয়ে মিনতি করছে আমাকে বাঁচাও। আমি তোমাদের পরিবেশের সহায়ক হব আমি দেব সুশীতল ছায়া বাতাস, কাঠ ও ফল। তাল গাছের গুচ্ছমূল শেকড় মাটির নীচে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পানি সংরক্ষণ করে এবং গ্রীষ্মের সময় ঐ সংরক্ষিত পানি দ্বারা গাছকে বাঁচিয়ে রাখে।

তালের কচি শাঁষ প্রচন্ড গরমে পিপাসা নীবারনে কোমল পাণীয়ের ভূমিকা পালন করছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় প্রতি বছর কত লক্ষ কচি তাল, শাঁষ হিসাবে গ্রীষ্মের দাবাদহে শীতল/কোমল পানীয় হিসাবে দেহ মনে প্রশান্তি আনে। ভাদ্রের তালের মজার খাবারের স্বাদই আলাদা। তালের জাপুস, তালের জিলাপী, তালের রোল, তালের রসমালাই,

তালের পুলি পিঠা, তালের গরম গরম বড়া, কলা পাতার পোড়ানো তালের হালুয়া , পিঠা আরও কত কি ? তাছাড়াও বাঙ্গালীরা মজা করে খায় তাল-দুধ-ভাত, তাল-মুড়ি ও তাল- চিড়া, তাছাড়াও আঁটির ভিতরের ধবধবে সাদা শাঁষ ও একটি মজার খাবার ।

তাল চাষের কলা কৌশল

সব শ্রেণির মাটিতেই চাষ করা যায় । পানিতে অনেক দিন টিকে থাকার সামর্থ্য আছে । ভাদ্র মাসে খাওয়া তালের আটি সরাসরি রোপন করা যেতে পারে অথবা স্তুপ আকারে রেখে দিলে ৪-৫ মাস পর লক্ষ্য করলে দেখবেন অংকুর বের হয়েছে এবং তখন অংকুরিত বীজ রোপন করা যায় । সাধারণতঃ মাঘ - ফাল্গুন মাসে ফুল আসে এবং ভাদ্র আশ্বিণ মাসে ফল পাকে । অন্যান্য ফলের সাথে এ ফলটি পাকার একটি ভিন্নতা রয়েছে । প্রকৃতিগতভাবেই ফল পাকলে আপনা আপনি ঝড়ে পড়ে । পড়ার পদ্ধতিতে ও যেন এক ভিন্ন সুরের মূর্ছনা যেমন পানিতে পড়লে এক রকম শব্দ, ঘরের চালে পড়লে এক রকম শব্দ আবার মাটিতে পড়ার পর এক রকম শব্দ । ভাদ্র মাসে তাল কুড়ানোর আনন্দই আলাদা । ছোট কালে ভোরে ঘুম থেকে উঠে কার আগে কে তাল কুড়িয়ে আনব প্রতিযোগীতায় মেতে উঠতাম । এটি একটি অর্থকরী ফসলও বটে । তালের মৌসুমে তাল ফল বিক্রি করে দৈনিক খরচ মেটানো সম্ভব । তাই এ ফলটি চুরির হাত থেকে রক্ষা করতে আড়াইহাজার উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে জাল দিয়ে আচ্ছাদিত করে তাল গাছ থেকে সরাসরি মাটিতে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতেও দেখেছি । লাগানোর পর ফলবতী হতে প্রায় ১৫-২০ বছর সময় লাগে । তাই লোককথা আছে তাল গাছ লাগালে মৃত্যু হয় এবং যিনি লাগান তিনি ফল খেতে পারেন না । এটি নিছক কুসংস্কার । আমরা যদি যুবক বয়সে এ মূল্যবান গাছের আঁটি বা অংকুরিত আটি রোপন করি তাহলে উপরোক্ত ভুল ধারনা খন্ডন করে আশা করি জীবদ্দশায়ই ফল খেতে পারব ।

বাগান আকারে তাল চাষ এখনও শুরু হয়নি । পরিত্যক্ত জমিতে, রাস্তার পাশে, ক্ষেতের আইলে, পুকুরের পাড়ে সাধারণত লাগানো হয় । আশার কথা এ ফলটি শুধু অর্থকরীই নয় চিনি ফসল হিসাবেও বিবেচনা করা যাচ্ছে ।

তালে প্রচুর খাদ্যশক্তি ও শর্করা আছে । রসে প্রায় ১২% চিনি আছে । তালের ফলে স্বাভাবত ২-৩টি আঁটি থাকে । কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের এ মূল্যবান ফলগাছ আবাদের ব্যাপারে সম্প্রসারণ কর্মসূচি নেয়ার সুযোগ আছে । এ ফলটি চাষ আবাদের ব্যাপারে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন । আসুন সবাই মিলে গ্রাম বাংলার এ ঐহিত্যবাহী ফলগাছ, বৃক্ষরোপন অভিযানে সংযোজন করি । শহরাঞ্চলে যে জায়গায় সারি সারি পাম গাছ বেড়ে উঠেছে, সে জায়গাটিতে সারি সারি তাল গাছ বেড়ে উঠতে পারে ।

অমৃতের স্বাদে বিষ খাচ্ছেন না তো ?

মোঃ শাকিল আরিফ
উদ্যোক্তা ঃ নিজে গড়ি বিষমুক্ত বাংলাদেশ
ইমেইল ঃ shakilarif1986@yahoo.com

বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ যদিও এদেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ দৈনিক ঠিকমতো একবেলা খাবার খেতে পায়না। তাতে কারো কিচ্ছু আসে যায় না কারণ ভোজন রসিক হিসেবে বাঙ্গালি জাতির যে সুনাম তা তো আর মুছে যাওয়ার নয় ! শুধু খাবারই নয় আরো অনেক অখাদ্যও আমরা প্রায় মজা করেই খাই যেমন ঃ সুদ, ঘুষ, চড়, থাপ্পর, কিল-ঘুষি, গালমন্দ, বিষ ইত্যাদি। এমনকি যা পান করতে হয় তাও আমরা খেয়ে ফেলি যেমনঃ পানি, শরবত, বাতাস ইত্যাদি আমরা পান না করে বরং খেতেই মজা পাই। জাতি হিসেবে ভীনদেশী আচার-ঐতিহ্য, ভাষা, ফ্যাশন ইত্যাদি শিখনে এবং অনুসরণে আমরা অতি উৎসুক। তেমনি ভীনদেশী খাবার দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত করতে পারলে গর্বে আমাদের বুকটা দু-তিন ইঞ্চি ফুলে ওঠে। যদ্দরুন ফাস্টফুড, থাইফুড, চাইনীজ খাবারের ভীড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙ্গালির অনেক ঐহিত্যবাহী খাবার। তাতেও তেমন সমস্যা ছিলনা, যদিও এসব খাবারে আমাদের স্বাস্থ্যের বারোটা না বাজতো। কৃত্রিম ফ্লেভার, অসেচতন এবং নোংরা পরিবেশে তৈরি করা এ সব খাবারের স্বাদ অমৃতের মত। কিন্তু প্রতিক্রিয়া বিষের চেয়েও ভয়াবহ। আসুন জেনে নেই এমন কিছু খাবার, পানীয় এবং এসবে ব্যবহৃত উপাদান সম্পর্কে।

১। ফাস্টফুড ঃ ফাস্টফুডের মধ্যে আমাদের দেশে চিপস, ফ্রেন্চ ফ্রাই, বার্গার, ফ্রাইড চিকেন, পিৎজা ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়। খাবারের ধরন হিসেবে ফাস্টফুড হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত খাবার। আর প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে খাবারের আসল স্বাদ ও গন্ধ হারিয়ে যায়। তাই কৃত্রিম ফ্লেভার দিয়ে স্বাদ ও গন্ধ আসলের মতো রাখা হয়। সন্দেহজনক হচ্ছে ফ্লেভার শিল্পকে রাখা হয় খুবই গোপনীয়তার ভেতর। গত কয়েক দশক ধরে পাশ্চাত্যে বিশেষ করে আমেরিকাতে বেড়ে চলেছে খাদ্য-সংশ্লিষ্ট রোগের প্রকোপ। সে দেশের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশান (সিডিসি) এর হিসাব মতে প্রতিবছর এক-চর্তুথাংশেরও বেশি আমেরিকান ফুড পয়জনিং এর শিকার হন। সেই সাথে দেশটিতে স্থুল মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা এসবের জন্য দায়ী করেছেন রসনা তৃপ্তিদায়ক 'ফাস্টফুড' কে। সারা বিশ্বে যার আরেক নাম 'জাংকফুড' গবেষকদের মতে বার্গারের মতো অন্যান্য জাংকফুড গুলোর সবকটিতেই রয়েছে প্রচুর পরিমানে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট। ফলে এসব খাবার খেলে রক্তে এলডিএল বা খারাপ কোলেস্টোরেলের মাত্রা বাড়বেই। ফাস্টফুড নামক জাংকফুডের মাধ্যমে অনেক খাদ্যবাহিত জীবাণু হৃদরোগ, কিডনি বৈকল্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাহ্রাস করাসহ নানারকম দীর্ঘমেয়াদী রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও এসব খাবারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে ভয়ংকর জীবাণু 'ই-কলাই'। যা হতে পারে মৃত্যুর কারণ। সবচেয়ে আশংকার বিষয়টি হচ্ছে, তিন বছর বয়স হওয়ার আগে থেকেই যে সব শিশু চিপস, বিস্কুট, বার্গার, পিৎজা খেতে শুরু করে তাদের মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং এসব খাবার শিশুদের আইকিউ দূর্বল করে দিতে পারে।

পাশ্চাত্যে খাদ্যে বিষক্রিয়া জনিত কারণে যারা মারা যাচ্ছে বা অসুস্থ্য হচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ হচ্ছে শিশু-কিশোর। সুতরাং রসনা বিলাসিরা সাবধান !

২। সফট ড্রিংকস এবং এনার্জি ড্রিংকস ঃ শিশু হতে বুড়ো সব বয়সী মানুষ প্রতিদিন বাড়িতে, রেস্টুরেন্টে, অফিসে, পথেঘাটে হরদম মজা করে গিলছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোমল পানীয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে এনার্জি ড্রিংকস। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর চাকচিক্যময় এবং উদ্ভট বিজ্ঞাপনের হুজুগে এগুলো বিক্রি হচ্ছে জোরসে। কিন্তু কী আছে এ সব পানীয়ে আর

মানবদেহের ওপর তার প্রভাব কেমন এ নিয়ে গবেষণা চলছেই। প্রায়ই বেড়িয়ে আসছে সব ভয় জাগানিয়া তথ্য। ফ্রিজে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা তার কম তাপমাত্রায় কোন তরল দীর্ঘক্ষণ রাখলে তা বরফ হয়ে যায়। কিন্তু কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসের ক্ষেত্রে এটা হয়না। কারণ এগুলোতে এন্টি ফ্রিজার হিসেবে মেশানো হয় একটি রাসায়নিক উপাদান। যার নাম ইথিলিন গ্লাইকল, এটি মানবদেহের জন্য স্বল্পমাত্রায় আর্সেনিকের মতোই একটি বিষ। গবেষকদের মতে ইথিলিন গ্লাইকল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিন্ড, লিভার জটিলতাসহ দীর্ঘমেয়াদী কিডনি বৈকল্য ঘটাতে পারে। এ ছাড়াও কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসে টারট্রাজিন, করমোসিন, ব্রিলিয়ান্ট-ব্লু নামক রং মেশানো হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এ উপাদান গুলো ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ। কোমল পানীয়তে ঝাঁঝালো স্বাদের জন্য মেশানো হয় ফসফরিক এসিড যা দাঁত এবং শরীরের হাঁড়ের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমানিত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোমল পানীয়ের বোতলে একটি দাঁত রেখে দিলে তা ১০ দিনের মধ্যে পুরোপুরি গলে যায়। সেই ২০০৪ সালেই ভারতীয় কৃষকরা তাদের জমিতে কীটনাশক ব্যাবহার না করে কোক এবং পেপসি ব্যবহার করেছেন এবং চমৎকার সুফল পেয়েছেন। দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে এনার্জি ড্রিংকসের ক্ষতিকর দিক নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। (প্রথম আলো ৮ জানুয়ারী ২০১৩)। তাতে বলা হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর বাজার থেকে বিভিন্ন কোম্পানির এনার্জি ড্রিংকসের নমুনা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এসব পানীয়ে এমন সব উপাদান আছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাজারে প্রচলিত সাত ধরনের এনার্জি ড্রিংকসে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইনের পাশাপাশি অপিয়েট ও সিলডেনপির সাইট্রেট পাওয়া গেছে। এ সব ক্ষতিকর উপাদান গুলো হৃদপিন্ড, লিভার ও কিডনির ক্ষতি করতে পারে। গর্ভবতী নারীর বিকলাঙ্গ সন্তান হতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য এগুলো বিষ সমতূল্য।

মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট ঃ চিনতে পারছেন না ? না পারলে দোষের কিছু নেই। কারণ মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট আমাদের কাছে টেস্টিং সল্ট নামেই বেশি পরিচিত। আজকাল মুখরোচক খাবার যেমন চানাচুর, ডালভাজা, চিপস, বিরিয়ানী, ইন্ডিয়ান ফুড, থাই ফুড, ফাস্টফুড এবং চাইনিজ খাবারে এটি দেদারসে ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৮০ সালে জাপানি রাসায়নবিদ কিকুনেই ইকেদা এটি উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম স্বাদ বৃদ্ধিকারী টেস্টিং সল্ট নিয়ে বিশ্বব্যাপী একাধিক গবেষনার পর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ এক ভয়ানক নীরব ঘাতক। টেস্টিং সল্টের আগ্রাসন বিশ্বজুড়ে অ্যালকোহল এবং নিকোটিনের চেয়েও বড় বিপদ ঘটাতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য এটি আরো মারাত্মক। মস্তিষ্ককে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে বলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে একে 'স্নায়ু বিষ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আশংকা টেস্টিং সল্টের প্রতিক্রিয়ায় তীব্র মাথাব্যাথা, উচ্চ-রক্তচাপ, কোলন ক্যান্সার এমন কি মস্তিষ্কের ক্যান্সার হতে পারে। টেস্টিং সল্টের আগ্রাসনে বাদ যাচ্ছেনা সাধারণ রেস্টুরেন্ট এবং বিয়ে বাড়ির খাবারও। কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানী তাদের ব্যান্ডের স্যুপ ও নুডুলসে টেস্টিং সল্ট ব্যাবহার করছে। এবং তাদের কল্যাণেই দেশের প্রায় প্রতিটি রান্নাঘরে আজ টেস্টিং সল্টের মজবুত অবস্থান। নুডুলসের সাথে বিনামূল্যে যে টেস্টমেকারটি দেয়া হয় এতেও রয়েছে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। গবেষকদের মতে টেস্টিং সল্টের কারণে মস্তিস্কের ক্যান্সার, মলাশয় ও স্তন ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, পার্কিনসনস, আলঝেইমার্স, অনিদ্রা, বিষন্নতা ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ও মরণঘাতী রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

(তথ্যসূত্র ঃ দেশী এবং বিদেশী বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা)

সুতরাং এটা নিশ্চিয় বুঝতে পারছেন যে, রসনাকে তৃপ্তিদায়ক ফাস্টফুড, থাইফুড, চাইনিজ খাবার দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ভয়নাক। আজগুবি বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে এনার্জি ড্রিংকস পান করলে কতোটা এনার্জি পাবেন তা সহজেই অনুমেয়। তাকিয়ে দেখেছেন কী ? আমাদের দেশে বড় রাস্তাগুলোর পাশের কত অসহায় মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। যদি আসলেই আপনার বাড়তি শক্তির দরকার হয়। তাহলে এক বোতল এনার্জি ড্রিংকসের মূল্যের সমপরিমাণ টাকা কোন অসহায়কে দান করে দিন। ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি পাবেন দারুন ! 'এনার্জি'।

বন্ধু

সানজিদা পাটোয়ারী
৬ষ্ঠ শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বন্ধু আমি চাইনা তোমার
অসীম সুখের ভাগ
কিন্তু যখন থাকবে দুঃখ
দিও আমায় ডাক।

বন্ধু তোমার মুখে কান্না নয়
দেখতে চাই হাসি
মনে রেখ বন্ধু তোমায়
অনেক ভালোবাসি।

বন্ধু তোমায় মনে পড়ে
হঠাৎ দুপুর বেলা
যখন দেখি বারান্দাতে
রোদ করছে খেলা।

কিংবা তোকে মনে পড়ে
হঠাৎ কোন সাঁঝে
যখন কিনা বসে আছি
অনেক জনের মাঝে।

রূপকথার ছড়া

মিফতা হুল জান্নাত
৬ষ্ঠ শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

রঙ্গে রঙ্গে ঝিলমিল
তারাদের বাড়ি,
সেখানেতে বাস করে
চাঁদের এক বুড়ি।
বুড়ি বসে সুতা কাটে
বটের তলায়,
তাই দেখে পরী আসে
মেলায় মেলায়।

রোদ নেই, বৃষ্টি নেই
কেমন সেই বাড়ি
যাবে তুমি ভাই ?
যাবে সেখানেতে,
যদি থাক রাজি,
নিয়ে যাব আজি।

মা

মোঃ তানভীর পাটোয়ারী
৬ষ্ঠ শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মা আমার জগৎ সেরা প্রিয় একটি নাম,
মা ছাড়া এই জগতে নেই যে কোন দাম।
মা এর মত নিঃস্বার্থ নেই যে ভালবাসা,
মা নিয়ে ত্রিভূবনে, আমার সকল আশা,
মা ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচা বড় দায়,
বেঁচে আছি থাকব বেঁচে মায়েরি ছায়ায়।
মা তোমার সুখে দুঃখে থাকব তোমার পাশে,
তোমার তবে করি দোয়া অধিক ভালবেসে।
তোমার তরে কি লিখিব শেষ হবে না লেখা ?
তোমার দিকে যতই চাহি শেষ হয় না দেখা।
মরার পরে আল্লাহ যেন করেন তব নাজাত,
তাইতো তোমার তরে সদা করি মুনাজাত।
"মায়ের প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞবাণী"

মোদের বিদ্যালয়

মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী
শিক্ষা বর্ষ ২০১২-১৩
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
তুমি এক সাঁজানো বাগান
শপথ করি সবাই মিলে
রাখবো ইহার মান।
ধন্য মোরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পেরে
মনে বড় ব্যথা পাব যখন যাব ছেড়ে।
এই বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকগণ
সুঁতোই গাঁথা একই কথা একই তাদের মন
দিক বিজয়ী সেনাপতি নামটি জান এবার
তিনি হলেন সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয়
আলহাজ্ব ড. আবদুল লতিফ সরকার

ছাত্রজীবন

মোঃ শামছুদ্দোহা
দশম শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষা সাধনা বোধনশীল মন
এরই নাম ছাত্রজীবন
সর্বদা লক্ষ্য রবে প্রগতি ও শান্তির প্রতি
জীবনে সিন্দুকে তব অগ্রগতি
একতা, সততা, মানবতা
সর্বদা নিবেদিত কল্যাণে প্রাণ
আনন্দময়, সুসময়
ছাত্রজীবনের চেতনা
জীবনের সার্বিক উন্নতি
ঠিকমত করিলে সাধনা
ভূবনে জীবনে স্বপ্ন সাধন
দেশ ও জাতির কল্যাণ
শির উঁচু করে, অমৃতের পানে
অত্যাচার, নির্যাতনের যসীময়ে
মুঠো উদ্বীপ্ত করবে বিদ্রোহের অনলে
শ্রম-কিনাঙ্কের মত নির্দয় শ্রম-তলে
ধরনী নজরানা দিবে জ্ঞানের ঝির্নীতে
নহে ভয়, নহে লাজ-
তোমরাই ছাত্র
তোমরাই দানিবে শশাঙ্ক ধরণী
হানিবে যুগান্তরে ডঙ্কার সাঁজ।
সিন্দু - সমুদ্রের পানির গতি।
শির - মাথা
অমৃতের পানে - আলোর সন্ধানে, কল্যাণেই।
সসীময় - অন্ধকার।
মুঠো - হাত।
উদ্বীপ্ত - উত্তপ্ত করা।
বিদ্রোহ - প্রতিবাদ।
অনল - আগুন।
শ্রম - কষ্ট করা।
কিনাঙ্ক - কৃষকের পরিশ্রমের মত এখানে তুলনা করা হয়েছে
ঝির্নী আলো।
দাবিবে - স্থাপন করা।
শশাঙ্ক - চন্দ্রের আলোর মত।
হাবিনে - আনিবে
যুগান্তরে - ডঙ্কার সাঁজ - অসম্ভবকে সম্ভব করা।

শুকতারার মেলা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সিয়াম
২য় সেমিস্টার (ইলেট্রিক্যাল)
ঢাকা পলিট্যাকনিক্যাল ইনস্টিটিউট

আকাশ পানে চেয়ে দেখি
শুকতারার ঐ মেলা,
মেলার ভীড়ে হারিয়ে গেছে
স্বপ্নিল সুখের বেলা ।
আকাশ পানে চেয়ে ভাবি
সুখ যে কতদূর ?
ভাবনাগুলো হারিয়ে গেল
দূরের অচিনপুর ।
হঠাৎ করে চেয়ে দেখি
দূর আকাশের মেলায়.
ছোট্ট একটি তারা সেথায়
আছে অবহেলায় ।
আমিই বুঝি সেই তারাটি
আছি অনাদরে,
অনাদরে আর অবহেলায় গেল
আমার জীবন ভরে ।
একদিন হয়ত ঝরে যাবে
সেই ছোট্টতারা,
ঝরে গেলে আমায় কিগো
মনে রাখবে তোমরা ?

প্রার্থনা

মোঃ ইসমাইল হোসেন মুন্সী
৭ম শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ।

ধরণী তোমার শ্রেষ্ঠ উপহার
হে রহিম রহমান
তোমার করুণায়, তোমার মহিমায়
তাতেই দিয়েছ প্রাণ ।
বৃক্ষরাজি আর বিচিত্র সৃষ্টিতে সুশোভিত জগৎময়
মানব তোমার শ্রেষ্ঠ তা তুমি ফরমান ।
নিঃশ্বাসে তুমি, বিশ্বাসে তুমি,
আমরা তোমার অধম পূজারী ।
ধন্য মোরা তোমার ভূবনে
ধন্য জীব জগত ।
ধন চাইনা, তোমায় চাহি
আল্লাহু আকবার ।
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা
দিবা নিশি ছুটছে তাঁরা
কেউ সমান নয় তোমার কাছে, তুমিই ক্ষমতাময় ।
তোমার সৃষ্টিতে ধন্য মোরা
তোমারই করছি আরাধনা
সারাদিন-ক্ষণ ।
বিশ্ব নবীর উম্মত আমরা তোমারই রহমত
তোমার নূরে, তোমার গুণে
বিপদে করো পার ।

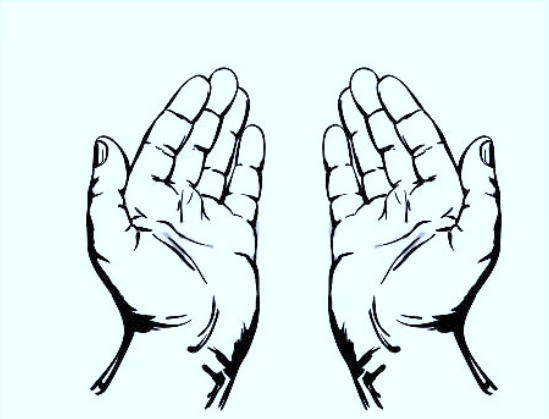

সেই দিন এই দেশ

মোসাঃ মাহমুদা পাটোয়ারী
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

সেইদিন এই দেশে
হয়েছিল এক লড়াই,
হাজার মানুষ বলেছিল
এসো পালাই পালাই ।

কিছু মানুষ জীবন রেখে বাজি
দেশ থেকে দূর করেছিল সব পাজি ।
দেশের জন্য কাঁদে যাদের প্রাণ,
তারাই হলো বাংলার কৃতী সন্তান
বাংলা হলো স্বাধীন একা 'ও' রে
পালালো সব ঘাতক দালাল দূরে ।
অবশেষে বাংলার হলো জয়,
বাংলার মানুষ হাসিমুখে কয় ।
বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলা আমার দেশ
বাংলাকে তাই সবাই মিলে ভালোবাসি বেশ ।

কাশ মেলা

আয়েশা সিদ্দিকা (তমা)
৬ষ্ঠ শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

হালকা মেঘে ধীর আবেগে শুভ খেলা
নদীর তীরে বসেছে আজ কাশের মেলা।
শ্যামল দেশের কুসুম কোমল দৃশ্যখানি
কী মনোরমা ! ঢেউয়ে ঢেউয়ে কানাকানি।
আম কাঁঠালের বনে ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া
ঘাসে ঘাসে শারদীয় হিমেল ছোয়া।
কাশের বনে চুপটি করে বকের ছানা
খাদ্য খাওয়ার আনন্দে তার নেই সীমানা।
বৃষ্টিকুড়ি ইলশেগুড়ি পাপড়ি ঝরা
ফেনায় ফেনায় স্রোতস্বীনি কাব্যছড়া
মৃদু হাওয়ায় ফুলের রেণু যাচ্ছে উড়ে
স্বপ্ন দেখার ক্ষণটি আসে ঘুরে ঘুরে।
আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা নদীর কূলে
পড়াশোনার কষ্ট যাবি সবাই ভুলে
নীল আকাশে উড়াল দিতে কোথায় বাঁধা
কাশের মতো হোক না সবার হৃদয় সাদা।

উপন্যাস

মোঃ হাবিব
দশম শ্রেণি (ব্যাবসা)

আজ পৃথিবীটা বড়ই শান্ত। পাখিগুলো
অনেক উড়ছে, হচ্ছেনা তবু ক্লান্ত। আজ কেন
আকাশটা এত মেঘলা ? পাখিগুলো
উড়ছে কেন একলা ? কেন তাদের মধ্যে
নেই জোড়া ? কেন ভাব করতে পারে না তারা।
কেন ভাব করতে পারেনা তারা।
কেন ভাব করতে পারে না তারা ?
তাদের মধ্যে নেই কোন ঝাঁক।
কেন মাঝে মাঝে আমার কবুতর জোড়া
ডেকে ওঠে বাক বাবুম বাক।
আমার নামটা আজ আনন্দিত, আগের চেয়ে নন্দিত।
আজ আমার মনটা পরিস্কার সব কালো
অন্ধকার মুছে ফেলে করেছি সংস্কার ....
তুমি কি বলতে পারবে কোন কালে পৃথিবী
(বাংলা কালে) তৃষ্ণার্ত, উত্তপ্ত, রুগ্ন, প্রখর ও
কোন কালে পৃথিবী শান্ত; শীতল হয়ে ওঠে ?
গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর ভূত্বকের মাটি
শুকিয়ে পৃথিবী তৃষ্ণার্থ উত্তপ্ত, রুগ্ন রুক্ষ
প্রখর ও বর্ষাকালে পৃথিবী পানি
পানি পেয়ে শান্ত শীতল হয়ে ফুল ফুটে। আজ সময়টা
বর্ষার প্রকৃতির নিয়মেই পৃথিবী শান্ত, শীতল ও
ফুলে ফুলে ভরা এবং আমার মনটা আজ আনন্দিত,
নন্দিত ও পরিস্কার আছে কেন জানি না আমি এত
তোমায় MISS করছি। আমি .... নই।
গভীর সাগরে সবে মাত্র ডুব দিয়েছি। যখন উঠতে
পারব তখনই হব .....।
তুমি আমার আমি শুধু তোমার
আমার মন চায় তোমায় ভালোবাসতে।
আমার মন আরো চায় তোমার কাছে আসতে।
এই ছোট উপহারটি দিলাম তোমায়
যত্ন করে রেখো।
এটির মধ্যে ইচ্ছে মতো
আমার লেখা লেখো।
স্বপ্নগুলো দিলাম লেখে
আশা দিলাম আরো।
আমার মতো ভালবাসা
পাইবে না কারো কাছে।

বসন্ত তুমি

ফারুক আহমেদ তানিম
সপ্তম শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বসন্ত তুমি আবার এসেছ ফিরে
আমাদের এই সুখের নীড়ে।
তুমি হয়ত জাননা
সেই সুখ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে
অনেক আগেই হেমন্তের মাঝে।
তাইতো তুমি এখন এলে
মনে প্রাণে লাগে ব্যথা।
তবুও ভুলিতে নাহি পারি তোমায়।

শাপলা

জোহাইনাতুল হাফছা
৩য় শ্রেণি
মালিগাঁও সরকারী
প্রাথমিক বিদ্যালয়

শাপলা জাতীয় ফুল
পানির ওপর ভাসে।
চাঁদের সঙ্গে ভালোবাসা
মুচকি মুচকি হাসে।
রাতের বেলা জেগে থাকে
পরম বন্ধুর আশায়
মনের মধ্যে খুব ইচ্ছা
পড়েছি তার মাথায়।
চাঁদের রাজ্যে শাপলা রানি
শালুক তার ফল
বিলে খেলে ফুল পরি
করে ঝলমল।

শপথ

মোঃ রিফাত আহম্মেদ (শাফী)
তৃতীয় শ্রেণি
মালীগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে
থাকবে কত কি !
তাইতো মোরা সবাই মিলে
লিখতে বসেছি।
বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত ১৯৯২ ইং
কাগজ কলমে বলে।
কি বলবো আর গুণের কথা
জেএসসি ও এসএসসির ফলাফলে
আমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
বিদ্যালয়ের প্রাণ।
রাখবো সবাই প্রতিভার স্বাক্ষর
বিদ্যালয়ের মান।

মোসাঃ সামিয়া আক্তার
২য় শ্রেণি
গজারিয়া আইডিয়াল স্কুল
রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

প্রিয় বাংলাদেশ

এইতো আমার বাংলাদেশ
রং তুলিতে আঁকতে পারি,
মাঠের ছবি, ঘাটের ছবি
কদম শিমুল সারি সারি ।

বটের ছবি, তটের ছবি
নদীর ধারে ছোট বাড়ি ।
মায়ের ছবি, গাঁয়ের ছবি
পাটের সিকে মাটির হাড়ি ।

রং ফুরালে আঁকা শেষ,
এইতো প্রিয় বাংলাদেশ

Hazrot Mohammad (SA)

Moss. Masuka Akter
Class - Ten

Night is Lucky to have
The moon
Day is lucky to have
The Sun
Son is Lucky to have
The mother.
Tree is lucky to have
The Green
But we are lucky to have
Hazrot Mohammad (S.A.)

মা - বাবা

মোসাঃ মরিয়ম আক্তার মিম
২য় শ্রেণি
বায়নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

মা-বাবা আপনজন
তার তুলনা নাই,
স্রষ্ঠার পর তাদের স্থান
তারা বড়ই মেহের বান ।

মানুষ হবো বড় হবো
তাদের সদা সেবা করবো
তাদের তবে জীবন দিব
এ যেন হয় পণ ।

মা-বাবার স্নেহের পরশে,
গড়ে তুলবো জীবনটাকে ।

কালো রাত

মোঃ জাকারিয়া পাটোয়ারী
অষ্টম শ্রেণি

এক গভীর রাতে
বাঙ্গালী মানুষের বুকে
বয়ে ছিল রক্তের বন্যা
দেখিনি তাদের
শুনেছি তাদের কান্না ।
পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী
হয়েছিল তাদের খুনী
বাংলা মায়ের বুক
করেছিল খালি ।
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী
সেই রাত হলো শেষ
অবশেষ অবশেষ ।

মা

আরিফুল ইসলাম
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

শুনেছি আমি গুরুজনের কাছে।
মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত নাকি আছে।
মা হলো এক স্বর্গ সম দান
মায়ের হাতে সপে দিলাম প্রাণ।
মনে রেখ এই কথাটি ভাই
মায়ের চেয়ে আপন কেউ নাই।
মায়ের কাছে সবাই আমরা ঋণী
শেষ হবে না এই ঋণ কোন দিন-ই।
মায়ের ভাষা মধুর লাগে বেশ
মা ডাকেতেই সকল দুঃখ শেষ।
মা যে আমার স্বপ্নে গড়া আশা
মায়ের জন্যই সকল ভালবাসা।

ধ্বংস

মোঃ এস. এম. সুমন
এস. এস. সি. পরীক্ষার্থী
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

অদ্ভুত এই জগত সংসারে
ভয় আমার পৃথিবীকে নিয়ে।
পৃথিবী চলে গেছে ধ্বংসের পথে
প্রকৃতির ওপর মনবেরী অপব্যবহারে
পৃথিবী আজ ধ্বংসের পথে।
আমিও চলে যাব বহু দূরে
এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে।
সেদিন অস্তিত্ব থাকবে আল্লাহ্‌র,
পৃথিবীর কাছে রয়ে যাবে
আমাদেরি স্মৃতিটুকু।
সেদিন আমরা হয়ে যাব
চিরস্থায়ী জান্নাতি।
যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে
তিনি হবেন আমাদের ধ্বংসকারী।

বিদায়

মোসাঃ মাসুকা আক্তার
নবম শ্রেণি

এসেছি কোন এক প্রভাত কালে
বিদায় লগ্নে পৌঁছিয়াছে আজ শিয়রের ধারে
কত যে দুঃখে মধুর ঘটনা ঘটেছিল হায়
এই জীবন গড়ার আঙ্গিনায়।
কত যে মধুর স্মৃতি মনে পড়ে আজ
যখন পড়েছি আমি বিদ্যালয়ের তাজ
আজ মনে হয়।
এসেছে কোন এক ভোর বেলায়
যেন সন্ধ্যা না হইতে নয় গো
বিদায় যেন বিদায় নয় গো
বুক ভরা কান্না।

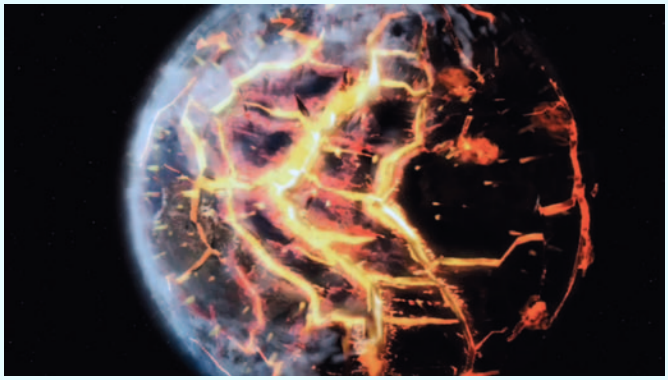

মায়ের কাছে চিঠি

মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মাগো তুমি কেমন আছো ?
জানতে ইচ্ছে করে ।
তোমার কথা মনে হলে
অশ্রু চোখে ঝরে ।

আদর করে কেউতো মা
নেয় না বুকে টেনে,
একটু খানি ভুল হলে মা
নেয় না কেউ মেনে ।

ইচ্ছে করে কাছে পেতে
তোমার হাতের ছোঁয়া;
মাথার পরে হাত রেখে
কেউ করে না দোয়া ।
অসহায় মনটা আমার
কাঁদে বারে বারে;
এই পৃথিবীর চির দুঃখী
মা হারা সংসারে ।

স্বাধীনতা

মোঃ মাহবুবু হাসান সরকার
দশম শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)

স্বাধীনতার আলতো ছোঁয়ায়
ধন্য আমার মাটি
মন ভুলানো হিমেল হাওয়ার
জীবন পরিপাটি ।

রক্ত ঝরা দিনের কথা
যখন পড়ে মনে
দুলে উঠে কষ্ট-ব্যথা
বুকের গহিন কোনে ।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা
সেটাও খোদার দান,
জীবন দিয়ে রাখব ধরে
বাংলাদেশের মান ।

জীবন থাকতে ক্ষয় হবে না
বাংলাদেশের স্বাধীনতার মান ।

আমাদের জীবন

মোঃ ইউনুছ সরকার
কানাডা-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল টেকনোলজী
৩য় বর্ষ (ফাইনাল) ২০১৬

জন্মেছি এই দেশেরে ভাই, জন্মেছি এই দেশে,
রপ্ত করে রাখব আমি মায়ের কোলের শেষে ।
কষ্ট দেওয়া মা আমার শিখিলো জন্মভাষা,
মানুষ হবার যোগ্য করল, কত সিঁড়ির মাচা ।
ডাগর হবে আবেদা বাড়বে ধাপে ধাপে
দূর করেনাও শিশু সময়, রাখব আবেদাটাকে ।
সৃজিলা এমন জীবন কেমন, করছ কার সাথে,
মলয়া সমীর বইছে তাতে রাখবে চেতনাতে ।
অবনীতে যাইবে তুমি, দুই চেতনার পাড়ি,
সেই তুখোড়পারে নায়ে, তোমার দেখার বাড়ি ।
চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তুমি, দেও নিজেকে শাস্তি,
বিকল্প লক্ষ্য গ্রহণ ও সৃজন ধর্মীয় প্রাপ্তি ।
ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সতাজ দেখ চাঁদে
দেখবেনাকো গুরুজন ও থাকবে পড়ে হৃদে ।
গ্রহনযোগ্য সার্থ যদি না হয় নিজের মনে,
আগাও সঠিক বাঘের ঝটিক, দিলে পরের ঘরে ।
শিক্ষা লোকের ঠিকরে কর নাক সমাজ দিয়ে,
দলিবলি খেলা করি, লঘু-গুরু নিয়ে ।
দূর্গমেতে গ্রহে যাবে, আপন কষ্ট দিযে,
স্বাধীন হবে, বাঁচবে কেমন, শুধুই তিমির নিয়ে ।
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টির সঠিক, করবনা সময় হেলা,
অমর করব জীবন গড়ব, স্মরণ প্রভুর বেলা ।

বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যাক্তিগত উদ্দেশ্য নিজেকে (Self emplyment) বা আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য গ্রহণ করা, যার ফলে দেখা যাবে পরিবার পরিচালনার মাথাপিছুর চাপ সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ হয় ।

অজ্ঞ লোকের সাধু ভাষা শিক্ষিতদের সাথে কিছুটা মিল থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষিতদের গতিলীলতা তার চাইতে বেশি হতে পারে না ।

আমাদের জীবন ও পরিবেশ রক্ষার্থে উদ্ভিদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখি ।

শহীদের স্বপ্ন

মাহতাব উদ্দিন সরকার, এমবিএ
কনসালটেন্ট,কমপ্লায়েন্স

গর্জণে তার আকাশ কাঁপে
বাতাস ছুটে এদিক-সেদিক,
হুংকারে সে শত্রু কাঁপায়
পথ হারায় কেউ দিক-বেদিক ॥
জন্মভূমি আমার প্রিয়
বাংলা আমার মা,
তোমার প্রাণে বাঁজায় বাঁসি
দোয়েল পাখির রা..আ ॥

শিমুল তুলার বালিশ আমার
রক্তে ভেজা চোখ,
সবাই যে তাই ভুলে গেছে
আমার প্রাণের শোক ॥
স্বাধীনতা এনে দিয়ে
জমা হলে সেই যে কবে,
গর্জে উঠার স্বপ্ন আমার
শত্রু যে তাই বেঁচে আছে ॥
স্বাধীনতা নিয়ে আবার
ফিরবো আমি মায়ের কাছে,
বাংলা আমায় ডাকছে বুঝি
আসছি আমি তারই কাছে ॥

আমাদের গাঁয়ে

শামীমা নাসরীন
সহকারী শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

আমার গাঁয়ের ডোবার জলে
রোদ্র করে খেলা,
বাড়ির পাশের ঝোপের ধারে
বন্য ফুলের মেলা ।
ফুলগুলো সব মাতাল সুবাস
যায় যে ছড়িয়ে,
তবু কেউ নেয় না তাদের
খোঁপায় জড়িয়ে ।
আমার গাঁয়ের আঁধার ঘরে
জোনাক জ্বালায় আলো,
আকাশ সাজে তারার মেলায়
দেখতে লাগে ভালো ।
বাঁশ বাগানে চাঁদের সাথে ।
রাত্রি জাগে একা,
মাধুর্য কি তার, রূপের সুধায়
বুঝবে না সে,
অন্তর যার বাঁকা ।

The Real definition of Friendship

"There is only one word that fills the heart and mind together and that is 'Friend'. The word 'Friendship' is not a mere catchword or watchword but a feeling of good will and sympathy, love and affection existing between two persons. It is friend and only friends to whom one can reveal one's all secrets and feeling. But one should bear in mind that summer or fair weather friends do harm much and can lead one to a total ruin morally, physically and socially. So right choice is must. A true friend is one who stands by his friends in danger, encourages his/her in good and noble deeds. Such a friend we need most and we need to seek."

স্বাধীনতা দিবস

মোসাঃ মাহমুদা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

পঁচিশে মার্চ ছিল কালোরাত
সে রাতেই বাড়িয়ে দিলাম
দেশের তরে আমার দুই হাত ।
অগ্রসর হলাম সম্মুখপানে
অস্ত্র নিলাম দুই হাতে,
রণ করিলাম ১১নং সেক্টরে
স্বাধীন দেশ পেয়েছি তাতে ।
লক্ষ জ্ঞানী, লক্ষ জন
লক্ষ জননী, লক্ষ বোন
পাক-সেনারা করিল খুন ।
লাখ জননীর অকাল মরণ
সহস্র বোনের ইজ্জত হরণ,
কেড়ে নিল গাত্রের বসন
জোর পূর্বক করিল ধর্ষণ ।
সংগ্রাম চলছিলো নয়মাস
৩০ লক্ষ বীর বাঙ্গালী
ত্যাগ করিল শেষ নিঃশ্বাস ।
২৫শে মার্চ হলো মুক্তি যুদ্ধের সূচনা
২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
স্বাধীন দেশের করিল ঘোষণা
২৬শে মার্চ ফিরে এলে
১৪ কোটি বাঙ্গালী মিলে
স্বাধীনতার কত কথা স্মরণ করি
দুঃখ গ্লানিকে পেছনে ফেলে ।

সূর্য সন্তান ও বাংলাদেশ

মোহাম্মদ মনির হোসেন
সহকারী শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

রূপসী বাংলার অগণিত মুখ
স্বপ্ন ছিল আশাতীত,
গৌরবে সৌরভে
ধরনীর বুকে
রব মোরা অমলিন ।
বিশ্ব জয়ে ব্রত নিয়ে মোরা;
সদা রবো কলরব ।
আনবো সুখের প্রদীপ শিখা
দেখবো বাংলার মুখ ।
রফিক, শফিক, জব্বার কত অগণিত বীর
নিবেদিত প্রাণ, বাংলা - বাঙ্গালীর
প্রাণের দাবীতে করেছে আত্মদান
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী
শেখ মুজিবুর রহমান
জেল জুলুম কত নির্যাতন সয়ে
স্বাধীন করেছে এ দেশ ।

কালজয়ী ভাষণ, গণজাগরণ উচ্ছেদ করেছে হানাদার
সোনার বাংলায় সুখের জোয়ার বইবে চিরকাল
বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম কত কৃতি সন্তান
যতদিন রবে শ্যামল বাংলা
থাকবে তোমাদের মান ।
জঙ্গিবাদের কালো ছায়া
করব মোরা দেশ ছাড়া
সোনার বাংলা অমর করতে,
থাকব সদা তাহার পাশে ।

বন্দনা

মোঃ নূরনবী পাটোয়ারী
অফিস সহকারী ও শিক্ষক
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ।

দাউদকান্দি'র মালীগাঁও
বিশাল একটি গাঁ,
আদর্শকে লালন করে মালীগাঁওবাসীরা ।
এই গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তে একটি প্রতিষ্ঠান
মনোরম পরিবেশে এটির অবস্থান ।
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে মোদের
করেছে ধন্য ।
তাইতো আমরা গর্বিত এতো বিদ্যালয়টির জন্য ।
বিদ্যালয় গড়তে প্রেরণা জুগিয়েছেন
হাসনা লতিফ হেনা -
তাহার অবদান আমরা কখনও ভুলতে
পারবো না ।
প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর আবদুল লতিফ সরকার
মহাজ্ঞানী লোক,
এ কথাটি বিশ্বব্যাপি জানে সর্বলোক ।
ম্যান অব দি ইয়ার ২০০০ এ ভূষিত হন তিনি
বিশাল কীর্তিতে, অমর সৃষ্টিতে চির
জাগরুক তিনি ।
বিদগ্ধ গুণীজন আর দক্ষ এস.এম.সি,
পরিচালনা করছেন তারা এ বিদ্যালয়টি ।
বিরানব্বই'ই প্রতিষ্ঠিত বছর চব্বিশটি,
ফলাফল এটির অনেক ভালো
জানে বঙ্গবাসী ।
হাসনা-লতিফ মেধাবৃত্তি মহতী উদ্যোগে
প্রফেসর ডাঃ এআরএম লুৎফুল কবীর
প্রফেসর নাজনীন কবীর এটির অগ্রদূত ।
গুনীজনদের জ্ঞানের পরশে-
উপাধি পেয়েছে আদর্শ বিদ্যালয় ।
তোমাদের সেবা, তোমাদের দান
তোমরা রবে চির অম্লান ।
সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বিল্লাল হোসেন মিয়াজী
তার কৃতিত্ব কখনো ভুলা যায় কি?
তোমাদের প্রেরণায় আমরা সবাই
এই করেছি পণ,
আদর্শকে ধারণ করবো
সারা জীবন ভর ।

কৌতুক

মোঃ তানভীর পাটোয়ারী
৬ষ্ঠ শ্রেণি
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

(১)

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন
শিক্ষক ঃ কে বড় হয়ে কি হবে?
রহিম ঃ স্যার আমি বড় হয়ে পাইলট হব।
শিক্ষক ঃ লেখাপড়ার যে অবস্থা আবার পাইলট হবে!
রহিম ঃ স্যার, আমাদের বাড়ির মটো আর পাটলু লেখা পড়া না করে পাইলট হইছে।
শিক্ষক ঃ কিসের পাইলট ?
রহিম ঃ রিক্সার পাইলট !

(২)

এক ব্যক্তি একটি ছাগল ক্রয় করলেন ৫,০০০ টাকা দিয়ে ছাগলটিকে কিছু দিন রাখার পর সে ঐ দামে ছাগলটিকে বিক্রি করে দিলেন।
ফেরার পথে একজন জিজ্ঞাসা করল
পথিক ঃ ভাই তোমার ছাগল কই ?
বিক্রেতা ঃ ঐ দামে বিক্রি করে দিয়েছি।
পথিক ঃ তাহলে লাভ হলো কি ?
বিক্রেতা ঃ ঐ যে ম্যা ম্যা ডাক শুনলাম।

মোসাঃ মাসুকা আক্তার
দশম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

(১)

শিক্ষক ঃ সানি বলো তো, পানির রাসায়নিক সংকেত কী ?
সানি ঃ HIJKLMNO
শিক্ষক ঃ তুমি এ কি বলছো ?
সানি স্যার আপনিইতো গতকাল বলেছেন, পানির সংকেত $H_2(To)O$.

(২)

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন ঃ
১ম বন্ধু ঃ বলতো পৃথিবীর ভয়ানক প্রাণী কোনটি ?
২য় বন্ধু ঃ বাঘ ও সিংহ।
১ম বন্ধু ঃ আরে না, মশা হল ভয়ানক প্রাণী।
২য় বন্ধু ঃ কিভাবে সম্ভব ?
১ম বন্ধু ঃ মানুষ বাঘ, সিংহ খাচায় বন্দি করে রাখে কিন্তু মশার ভয়ে মানুষ নিজেই খাচায় বন্দি হয়ে থাকে।

(৩)

স্যার ছাত্রকে প্রশ্ন করে - পাখি কাকে বলে ?
ছাত্র বলে - যার ডানা আছে যে উড়তে পারে তাকে পাখি বলে।
স্যার বলেন - তাহলে এরকম একটি উদাহরণ দাও।
ছাত্র বলে - যেমন মশা।

সুজাইয়া তাহরীর
৬ষ্ঠ শ্রেণি
স্কলার্স স্কুল এন্ড কলেজ

১০টি মজার ঘটনা

১। তুমি সাবান দিয়ে তোমার চোখ পরিস্কার করতে পারবে না।

২। তুমি তোমার চুল গুনতে পারবে না।

৩। তোমার জ্বীভ বাইরে থাকা অবস্থায় তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারবে না।

৪। তুমি এখন ৩ নম্বরটা চেষ্টা করছ।

৬। যখন তুমি ৩ নম্বরটা চেষ্টা করছ তখন দেখলে ওটা হচ্ছে
আর তোমাকে কুকুরের মতন লাগছে।

৭। তুমি এখন হাসছ কারণ তুমি বোকা হলে।

৮। তুমি ৫ নম্বরটা মিস করেছো।

৯। তুমি এখন দেখছ ৫ নম্বরটা আছে নাকি।

১০। তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং মজা করো ...

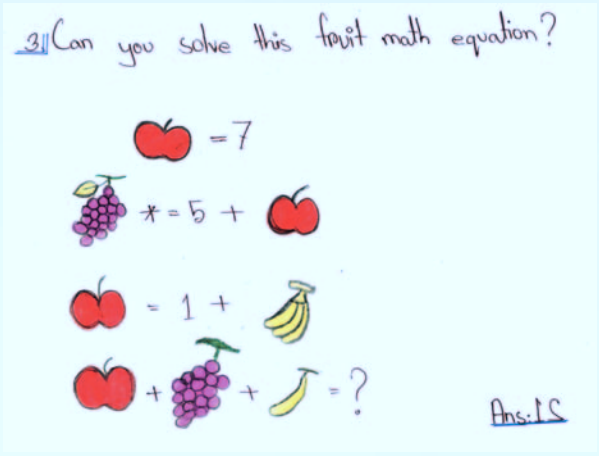

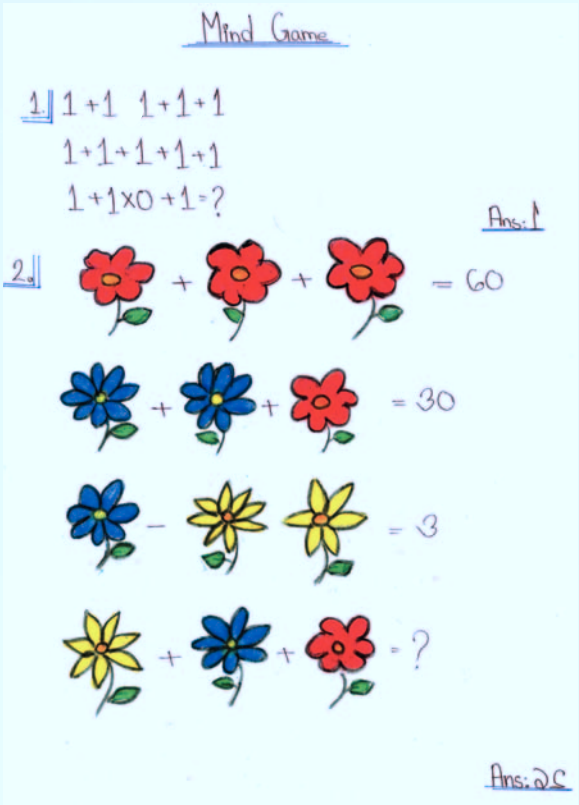

ধাঁ ধাঁ

মোঃ জাহিদ হাসান সরকার
দশম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

পৃথিবীতে সবচেয়ে সুমধুর শব্দ কোনটি ?
যেটি মানুষ দেখে কিন্তু আল্লাহ দেখে না
উঃ স্বপ্ন

তিন অক্ষর নাম তার গাছেতে ধরে প্রথম অক্ষর বাদ
দিলে আকাশ থেকে পরে
উঃ হিজল

মোসাঃ সাদিয়া আক্তার
ষষ্ঠ শ্রেণি

সুহাইবা তাহদী
৪র্থ শ্রেণি
স্কলার্স স্কুল এন্ড কলেজ

নুজহাত নাহরিন
৬ষ্ঠ শ্রেণি
স্কলার্স স্কুল এন্ড কলেজ

কুমিল্লা শ্যামল মায়া
মেঘনা উদাস
কণ্ঠে তার মনিহার
গোমতি তিতাস

নীলোৎপল

পরিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা ড. আবদুল লতিফ সরকারের দিক কয়েকটি নির্দেশনা মূলক ভাষণ

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মালীগাও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে (দাউদকান্দি, কুমিল্লা) প্রধান অতিথি হিসেবে (২৬ মার্চ ২০১১)

ভাষনের সার সংক্ষেপ- এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তাদের ভুলবোনা, আমরা তাদের ভুলবোনা - তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এতদসঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্যবৃন্দ এবং মফিজুল ইসলাম মেম্বার ও আবদুল মান্নান সরকার প্রমুখ আমার কতিপয় সহকর্মীকে যারা আমাকে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং মাগফেরাত কামনা করছি এদের মধ্যে তাঁদের আত্মার, যারা (আমার স্ত্রী হাসনা লতিফ, ছোট ভাই সাঈদুদ্দিন সরকার, বন্ধুবর মোজাহারুল হক পাটোয়ারী, ভাইস্তা মোকাররম হোসেন সরকার ও মালীগাঁও গ্রামেরই রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, গোলাম মঈনুদ্দিন কাউসার) ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন)।

স্বাধীনতার চার দশক পূর্তির বছর পার করছি আমরা- এমনি এক দিনে আমাদের এই স্কুল মাঠে ২০০৯ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসে (যখন আমি ছিলাম এ্যামেরিকাতে), আমার ছেলে প্রফেসর ডা. লুৎফুল কবীর স্কুলটির কল্যাণ কামনায় ও তার 'মা'কে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে যে **"হাসনা লতিফ মেধাবৃত্তি"** ঘোষণা করে। প্রতি ক্লাসের প্রথম তিন জনকে প্রতি মাসে যথাক্রমে ৳. ৪০০/-, ৳.৩০০/- ও ৳. ২০০/- হিসেবে ঐ সালের মার্চ থেকেই প্রদান করে আসছে, তার দৃষ্টান্ত বিরল। আপনাদের সকলের সাহায্য সহযোগিতায় স্কুলটির সার্বিক কল্যাণ সাধিত হচ্ছে এবং আল্লাহর রহমতে এটি ইনশা আল্লাহ কলেজে রূপান্তরিত হবে; আর আমরা এমনি জাতীয় দিবস এটির মাটিতে উদযাপন করে যাবো ইনশা'আল্লাহ।

স্বাধীনতার মাস মার্চ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এই মাসেই। এই সালেরই ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষন ছিল মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার Green Signal। লাখো লাখো দেশবাসী সেদিন মন্ত্রমু গ্ধের মতো আবিষ্ট হয়েছিল সেই বজ্র কণ্ঠে- রক্ত যখন দিতে শুরু করেছি, রক্ত আরো দেবো; এদেশের মানুষকে স্বাধীন করে, মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

Address on the occasion of Independence Day Celebration (26 March 2011) at the Maligaon Adarsha High School, Daudkandi, Comilla as the Chief Guest

আসলেই এই ভাষনটি ছিল স্বাধীনতার বীজ মন্ত্র, যা মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে দাহ্য পদার্থের মতো জ্বলেছে, কাজ করেছে। বাঙ্গালীর জন্য ঘুরে দাড়ানোর একটি দিন ছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চঃ

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল্, কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর বাঙ্গালীরা ভেবেছিল তারা মুসলমান; ভাই ভাই হিসেবে পশ্চিম পাকস্তানীদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে। কিন্তু প্রথমে পশ্চিমা শাসকরা আঘাত হানে আমাদের ভাষার উপর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকাতে এসে তাঁর ভাষনে বলেনঃ Urdu and Urdu only shall be the state language of Pakistan। বাংলার মানু ষ ফেটে পড়ে, ১৯৫২ সালে রক্ত দেয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটি আন্দোলনে সমর্থন জানাতে গিয়ে আইনের ছাত্র শেখ মুজিব বহিস্কৃত হন। এরপর আসলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের (হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দ্দি) ব্যানারে। মসলিম লীগের ভরাডুবি হয়; কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টকে ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি পাকিস্তান সরকার।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন; বাংলার মানুষের অধিকার হরন করা হয়। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙ্গালীর প্রাণের দাবী বাঙ্গালীর মুক্তি সনদ ৬- দফা পেশ করেন। আইয়ুব খান হুঙ্কার দিলেন: শেখ মুজিবের ৬- দফাকে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া হবে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন- শেষে জনগণের আন্দোলনের মুখে জেল থেকে মুক্ত হলেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে (Presiding officer ছিলাম) আওয়ামী লীগের জোয়ার এলো; তঁ ারা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করেন; ইয়াহিয়া ঘোষণাও দিলেন "Sk. Mujib Future Prime Minister;" কিন্তু বঙ্গবন্ধু কে মসনদে বসতে দিলোনা পাকিস্তানী শাসকরা। ১লা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় অধিবেশন স্থগিত করা হয়। সাত ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা দিলেন- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষন "বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যাই কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত থাকো" এ দেশের

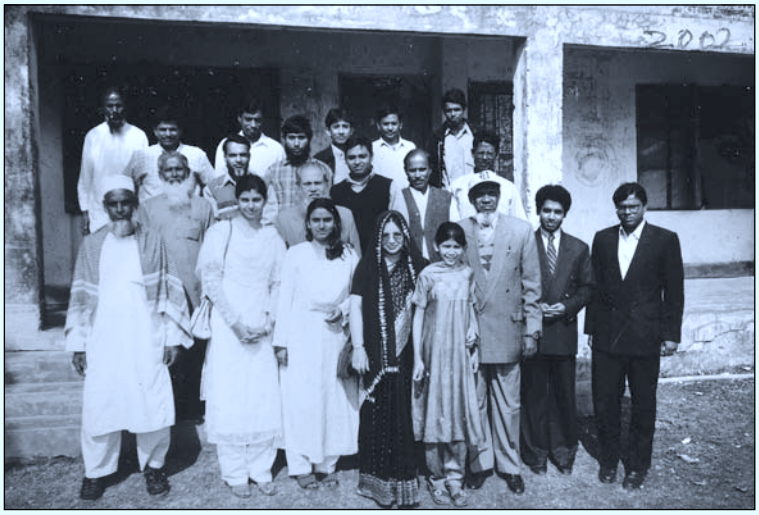

In Memoriam of Late Sayeed Uddin Sarker, Founder Member, Managing Committee of the School; Sayeed Uddin Sarker is holding our grand daughter Lamisa to whose right are Dr. Nazneen Kabir, Neepa and Daisy.

জনগণকে দারুণভাবে আন্দোলিত করেছিল। ১০ই মার্চের পর থেকেই পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে, শুধু বেসামরিক প্রশাসনই নয়, সেনাবাহিনীতেও পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমে আসে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রধান লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৪ মার্চ এক সামরিক ফরমান জারি করে বলেনঃ প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে যারা বেতন উত্তোলন করেন, তারা ১৫ মার্চের মধ্যে কর্মস্থলে যোগ না দিলে সবাইকে চাকরিচ্যুত করা হবে। কিন্তু এই আদেশের পরও কেউ কাজে যোগ দিলেন না। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা, স্কুল- কলেজ, শিল্প কলকারখানা সর্বত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য Peoples Party র ভূ ট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হলে ঐ দিন রাত্রেই নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর হানাদার সেনাবাহিনী ঝাপিয়ে পড়ে।

আক্রমন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগে পুলিশ হেড কোয়ার্টার। হাজার হাজার মানুষ নিহত হলো। ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেনঃ

This may be my last message; From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan Occupation Army is expelled from the soil of Bangladesh. Final Victory is ours.

বঙ্গবন্ধুর এই আহবান বেতার যন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল-া ও যশোহর সেনানিবাসে বাঙ্গালী জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে।

স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ০১-১০ মিটিটে বঙ্গবন্ধুকে ৩২নং ধানমন্ডির বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনাবিনাসে রাখে এবং ২৬ মার্চ তাকে বন্দী অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এক ভাষনে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কালুঘাট (চট্টগ্রাম) থেকে মেজর জিয়া এই ২৬শে মার্চই। বঙ্গবন্ধুর ঘোষনাটি করা হয়েছিল ২৫ মার্চ রাত্রি ১২টা ২০ মিনিটের সময় অর্থাৎ ২৬ মার্চ; তাই এই দিনটি হচ্ছে আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। সুদীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের ও দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা বিজয় লাভ করেছি শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১; তাই সেটি হচ্ছে আমাদের বিজয় দিবস।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একাত্তরের প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি দিবসই রক্তের অক্ষরে লেখা। তারপরও কোন কোন তারিখ ত্যাগে, আত্মদানে ও গৌরবের মহিমায় হয়ে উঠে সমুজ্জ্বল। একাত্তরের এ রকমই ১০টি তারিখ হচ্ছে ঃ

০৭ মার্চ	ঃ বঙ্গবন্ধুর ভাষন
২৬ মার্চ	ঃ স্বাধীনতা ঘোষনা
১৭ এপ্রিল	ঃ মুজিবনগর সরকার গঠন
১১ জুলাই	ঃ সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠক
০১ আগষ্ট	ঃ দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ
০৩ ডিসেম্বর	ঃ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ
০৬ ডিসেম্বর	ঃ বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি
০৪-১৫ ডিসেম্বর	ঃ জাতিসংঘে বাংলাদেশ বিতর্ক
১৪ ডিসেম্বর	ঃ বুদ্ধিজীবি হত্যা এবং
১৬ ডিসেম্বর	ঃ চূড়ান্ত বিজয়

পৃথিবীর মানচিত্রে "বাংলাদেশ" একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা দূর করে আমাদের এই প্রিয় দেশটিকে একটি সমৃদ্ধিশালী উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে আজ আমাদের সকলকে। সত্যিকারের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আজ আমাদের সকলের অঙ্গীকার। উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদের সকলকে যার যার অবস্থান থেকে সাধ্যমত দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর অবদান রাখতে হবে। তোমরা যারা ছাত্র-ছাত্রী আছো, তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে ভালভাবে পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ ও সুনাগরিক হয়ে উঠা; আর শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ ও ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে গড়ে তোলা, তারা যেন সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে।

প্রকৃত মানুষ হতে হলে অবশ্যই প্রকৃত ধার্মিক হতে হবে। মনুষ্যত্ব সম্পর্কে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ভাষণে আমি আল-কুরআন থেকে দশেরও অধিক আয়াতে কারিমার উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি এবং বলেছিঃ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

"মানুষ" বলতে যেমন স্ত্রী-পুরুষ সকলকে বুঝায় যেমন-(Man is mortal), তেমনি এখানে ছেলে বলতেও ছেলেমেয়ে সকলকে বুঝাচ্ছি।

বক্তৃতা শেষ করার আগে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলে যেতে চাইঃ হে মুগ্ধ জননী! তোমার ১৫/১৬ কোটি সন্তানেরে বাঙ্গালী করে রাখলেও ক্ষতি নেই, মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলতে না পারলে অবশ্যই আফসোসের কথা।

যারা এত দীর্ঘ সময় ধৈর্য সহকারে আমার বক্তৃতা শুনেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা সকলেই সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন এই কামনা করছি এবং আপনাদের দো'আ চাচ্ছি। আল্লাহ হাফেয"

মালাগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়: জিন্দাবাদ; বাংলাদেশ চিরজীবি হোক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে (দাউদকান্দি, কুমিল্লা) এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে (২৪ জানুয়ারী ২০১২)। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন ডানে ঃ প্রধান শিক্ষক ও প্রফেসর ডাঃ লুৎফুল কবির (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য); বামেঃ ইঞ্জিঃ সাঈদ হোসেন খান ও ইয়াসমিন সুলতানা (দুজনই দাতা সদস্য)। জানুয়ারী ২০১২)। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন ডানে ঃ প্রধান শিক্ষক ও প্রফেসর ডাঃ লুৎফুল কবির (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য); বামেঃ ইঞ্জিঃ সাঈদ হোসেন খান ও ইয়াসমিন সুলতানা (দুজনই দাতা সদস্য)।

ভাষনের সার সংক্ষেপ- লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান আল্লাহর, যার অসীম রহমতে আমরা সবাই সুস্থ শরীরে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছি। সকলকে ছালাম ও নব বর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। Let the new year usher in new hopes and aspirations.

কৃতজ্ঞাচিত্তে স্মরণ করছি কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিত্বকে যারা এই মহান বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠায় আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন; কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন পরলোকে (ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন)। এরা হচ্ছেন আমার সহধর্মিনী হাসনা লতিফ, ছোট ভাই সাঈদুদ্দিন সরকার, ভাইস্তা মোকাররম হোসেন সরকার, বন্ধুবর মোজাহারুল হক পাটোয়ারী, রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, গোলাম মঈনুদ্দিন কাউসার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহর আলী প্রধান ও দাতা সদস্য মরিয়ম বেগম, আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী প্রমুখ। মহান আল্লাহ তাঁদের অবদান কবুল করুন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত নসীব করুন।

Fare Well Address to the SSC Candidates of the School 24 January 2012

For those who don't know, ১৯৯৬ সাল থেকেই আল্লাহর রহমতে আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী প্রেরণ করে আসছি; তাই এবারের Batch হচ্ছে ১৭৩ম। আপনাদের সকলের নিরলস প্রচেষ্টা ও আল্লাহর রহমতে, ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি এবং এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস ও Grade A+ সহ ছাত্র/ছাত্রীদের পাশের হার ৯২.১১ তে উন্নীত হয়েছে। Latest J.S.C পরীক্ষায় আল্লাহর অসীম করুণায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার প্রায় ৯৯% (৮১ জন পরীক্ষার্থীদের একজন মাত্র এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে)। মোট কথা, বিদ্যালয়টির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। চলুন এই সুনামকে আমরা সুদূর প্রসারী করি এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলতে আপ্রাণ চেষ্টা করি; কারণ এরাই হচ্ছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আদর্শ মানুষ করে গড়ে তোলার প্রধান কারিগর হচেছ শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, যাদের যেসব গুণাবলী থাকা অত্যাবশ্যক সেগুলো হচ্ছে ঃ-

T for Truthful, Trustworthy, Timely

E for Educationist, Energetic, Efficient

A for Active, Amiable, Admirable

C for Cordial, Co-operative, Character

H for Helpful, Harmless, Hon'ble

E for Encouraging, Effective, Exhorting (প্রণোদিত করা)

R for Religious, Regular, Reformer (দোষ-ত্রুটি থেকে মু ক্তকারী)

উপরোক্ত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক- অভিভাবিকা ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের

প্রত্যেককেই যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথোচিতভাবে অবশ্যই পালন করতে হবে। আমরা আজ দিন বদলের কথা বলছি, তা কি করে সম্ভবপর হবে, যদি না আমরা সচেতন ও সক্রিয় হই।

আমাদের স্কুলটির নামকরণ করা হয়েছে **"মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়"**। এটি কি আসলে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে? "আদর্শ" in the sense of the term? এটিকে একটি আদর্শ বিদ্যা নিকেতনে পরিণত করা হোক আজকের দিনে আমাদের অঙ্গীকার।

দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন শিক্ষার্থীরা নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষকদের অনেকেই শিক্ষকতাকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন না। তাই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাই শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলছি: যারা শিক্ষকতা করছেন, দয়া করে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবেন না। আপনাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে i) নিজের কাছে, ii) ছাত্রছাত্রীদের কাছে iii) সমাজের কাছে ও iv) প্রশাসকের কাছে। ছাত্রছাত্রীদেরকে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলতে পারলেই জাতীয় জীবনে আসবে গতিশীলতা- সকলেই পাবে স্বাধীনতার সাধ। অতএব, আপনাদের Teaching কে Effective করার জন্য "AIDCAS" কথাটা স্মরণ রাখবেন- যে কথাটি অতীতেও বলেছি। ক্লাসে গিয়ে শুরু করতে হবে Attention (A) আকর্ষণ করে ও বিষয়বস্তুকে Interesting (I) করে তোলে। এমনভাবে পড়াতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর জানবার আকাঙ্খা বা Desire (D) বাড়ে ও আপনার/আপনাদের প্রতি তাদের আস্থা বা Confidence (C) আসে; আর আপনি/আপনারা কতটা সফলকাম হচ্ছেন তা অনুধাবন করার জন্য আলোচনার ফাকে ফাকে বা শেষে Action (A) নিন প্রশ্নাদি করে বা Quiz (পরীক্ষা) এর মাধ্যমে, যাতে আপনি ভবিষ্যত কার্যক্রম গ্রহন করতে পারেন এবং সবশেষে তাদের ও আপনাদের পরিতৃপ্তি বা Satisfaction (S) অর্জন করতে পারেন।

আমার বক্তব্য লম্বা হয়ে যাচ্ছে; তাই বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো ইনশাআল্লাহ্। তাদের উদ্দেশ্যে আমার ও আমাদের প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে You do fare well. জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করো, অনেক বড় হও, মানুষের মতো মানুষ হও এবং দেশের, দশের ও বিশ্ববাসীর কল্যানার্থে কিছু অবদান রেখে যেতে সচেষ্ট হও। তোমাদের মতো নতুন প্রজন্মের কাছে শুধু জাতির নয়, বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা অনেক; তোমরা এখনো ছাত্র, অনেক দূরে যেতে হবে।

ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা; The more you read, the more you learn. Industry is key to success; and Man is the Architect of his Fate. বিদায়ী ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমার কয়েকটি উপদেশ: ভু লে যেয়োনা যে Old is Gold, আল্লাহ্‌র দেয়া সু দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি:

১। তোমাদের যথারীতি ও যথোচিতভাবে পড়াশোনা করতে হবে;

২। সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করতে হবে: Time and tide wait for none; A stitch in time, saves nine.

৩। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে; Try to make Best use of time.

৪। অতি প্রত্যুষে বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে; তহলে দিনটাও অনেক বড় পাবে Early to Bed and early to rise; that is the best way to be happy, wealthy and wise.

৫। শৃঙ্খলা মেনে চলবে: Disciplined life ভাবিষ্যত উন্নতির চাবিকাঠি|

৬। একাধারে এক ঘন্টার বেশী পড়ার টেবিলে থাকবেনা : বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সঙ্গেঁ গাঁথা, নয়নের অংশে যেমন নয়নের পাতা ।

৭। স্কুলে/কলেজে প্রতিদিন আসবে এবং ক্লাসে মনোযাগী থাকবে; শিক্ষকের কোন কথা না বুঝলে নি: সঙ্কোচে প্রশ্ন করে জেনে নিবে।

৮। বাড়ীর কাজ (Home work) রীতিমতো সম্পন্ন করে নিয়ে আসবে।

৯। শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের প্রতিটি আদেশ উপদেশ মেনে চলবে।

১০। আল্লাহকে সব সময় স্মরণ রাখবে, নিজের চেষ্টার সঙ্গেঁ তাঁর সাহায্য চাইবে: Allah helps those who help themselves.

১১। পরীক্ষার চিন্তায় কখনো অশান্ত হবে না- পরীক্ষার Hallএও শান্ত থাকতে চেষ্টা করবে Alwayss take it easy; যে সব প্রশ্নের উত্তর ভালো জানা আছে মনে করবে, সেগুলোর উত্তরই আগে লিখবে ।

১২। পরীক্ষার খাতা কখনো আগে জমা দিবে না; সময় থাকলে বার বার revise করবে।

আমার শেষ কথা হচ্ছে মানুষের মতো মানুষ হতে হলে আমাদের সকলকেই ধার্মিক হতে হবে- ধর্মের বিচরণ ক্ষেত্র সমগ্র মানব জীবন। উর্দু কবি ড. আল্লামা ইকবালের ভাষায় (ড. শহীদুল- াহ কর্তৃক অনুদীত)ঃ

ধর্মে হয় জাতির গঠন
ধর্ম নাই তো তুমি নাই
নাই যদি মাধ্যকর্ষণ
চন্দ্র সূর্য ভূমি নাই।

আধুনিক শিক্ষাবিদ ড. জে বি হল মন্তব্য করেন যে, একজন মানুষের জন্য দুনিয়াতে অন্য ১০ জনের সঙ্গে মিলে মিশে সুন্দর ভাবে জীবনযাপন করতে হলে যে তিনটি R' (Reading,' riting and 'rithmetic) এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, তৎসঙ্গে একটি ৪র্থ R (Religion) সংযোজিত না হলে, সে মানু ষটি ৫ম R (Rascal) এ অর্থাৎ একটি দু ষ্ট লোকে পরিণত হয়ে যাবে।

সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ আবুল ফজল বলেনঃ ধর্মের কাছে মানুষ পায় আত্মজ্ঞান, অতিন্দ্রিয় জিজ্ঞাসার প্রেরণা, আধ্যাত্মিক ক্ষুধার শান্তি ও সান্ত্বনা। আসলে, পরোপকার, দানশীলতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, বিনয়-নম্রতা এবং বিশেষ করে সততা, নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতাসহ আত্মিক গুণাবলী মানব মনে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় চেতনা থেকেই। সকল ধর্মেরই মূলমন্ত্র এক- ভাল মানুষ হতে, পরোপকার করতে, সৎকাজে ব্যয় করতে, ক্রোধকে সংবরণ করতে, মানুষকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে, ন্যায়পরায়ণ হতে, পিতামাতাসহ আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করতে, সৎকাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখার উপদেশ দিতে এবং মিথ্যাচার ও পাপাচার থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদির নির্দেশ দিচ্ছে সব ধর্মই। আল-কুরআনের নির্দেশঃ কল্যাণ ও তাকওয়ার প্রতি তোমরা একে-অপরকে সাহায্য করো, কবির ভাষায়

"আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবণী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"।

এসব বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে সংশ্লি-ষ্ট আয়াতে কারিমার উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি আমি অতীতে। তবু এটি অন্য একটি সমাবেশ বিধায় সংক্ষেপে বলছি যে, সূরা বনী ইসরাঈল/২৩ আয়াতে পিতা মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে, নিসা/৩৬ আয়াতে পিতা মাতাতো বটেই, আপনজন আত্মীয় স্বজন, এতিম ও দরিদ্র, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহচর, পথিক ও মালিকানাধীন সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন।

স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করার এবং সহনশীলতা ও ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে সূরা আল ইমরান/১৩৪ আয়াতে। এই সূরারই ১১০নং আয়াতে সৎকাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখার এবং সূরা নাহল/৯০ আয়াতে

ন্যায়পরায়ণ হওয়ার, সকলকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বেশী দেবার, আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করার, অশ্ল-ীল ও নির্লজ্জ কাজ না করার এবং সীমা লঙঘন না করার নির্দেশ রয়েছে। সূরা আনকাবূত/৪৫ আয়াতে রয়েছে কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম রাখার নির্দেশ। এমন কোন বিষয় নেই যা মহাগ্রন্থ আল- কুরআনে বর্ণিত হয়নি, এবং এমন কোন সমস্যাও নেই যার সমাধান নেই তাতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় নিয়েছি বলে দুঃখিত; কারণ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবার সম্ভাবনা কম, আর অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গেও যে আবার দেখা হবে, তারও নিশ্চয়তা কোথায়?

ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই বিদ্যালয়টির সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বিল- াল হোসেন মিঞাঁজী, সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দকে যারা অনুষ্ঠানটি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং বিদ্যালয়টির সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যানার্থে নিবেদিত আছেন। আপনারা সকলেই সুখে থাকুন, সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন এবং আমার জন্য দু'আ করবেন এই কামনায় আল্লাহ হাফেয।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মালীগাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়- জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মালীগাঁও নূরানী ও হাফেযিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে (১২ জানু য়ারী ২০১২)

ভাষনের সার সংক্ষেপ. লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান আল্লাহর, যার অসীম রহমতে আমরা সবাই সুস্থ শরীরে এ অনুষ্ঠানে এসে দু'জাহানের নেকী হাসিল করার সুযোগ পেয়েছি; ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে, মুহতারাম মোহ্তামীম ক্বারী মু. অলিউল্লাহকে এই ইসলামী সম্মেলনের ব্যবস্থাবলম্বন করার জন্য। আর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি আমার মারহুমা স্ত্রীসহ অন্যান্য যাদের সাহায্য সহযোগিতায় এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত, তাদের আপনজনদের, যারা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন)।

কেন এই মাদ্রাসা? এলাকার ছেলে-মেয়েদেরকে ধার্মিক করে গড়ে তোলতে। পৃথিবীতে মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্রষ্টার যাবতীয় হুকুমের সমষ্টি হলো ধর্ম। উর্দু কবি ডক্টর আল্লামা ইকবালের মতে, ধর্মে হয় জাতির গঠন, ধর্ম নাই তো তুমি নাই। দৈনন্দিন কর্ম জীবনে ধর্মের অনুসারী হয়ে চলা একজন মানুষের জন্য যে কতটা জরুরী, তা প্রত্যয়ন করতে গিয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদ জে,বি, হল মন্তব্য করেন ঃ

দুনিয়াতে অন্য দশ জনের সঙ্গে মিলে মিশে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে হলে যে তিনটি R (Reading, 'riting and 'rithmetic) এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, তৎসঙ্গে একটি ৪র্থ R(Religion) সংযোজিত না হলে সে মানু ষটি একটি ৫ম R(Rascal) এ অর্থাৎ একটি দু ষ্ট লোকে পরিণত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এধরনের শিক্ষাই দিয়ে গেছেন; তাঁর জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ-"লাক্বাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহে উছওয়াতুন হাসানাহ"। আমাদের আমন্ত্রণপত্রে আল কুরআনের এই আয়াতটি সকলেই দেখেছেন।

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক তিনটিঃ

(১) সুন্দর একটি নাম রাখা (২) দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া আর (৩) যথাসময় তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া। স্ব-গ্রামে এই মাদ্রাসটি প্রতিষ্ঠিত করে এলাকাবাসী মাতা-পিতার একটি বড় হক আদায়ের সুযোগ করে দিয়েছেন রহিম রাহমান আল্লাহ তাআলা। সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত ধার্মিক ও উৎকৃষ্ট লোক হিসেবে গড়ে তোলতে পারবেন ইন শাআল্লাহ সকলেই।

প্রকৃত ধার্মিক কে? সূর্যের মতো স্নেহ ও মমতা, নদীর মতো ঔদার্য ও বদান্যতা এবং মাটির মতো সহনশীলতা ও আতিথেয়তা যার মধ্যে আছে সেই প্রকৃত ধার্মিক। সূর্যের স্নেহ মমতার একটি উদাহরণ স্পষ্ট হয়ে উঠে এই কবিতাংশে-

দেয়ালের গায়ে এক নাম গোত্রহীন,
ফুটিয়াছে এক ফুল অতিশয় দীন;
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে ভাল আছো ভাই?

উৎকৃষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য (ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত) হচ্ছে ৫টি ঃ

১। রীতিমতো কুরআন তেলাওয়াত করে ২। পারহেয করে চলে অর্থাৎ মুত্তাকী (৩) সৎকাজের উপদেশ দেয় (৪) মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর (৫) আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখে।

আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সূরা আনকাবূত/৪৫ঃ হেরাসূল! যে গ্রন্থ আপনার উপর ওহী করা হয়েছে তা (আল-কুরআন) তেলাওয়াত করুন এবং নামায কায়েম করুন; নিশ্চয়ই নামায অশ্ল-ীল গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, সর্ববৃহৎ সূরার শুরুতেই মুত্তাকীদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উলে- খ রয়েছে। উৎকৃষ্ট লোকের অন্যান্য গুণাবলীর ৩ ও ৪নং গুণের কথা সূরা আল ইমরান/১১০ আয়াতে বিবৃত হয়েছে- তোমরাই হচ্ছো শ্রেষ্ঠতম জাতি, যাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের কাজ করার নির্দেশ দেবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখবে; আর ৫ম বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ

আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখার কড়া নির্দেশও রয়েছে আল-কুরআনে। এমন কি, এই বন্ধন ছিন্নকারীর ভয়াবহ পরিণামের অর্থাৎ তাকে কখনো ক্ষমা না করার কথা হাদীসেও রয়েছে, যখন বনী কালবের যত মেষ ছিল এবং তাদের গায়ে যত পশম ছিল সে পরিমাণ বান্দার গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন (শাবানের মধ্য রাতে), তখনও।

কথা প্রসঙ্গে মনে এলো ঐ রাতে (লায়ালাতুন নিছফে মিন শাবান) যে সাত শ্রেণীর মানুষের গোনাহ আল্লাহ পাক মাফ করবেন না, তাদের মধ্যে আরো একটি হতভাগ্য শ্রেণী হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্য নাফরমান সন্তান। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম ও কবীরা গোনাহর অন্তর্ভূক্ত।

বক্তব্যের শুরুতে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক সম্বন্ধে বলেছি; তাই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের সকলেরই জানা অত্যাবশ্যক। সূরা বনী ইসরাঈল/২৩ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন "তাঁকে ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত বন্দেগী তোমরা করবে না, আর মাতা-পিতার প্রতি সুন্দর আচরণ করবে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে "উফ" পর্যন্ত বলবে না, ধমক দেবে না বরং তাঁদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে"।

সূরা নিছা/৩৬ আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছে "তোমরা আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গেও, এতিম ও দরিদ্রগণের সঙ্গেও, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সঙ্গেও এবং সহচরদের ও পথিকদের সঙ্গেও, এমনকি উহাদের সঙ্গেও, যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টিও মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল (মিশকাত)। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে সু-সন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে, তার প্রতিদানে আল্লাহ তাকে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব দান করবেন।

পিতা-মাতার অধিকার সন্তানের উপর এত বেশী যে, তাদের অনুমতি ছাড়া জেহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়াও রাসূল (সাঃ) এর পছন্দনীয় ছিল না। আসমা বিন্‌তে আবু বকর (বাঃ) বর্ণীত হাদীস অনুসারে, মুশরিক মা-বাবাকেও খেদমত করতে হবে।

মা-বাবার ইন্তেকাল হয়ে গিয়ে থাকলে, আল-কুরআন (বনী ইসরাঈল/২৪) ও আল-হাদীস অনুসারে, নামায আদায় করে তাদের গোনাহ-খাতা মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে (রাব্বির হাম্ হুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা)। তাঁদের কোথাও কোন ওয়াদা থাকলে তা যথাযথ পালন করতে হবে, কোন দেনা থাকলে পরিশোধ করতে হবে। কাহারও কোন আমানত তাঁদের নিকট থেকে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে; তাঁরা কোন অছিয়ত করে গিয়ে থাকলে পুরা করতে হবে; মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে, এবং তাঁদের কেউ কাহারও হক নষ্ট করে গিয়ে থাকলে তা আদায় করা সম্ভবপর না হলে মাফ চাইতে হবে।

আমার বক্তৃতা লম্বা হয়ে যাচ্ছে; আপনারা সব উলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের মূল্যবান ওয়াজ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন; তাই মাদ্রাসাটির ভবিষ্যত কল্যাণ কামনায় অল্প সময় কিছু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি ইনশা আল্লাহ। সূরা রাক্বারাহ/০৩ আয়াতে মুত্তাকীদের একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন যে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে (নেক কাজে)। অতএব আসুন মাদ্রাসাটির উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা যে যতটা পারি, ব্যয় করি। যার আয় বা সঞ্চয় টা. ১০০,০০০/- তিনি যদি টা. ১০০০/- দান করেন, আর যার সঞ্চয় মাত্র টা. ১০০/-, তিনি যদি মাত্র এক টাকা দান করেন, দু'জনেই সমান সওয়াব পাবেন। সূরা আল-ইমরান/১৩৩-১৩৪ আয়াত দুটিতে এই কথাই বলা হয়েছে যে, যে সকল মুত্তাকী স্বচ্ছলতা এবং অভাবের সময় সৎকাজে ব্যয় করে থাকেন, তাদের জন্য এমন বেহেশত প্রস্তুত করা হয়েছে যার প্রশস্ততা এরূপ যেমন আসমান ও যমীন; তারা আল্লাহ পাক থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত এবং এরূপ সদাচারীদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন।

বক্তব্য শেষ করার আগে বলে যেতে চাই-যারা মালামাল বা অর্থ দিয়ে সৎকাজে সাহায্য-সহয়োগিতা করতে নাই পারেন, সময় বা শ্রম দিয়ে তা অবশ্যই করতে পারেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা অবশ্যই করতে হবে মৃত্যুর আগে। সূরা আছ্ ছফ/১১ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ধন সম্পদ ও শ্রম সম্পর্কে আল্লাহর রাস্তায়, আর সূ রা মুনাফেকুন/১০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে " আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু আসার আগেই"। সূরা বাক্বারাহ/২৫৪ আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেনঃ যে রুজি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই ব্যয় করো, যেদিন না আছে বেচাকেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। সূরা ইবরাহীম/৩১ আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন "যা কিছু দিয়েছি আমি তোমাদেরকে, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করো সেদিন আসার আগে, যেদিন না কোন ক্রয় বিক্রয় থাকবে, না কোন বন্ধুত্ব। ওয়া মা তাওফিকী, ইল- া বিল্লাহিল আলিয়ূল আজীম।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় নিয়েছি বলে দুঃখিত। ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করার জন্য আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। সকলে সুখে থাকুন ও শান্তিতে থাকুন- আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ।

ঢাকার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র পল্লবীতে অবস্থিত লাইটহাউজ কলেজ অডিটরিয়ামে কৃতী ছাত্র/ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে; সভাপতিত্ব করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হালিম এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ড. গোলাম রসূল মিয়া, জাতীয় পরামর্শক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১৩ জুন ২০১০)

ভাষণের সার সংক্ষেপ - লাখো কোটি শোকরিয়া আদায় করছি সেই দয়াময় মহান আল্লাহর যার অসীম রহমতে আমি আজ সুস্থ শরীরে এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরেছি; আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এ কলেজ কর্তৃপক্ষকে যারা আমাকে এ সুযোগ প্রদান করে সম্মানিত করেছেন।

অদ্যকার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত সভাপতি, লাইট হাউজ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব মশিউর রহমান, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত শিক্ষানুরাগী এলাকাবাসী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

লাইট হাউস স্কুল এন্ড কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এলাকায় আরো একটি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করতে। কর্তৃপক্ষ তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং এলাকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন; এজন্য অবশ্যই তাঁরা প্রশংসার দাবীদার। আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিষ্ঠানটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছো (A+ পেয়েছো), প্রশংসা ও সংবর্ধনা তোমাদের অবশ্যই প্রাপ্য। এভাবে সংবর্ধনা দিয়ে গুণের কদর করা হলে গুণীজন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরো বেশী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট থাকেন। আর এর দ্বারা যারা অপেক্ষাকৃত কম কৃতিত্ব দেখাতে পারেন বা তেমন ভাল করতে পারেন না, তাঁদেরকেও অনুপ্রাণিত করা হয়। এজন্যই এ ধরনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের জন্য শুধু তাদেরকে সংবর্ধনা দিলেই চলবে না, এদের সাফল্যের পেছনে অবদান রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের (প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ তো বটেই), অভিভাবক/অভিভাবিকাদের ও ব্যবস্থাপনা কমিটির। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা জানাই ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। এলাকায় যে আলোক বর্তিকার উদ্ভব হয়েছে, সেটিকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে ও এটির উন্নতি সাধন করতে মুক্ত মন নিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, সময় শক্তি ও অর্থ দিয়ে এবং ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ Man, Money and Material দিয়ে) সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে এই মহাবিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ বিদ্যা নিকেতনে পরিণত করা হোক আজকের দিনে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

এখন আমি, যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে আর যারা রাখতে পারেনি 'দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের' উদ্দেশ্যে কিছু বলবো: প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে বলি "ভবিষ্যৎ জীবনে তোমরা আরো বেশী ভালো করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। Hare and Tortoise গল্পটির শিক্ষা ভুলে গেলে চলবেনা। কোন কোন মেধাবী ছাত্র ছাত্রী (আমার পরিচিত), পরবর্তী জীবনে অভিভাবক ও হিতাকাঙ্খীদেরকে নিরাশ করেছে।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে বলি যে, আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই রয়েছে প্রতিভা। সুযোগ পেলেই এই প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের ভাষায় 'প্রতিভা এমন এক জিনিস, ইহা যা কিছু স্পর্শ করে, তাকেই সজীব করে; তবে তোমাদেরকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের গুণাবলী অর্জন করতে হবে: সেগুলো হচ্ছে ঃ ক্লাসে মনোযোগী হওয়া, রীতিমত ক্লাসে আসা, শিক্ষকের পরামর্শ মতো কাজ করা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হওয়া। Industry is key to success। এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় যারা জিপিএ-৫ পাওনি, তারা পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ সেই সম্মান অর্জন করতে পারবে। Failures are the pillars of success। এমন অনেক উদাহরণ আমি দেখেছি এসএসসি লেবেলে তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস / Gold Medal পেয়েছে।

জিপিএ-৫ পাওয়া মেধাবিকাশের নির্দেশক নয়। যেসব বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সে সবের মধ্যে কিছু বিষয় তোমাদের অপছন্দনীয় ছিল। পরবর্তী জীবনে পছন্দমতো বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিলে তোমাদের মেধা বিকাশের সুযোগ ঘটবে। একটা পরীক্ষায় খারাপ করলে, কোন জীবনই ব্যর্থ হয়ে যায় না। বিজ্ঞানী/অবিজ্ঞানীদের যারা বিশ্ববিখ্যাত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন যেমন: আইনস্টাইন, আইজ্যাক নিউটন, আর্কিমেডিস, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ফুটবল সম্রাট পেলে, ম্যারাডোনা, জিদান, আমাদের ব্রজেনদাশ, মুসা ইব্রাহিম প্রমুখদের কে কোন পরীক্ষায় মেধা তালিকার শীর্ষে ছিলেন ? অতএব তোমাদের যার যার প্রতিভাকে কাজে লাগাও; তোমরাও বিশ্ববরেণ্য হতে পারবে।

আমার বক্তৃতা লম্বা হয়ে যাচ্ছে; তাই আর সময় না নিয়ে শেষ কথা বলে যাই। যে যাই করো, তোমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতা করতে হবে, সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে হবে। তোমাদের মতো নতুন প্রজন্মের কাজে জাতির প্রত্যাশা অনেক। নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতার ও দেশপ্রেমের দীক্ষা নিতে হবে তোমাদের। আল্লাহ তোমাদের সাহায় হোন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই আমি শেষ করছি। Light House College - জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ চীরজীবী হউক।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ।

ঢাকাস্থ শাহজাহানপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ অডিটরিয়ামে ঢাকাস্থ দাউদকান্দি থানা জনকল্যাণ সমিতির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি হিসেবে; প্রধান অতিথি ছিলেন সাংসদ ও সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সাংসদ ও সাবেক মন্ত্রী আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার, মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূইয়া, লায়ন মজিবুর রহমানসহ আরো কয়েকজন দাউদকান্দির বিদগ্ধ গুণীজন (২২ এপ্রিল ২০০০)

ভাষনের সার-সংক্ষেপ- সমিতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ অদ্যকার অনুষ্ঠানটি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন সমিতির দু'জন একনিষ্ঠ কর্মী ওমর ফারুক ভূইয়া ও শাহজাহান ভূইয়া। সামিতির কল্যাণার্থে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন সমিতির হিতাকাঙ্খী সর্বজনাব লায়ন মজিবুর রহমান, আবদুল খালেক সরকার, ইঞ্জিনিয়ার আতাউল্যাহ ভূঁঞা, বাংলা বার্তার সম্পাদক মোঃ শাহজাহান এবং সাবেক মন্ত্রীদ্বয় ও সমিতির উপদেষ্টা আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার ও ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বক্তারা সকলেই মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, এবং সমিতিটি যাতে টিকে থাকে ও জন কল্যাণমূলক সব কর্মকান্ড যেন সুচারুরূপে চালিয়ে যেতে পারে, সে ব্যাপারে সাধ্যমত যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

সমিতির নির্বাচনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট উল্লেখসহ স্বাগত ভাষন দিয়েছেন সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা জনাব নূরুজ্জামান। সমিতির অতীত ও বর্তমান কর্মকান্ড তুলে ধরেছেন সমিতির সাবেক এক সফল সভাপতি জনাব এম.এ কুদ্দুস সরকার এবং নব-নির্বাচিত সদস্যদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্বন্ধে ভালো বক্তব্য রেখেছেন সমিতির সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক ও কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি আলহাজ্ব আবদুল আজিজ মিঞা।

এতক্ষণ যাদের নামকরণ করেছি এদের সকলের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা বেশ বহু দিনের, বেশ কিছু কাল ধরে সমিতির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততার কারণেই। এদেরকে যতটুকু চিনেছি এরা হচ্ছেন ভোগে বিতৃষ্ণ, ত্যাগে উদ্বুদ্ধ ও আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান।

আল-হাদীস অনুসারে, যার দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়, মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এরা সকলেই উত্তম মানুষ; সমিতির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাঁদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। দাউদকান্দির এমনি কয়েকজন মহান জনদরদী ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত চেষ্টায় ৩৮ বছর আগে ১৯৬২ সালে ঢাকাস্থ দাউদকান্দি থানা জন কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত বছারগুলোতে আপনাদের আমাদের সকলের একনিষ্ঠ ও নিঃসার্থভাবে কাজ করে যাবার ফলে, আর একতা, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার গুণে অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ দীর্ঘ বন্ধুর পথ মাড়িয়ে এবং বহু প্রতিকূলতার ঝাপটা সয়ে আল্লাহর অসীম রহমতে আমরা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে কামিয়াব হয়ে এসেছি।

আর্থিক সংকটসহ বিভিন্ন রকমের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল সমিতির; তাই কোন কোন লক্ষ্য অর্জনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমরা যেন পূরাতনের জীর্ণ খোলস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সব বিভেদ ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে সব ব্যর্থতা ও তমসাকে পিছু ফেলে নতুন দিনের নতুন প্রভাতে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের জন্য অভীষ্ট লক্ষ্যে সাহসী প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগুতে পারি।

যে কোন বিষয়ে সংকট দেখা দিলে ও সফলতা অর্জন করতে হলে মুরব্বিদের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা যে পরামর্শ দেবেন, তা অর্জন করলে অবশ্যই সফলতা গ্রহণ করা যাবে; কারণ, Old is Gold; সে জন্যই সংবিধান সংশোধন করে আমরা ১১ জনের সমন্বয়ে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করেছি।

নিরহংকার মানবীয় গুণের অধিকারী ছাড়া জনকল্যাণে কেউ নিবেদিত হতে পারে না। হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি বর্জন করে পরিচ্ছন্নতার আবাদ করতে হবে। সব ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি থেকে পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে; তাহলেই সমিতির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা সফলকাম হবো।

শেষ কথা হচ্ছে-সমিতির সার্বিক কল্যাণার্থে আমাদের আপনাদের সকলকে শ্রম ও সময় দিতে হবে; বিশেষ করে, কার্যকরী পরিষদের প্রতিটি সদস্যকে নিঃস্বার্থভাবে সমিতির সব কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই কার্যকরী পরিষদই হচ্ছে সমিতির চালিকা শক্তি (Nucleus of the Samity)। তেত্রিশ জন শিক্ষিত ও দক্ষ সদস্যের

সমন্বয়ে গঠিত এই কার্যকরী পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের একক প্রচেষ্টা চালিয়ে, যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে প্রচন্ড একটা শক্তি আছে।

কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদে আল্লাহর অসীম রহমতে নির্বাচিত হয়ে আপনারা যারা সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ পেয়েছেন, তাদের সকলকে জানাই মোবারক বাদ। আল্লাহ পাক আপনাদের ও আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে তাওফিক দান করুন।

পরিশেষে, দীর্ঘ সময় উপবিষ্ট থেকে Patient Hearing দিয়ে আপনারা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কৃ তজ্ঞতা জানাই এই ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস মাহমুদাকে যিনি তাঁর কলেজ অডিটরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেছেন, এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ, মতিঝিল থানা কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে যারা অনুষ্ঠান চলাকালে শান্তি, শৃঙ্খলা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অদ্যকার দ্বি-বার্ষিক সাদারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। দাউদকান্দি থানা জন কল্যাণ সমিতি-জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ চিরজীবী হউক। আল্লাহ হাফেয। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।